Reg. No C. 534

২১ বর্ষ। ভাদ্র। ৫ম সংখ্যা।

হিন্দু-পত্রিকা।

WITH WHICH IS INCORPORATED
"THE BRAHMACHARIN."

(ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞানাদি-বিষয়ক
মাসিক-পত্রিকা।)



সম্পাদক

বেদান্তবাচস্পতি শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম, এ, বি, এল্

সহকারি সম্পাদক

স্মৃতিসাংখ্যমীমাংসাতীর্থ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভারতী।

যশোহর।

হিন্দু-পত্রিকা-প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শকাব্দাঃ ১৮৩৬।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য—সমেত ডাক মাশুল ২৲ মাত্র। এই সংখ্যার নগদ মূল্য ।৹ আনা

সূচী।

বর্ত্তমান সংখ্যার লেখকগণের নাম।

শ্রীকেদারনাথ ভারতী, শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ, শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ, শ্রীদুর্গাচরণ দাস গুপ্ত, শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র, শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ, শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যতীর্থ, শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী, শ্রীবরদাকান্ত দে, শ্রীশরদিন্দু মিত্র, সম্পাদক, সহসম্পাদক প্রভৃতি।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইন্ মতে রেজিষ্টারী)

হিন্দু-পত্রিকা



২১ বর্ষ, ২১ শ খণ্ড ৫ম সংখ্যা। ভাদ্র। ১৩২১ সাল। ১৮৩৬ শকাব্দাঃ

অথর্ববেদ-সংহিতা। *

(প্রথমকাণ্ড প্রথম অনুবাক প্রথমসূক্ত)

(বাচস্পতিস্তোত্র)

ওঁ যে ত্রিষপ্তাঃ পরিয়ন্তি বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতঃ। বাচস্পতির্বলা তেষাং তন্বো অদ্য দধাতু মে। ১

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। যে (লোকবেদে প্রসিদ্ধাঃ) ত্রিষপ্তাঃ (ত্রয়োদশসপ্তকা ভাবাঃ, ত্রিরাবৃত্তসপ্তসংখ্যাযুক্তা বা, অথবা অনিয়তা সপ্তসংখ্যা যেষু,—একবিংশতিসংখ্যকা ইত্যর্থঃ) দেবাঃ পরিয়ন্তি (প্রতিদিনং প্রতিবৎসরং প্রতিকল্পং প্রতিশরীরম্ যথোচিতং পর্য্যাবর্ত্তন্তে) বিশ্বা (বিশ্বানি) রূপাণি (প্রতিনিয়তাকারান্) বিভ্রতঃ (ধারয়ন্তঃ) বাচস্পতিঃ (বেদস্য পতিঃ) তেষাং (ত্রিসপ্তানাং দেবানাম্) বলা (বলানি সামর্থ্যানি) মে (মম) তন্বঃ (শরীরস্য) অদ্য (ইদানীং) দধাতু (করোতু)

বঙ্গানুবাদ। যে প্রসিদ্ধ ত্রিসপ্ত দেবগণ (১)

* অথর্ব্ববেদ-সংহিতা অনন্তজ্ঞানরত্নের আগার। যজ্ঞবিদ্যায় সমধিক উপযোগিতা না থাকায় যদিও যাজ্ঞিক ত্রয়ীবিদ্‌গণ অথর্ব্ববেদের প্রচুরতর সমাদর করেন নাই, তথাপি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ব্যাখ্যা বিপ্লবণ অথর্ব্ববেদে যেমন বিদ্যমান, আর কোনও বেদসংহিতায় তাহা দৃষ্ট হয় না। এই অমূল্য অথর্ব্ববেদ বঙ্গভাষায় অনূদিত হয় নাই। মাদৃশ জনের অযোগ্য ও দুর্ব্বল হস্তে ঐ মহৎ কার্য্যের সৌকর্য্যসাধন সম্ভব নয়, তথাপি সায়ন ভাষ্য হইতে সঙ্কলিত পদবোধিনী ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ প্রকাশে কৃতসংকল্প হইয়াছি। ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। লেখক

নানারূপ ধারণ করিয়া পর্য্যাবৃত্ত হইতেছেন, সেই ত্রিসপ্ত দেবগণের সামর্থ্যসমূহ, বাচস্পতি (২) দেবতা, ইদানীং আমার শরীরে প্রদান করুন।

টিপ্পনী। (১) ত্রিসপ্ত দেব—দ্যোতনশীল ত্রিসংখ্যাক্রান্ত ও সপ্তসংখ্যাক্রান্ত পদার্থসমূহ। ভু, ভুবঃ, ও স্বঃ—এই তিন লোক; অগ্নি, বায়ু, আদিত্য এই তিন প্রাকৃত দেবতা; সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনগুণ; ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব—এই তিন গুণদেবতা এবং মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ ক্রতু, বশিষ্ঠ সপ্তঋষি; রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি শুক্র শনি এই সপ্ত গ্রহ; ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য এই সপ্তলোক; গায়ত্রী উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুভ, জগতী এই সপ্ত ছন্দ—এই ত্রিসংখ্যাযুক্ত ও সপ্তসংখ্যাযুক্ত পদার্থসমূহ ত্রিসপ্ত দেব। অথবা সপ্তসংখ্যাক্রান্ত যে তিন শ্রেণীর পদার্থ, তাহারা ত্রিসপ্ত দেব, যেমন,—সপ্তসিন্ধু, সপ্তলোক, সপ্ত আদিত্য। পক্ষান্তরে ত্রিগুণিত সপ্তসংখ্যাযুক্ত অর্থাৎ একবিংশতি-সংখ্যাযুক্ত পদার্থসমূহ ত্রিসপ্তদেব। দ্বাদশ মাস, পঞ্চ ঋতু, ত্রিলোক এবং আদিত্য এই তৈত্তিরীয়সংহিতোক্ত একবিংশ পদার্থ, কিম্বা পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চপ্রাণ, দশেন্দ্রিয় ও মন—এই একবিংশ পদার্থ ত্রিসপ্তদেব। এই যে সকল দ্যোতনস্বভাব পদার্থ নানাকারে পর্য্যাবর্ত্তন লাভ করিতেছে, ইহাদের সামর্থ্য প্রার্থনা করা হইতেছে।

(২) বাচস্পতি—বেদবাক্যের পতি পরমেশ্বর। পরমেশ্বরই সর্ব্বফলপ্রদ, এজন্য তাঁহার কাছেই প্রার্থনা করা হইতেছে।

পুনরেহি বাচস্পতে দেবেন মনসাসহ।
বসোষ্পতেনিরময় ময্যেবাস্তু ময়ি শ্রুতম্ ॥২

পদবোধিনীব্যাখ্যা। হে বাচস্পতে (বেদপালয়িতঃ।) দেবেন (দ্যোতনাত্মকেন) মনসাসহ (সঙ্গতঃসন্) পুনঃ এহি (আগচ্ছ) অপিচ হে বসোষ্পতে! (বাসকস্য গ্রামপশ্বাদিরূপস্য ধনস্য স্বামিন্!) নিরময় (অভিমত ফলপ্রদানেন অস্মান্ ক্রীড়য়) ময়ি এব অস্তু (ত্বয়াদত্তং গ্রামাদিকং ময্যেব বর্ত্ততাম্) ময়ি শ্রুতম্ (বিধিবদধীতং বেদাদিকং) চ অস্তু।

বঙ্গানুবাদ। হে বাচস্পতে! দ্যোতনস্বভাব মনের সহিত সঙ্গত হইয়া (অভিলষিত ফলদানের জন্য) পুনঃ পুনঃ আগমন করুন। হে বসোষ্পতে (১) (অভিমত ফল প্রদান করিয়া) আমাকে আনন্দিত করুন। আপনার প্রদত্ত ধনসম্পৎ কেবল আমাতেই অবস্থান করুক অর্থাৎ উহা যেন অপরে প্রাপ্ত না হয়। অধীতবেদবিদ্যাও আমাতেই বিদ্যমান থাকুক।

টিপ্পনী। (২) বসোষ্পতি—বসু বা ধনের অধিপতি। যিনি ধনসম্পদের অধিস্বামী, তিনি ধনসম্পৎ প্রদান করিতে পারেন। এই জন্যই বসোষ্পতির নিকট ধনপ্রার্থনা। পরমেশ্বর ধনস্বামীও বটে, জ্ঞানস্বামী (বেদপতি বা বাচস্পতি) ও বটে, সুতরাং বেদ-বিদ্যার স্থায়িত্বও তাঁহারই নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে।

ইহৈবাভি বি তনুভে আর্ত্নী ইব জ্যয়া।
বাচস্পতির্নি যচ্ছতু ময্যেবাস্তু ময়ি শ্রুতম্ ॥ ৩

হে বাচস্পতে! ইহৈব (সাধকে জনে) উভে (দ্বিবিধে ফলে) অভি বিতনু (অতিভোবিস্তীর্ণে কুরু) জ্যয়া (মৌর্ব্ব্যা ধনুষি

আরোপিতয়া) আর্ত্নী ইব। বাচস্পতিঃ (বিধাতা) নিযচ্ছতু (দত্তং নিখিলং ফলং নিয়ময়তু স্থিরীকরোতু ইত্যর্থঃ) ময়ি এব অস্তু (ফলং গ্রামাদিকম্) ময়ি শ্রুতং (অধীতং বেদাদিকং) চ অস্তু।

বঙ্গানুবাদ। ধনুকে আরোপিত জ্যা কর্ত্তৃক যেমন ধনুর্দণ্ডের কোটিভাগদ্বয় ন্যায় উভয়পার্শ্বে বিস্তৃত হয়, তদ্রূপ বাচস্পতি, আমাতে উভয়বিধ ফল প্রভূতভাবে বিস্তৃত করুন (১) বাচস্পতি দেবতা, দত্ত ফলসমূহ আমাতেই স্থিরভাবে স্থাপন করুন। (২) প্রদত্ত ফল সকল আমাতেই অবস্থিতি করুক (৩) অধীত বেদবিদ্যাও আমাতে অবস্থান করুক।

টিপ্পনী। (১) ধনুর্দণ্ডের উভয়কোটি স্বভাবতঃ পরস্পর দূরবর্ত্তী থাকে, জ্যা আরোপণ করিলে যেমন উহারা বলপূর্ব্বক জ্যার দুইপ্রান্তে অবস্থাপিত হয়, তদ্রূপ ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ ফল স্বভাবতঃ দূরবর্ত্তী হইলেও বাচস্পতি-দেবতার কৃপাবলে উহারা একই সাধকের ইহকাল—পরকাল উভয়প্রান্তে বিস্তৃতভাবে বিদ্যমান থাকুক অর্থাৎ বাচস্পতিদেবতা, সাধককে উভয়বিধ ফল প্রভূতরূপে প্রদান করুন—এইরূপ প্রার্থনা করা হইতেছে।

(২) এখানে বলা হইতেছে, বাচস্পতি দেবতা, এমনভাবে ফলদান করুন, যাহাতে ঐ সকল ফল আমাতে স্থায়িত্বলাভ করে অর্থাৎ ফল যেন কদাচ আমা হইতে বিচ্যুত না হয়।

(৩) তাৎপর্য্য এই যে, ঐসকল ফল যেন আমিই লাভ করি, অর্থাৎ অপরে উহা লাভ করিতে না পারে—এই ভাবেই ফল প্রদান করা হউক।

উপহূতো বাচস্পতিরুপাস্মান্ বাচস্পতি-র্হ্বয়তাম্।

সং শ্রুতেন গমেমহি মা শ্রুতেন বিরাধিষি ॥ ৩

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। বাচস্পতিঃ উপহূতঃ (সমীপমাহূতঃ) (অতএব) বাচস্পতিঃ অস্মান্ (ফলকামান্) উপহ্বয়তাম্ (স্বসমীপমাহ্বয়তাং ফলং দাতুম্) (উপহূতা বয়ং) শ্রুতেন (বেদেন) সংগমেমহি (সংগচ্ছেমহি) মা (ন) শ্রুতেন (অধীতেন বেদেন) বিরাধিষি (বিযুক্তঃ অভবম্)

বঙ্গানুবাদ। বাচস্পতি দেবতা আমাদিগের দ্বারা আহূত হইয়াছেন। (অতএব) বাচস্পতি দেবতা, আমাদিগকে ফলগ্রহণের জন্য তাঁহার সমীপে আহ্বান করুন। তাঁহার দ্বারা আহূত হইয়া যেন আমরা শ্রুত অর্থাৎ বিধিপূর্ব্বক অধীত বেদশাস্ত্রের সহিত সম্মিলিত হইতে পারি, কদাচ যেন শ্রুত হইতে বিযুক্ত না হই। (১)

টিপ্পনী। (১) এখানে "শ্রুতের সহিত সম্মিলিত হইতে পারি" এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, বাচস্পতিদেবতার কৃপায় যেন আমরা এতাদৃশ মেধাবী হইতে পারি যে, অধীত বেদশাস্ত্র, আমাদিগের চিত্তে চিরস্থির ভাবে অবস্থান করে। আর "শ্রুত হইতে বিচ্যুত না হই" এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, যেন স্মৃতিভ্রংশ বা মেধাহ্রাস দোষ উপস্থিত হইয়া আমাদের অধীতবেদশাস্ত্রের জ্ঞানে মালিন্য ঘটাইতে না পারে। বাচস্পতি

সর্ব্বফলদাতা ভগবান্, তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা সর্ব্বথা সঙ্গতই হইতেছে।

প্রথমস্কন্ধ সমাপ্ত।

শ্রীকেদারনাথ ভারতী।

শাণ্ডিল্য-সূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ঐশ্বর্য্যং তথেতি চেন্ন স্বাভাব্যাৎ॥ (৩৪)

৩৪। ঐ কারণেই তাঁহার প্রভুত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। উহা তাঁহার স্বাভাবিক।

যদি তুমি ভাব যে জীবের কোন প্রকার দুঃখ নাই, তবে এ কথাও বলা চলে যে, ঈশ্বরেরও কোনরূপ প্রভুত্ব-প্রকাশিকা শক্তি নাই। শাণ্ডিল্য বলেন, তাহা হইতে পারে না; কেননা, তাঁহার ঐরূপ শক্তি প্রকৃতিগত।

অপ্রতিষিদ্ধং পরৈশ্বর্য্যং তদভাবাচ্চ নৈবমিতরেষাম্॥ (৩৫)

৩৫। তাঁহার মহিমা অস্বীকার করিবার যো নাই; মহিমা তাঁহার প্রকৃতি। কিন্তু অন্যের পক্ষে ঐশ্বর্য্য ফলোপধায়ক হইবে না।

মানুষ স্বভাবতঃ দুঃখ-যাতনার অধীন, কিন্তু নিষ্পাপ হৃদয় হইলে, সে জ্যোতির্ম্ময়ী অবস্থা লাভ করিতে পারে। ঈশ্বরের অবস্থা বরাবরই তদ্রূপ। এতন্নিমিত্তই, তেজোদীপ্ত অবস্থায় আরূঢ় হইবার জন্য মানুষকে তাঁহার পূজার্চ্চনা করিতে হইবে।

সর্ব্বানৃতে কিমিতি চেন্নৈবমবুদ্ধ্যানন্ত্যাৎ॥ ৩৬

৩৬। সংমিলনের পর পার্থক্য-অনুভূতির বিলোপ হইয়া থাকে। তাই বলিয়া ভগবদ্‌ভক্তির যে আবশ্যকতা নাই, তাহা নহে। কেননা, মনুষ্য-বুদ্ধি নানাবিষয়িনী।

মুক্তাবস্থায় যাবতীয় বস্তুর একত্ব-জ্ঞান হয় বটে, তখন স্বতন্ত্রসত্তাভাব বশতঃ ভগবদ্‌ভক্তিরও প্রয়োজন থাকে না সত্য, কিন্তু এমন একটি দিন নিশ্চয় আসিবে, যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিই মুক্তি লাভ করিবে—এইরূপ চিন্তা করা নিতান্তই নির্ব্বোধের কার্য্য। বহুসংখ্যক অমুক্ত ব্যক্তি চিরদিনই থাকিবে। তাহাদিগের পক্ষে ঈশ্বরের মহিমা চিরদিনই আবশ্যক হইবে।

প্রকৃত্যন্তরালবদবিকার্য্যং চিৎসম্বেনানুবর্ত্তমানাৎ॥ (৩৭)

৩৭। পরিবর্ত্তন আশঙ্কাজনক নহে; কেননা, শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ ঈশ্বর, প্রকৃতির অন্তরাল হইতে কার্য্য করিতেছেন।

প্রকৃতি বা মায়া জগতের উপাদান-কারণ। মায়া ব্রহ্মে শক্তিরূপে সূক্ষ্মাবস্থায় নিহিত থাকেন। ব্রহ্ম শুদ্ধ চৈতন্য চিৎ অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে গুণাতীত বস্তু। ইহার পরিবর্ত্তন নাই। প্রপঞ্চভূত জগৎ, শুদ্ধ মায়ারই কার্য্য; ব্রহ্মের সাহচর্য্যে মায়া এই লীলা করিয়া থাকেন। যাদুকর যেমন যাদুবিদ্যা—প্রভাবে ঐন্দ্রজালিক দৃশ্য প্রকট করেন, তদ্রূপ ব্রহ্মও প্রকৃতির সাহায্যে মায়িক জগৎ উৎপন্ন করিয়া থাকেন। প্রকৃতিরই পরিবর্ত্তন ঘটে, ব্রহ্মের নহে। ব্রহ্ম প্রকৃতি বা মায়ার সহিত ক্রিয়াশীল

হইলেই 'ঈশ্বর' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই প্রকৃতি, ব্রহ্ম-শক্তি হইলেও এই জগতের উপাদান-কারণ। মায়ার সহিত ক্রিয়াশীলতার অবস্থাটুকু স্মরণ করিয়া আমরা স্থলবিশেষে ব্রহ্মকেও বিশ্বের উপাদান-কারণ বলিয়া থাকি। এই প্রকৃতি বা মায়াই দৃশ্যমান জগতের যাবতীয় সত্তার অনস্তিত্বের কারণ।

তৎপ্রতিষ্ঠা গৃহপীঠবৎ ॥ (৩৮)

৩৮। একব্যক্তি গৃহাভ্যন্তরে কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট থাকিলেও যেমন বলা যাইতে পারে যে তিনি গৃহে উপবিষ্ট আছেন, তদ্রূপ ঈশ্বরকে পৃথিবীর আধার বলা যাইতে পারে।

গৃহ মধ্যে কাষ্ঠাসনে বসিয়া থাকিলেও কাষ্ঠাসনের উল্লেখ না করিয়াই বলা হয় যে "তিনি গৃহে বসিয়া আছেন," তদ্রূপ প্রপঞ্চভূত জগৎ, প্রকৃতির কার্য্য হইলেও বলা হইয়া থাকে যে উহা ঈশ্বরের কার্য্য ;* কেননা, প্রকৃতি তাঁহার শক্তি।

মিথোঽপেক্ষণাদুভয়ম্ ॥ (৩৯)

৩৯। প্রকৃতি ও ব্রহ্ম উভয়ই জগতের কারণ। তাঁহারা পরস্পর সাপেক্ষ।

প্রকৃতি ব্রহ্মের শক্তি হইলেও ইঁহার সাহচর্য্যে দৃশ্যমান জগৎ প্রসূত হয় বলিয়া ব্রহ্ম ও প্রকৃতি উভয়ই জগতের কারণ।

চেত্যাচিত্যোর্ন তৃতীয়ম্ ॥ (৪০)

৪০। চৈতন্য ও চৈতন্যাবলম্বন ব্যতীত তৃতীয় বস্তু কিছু নাই।

ব্রহ্ম—চৈতন্য ; প্রকৃতি—চৈতন্যের—'মিডিয়ম্' বা অবলম্বন। এই অবলম্বনের ভিতর দিয়াই চৈতন্যের ক্রিয়া-কলাপ পরিব্যক্ত হইয়া থাকে। এই দুইটী ব্যতীত তৃতীয় বস্তু নাই। প্রপঞ্চভূত জগতের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে 'জ্ঞাতা' ও 'জ্ঞাত', সূক্ষ্ম ও স্থূল, বিষয়ী ও বিষয় ব্যতীত আর কিছুই নাই। প্রত্যেক বস্তু মাত্র এই দুইভাবে বিশ্লিষ্ট হইতে পারে। সূক্ষ্ম বস্তু—চিৎ বা চৈতন্য ; স্থূল বস্তু—জড়, প্রকৃতি বা চেত্যা। জড় ও চৈতন্য পরস্পর অবিচ্ছিন্নভাবে সংমিলিত। চৈতন্য বা চিৎ সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত আছেন। কিন্তু সতত উঁহার প্রকাশ হয় না। প্রকৃতি উজ্জ্বলা অর্থাৎ সাত্ত্বিকগুণসম্পন্না হইলেই চৈতন্যের বিকাশ হইয়া থাকে। প্রকৃতি রাজসিকগুণসম্পন্না বা বর্ণযুক্তা হইলেও চৈতন্যের বিকাশ দৃষ্ট হয়। সে বিকাশও বর্ণযুক্ত। কিন্তু তামসিকী বা অন্ধকারময়ী প্রকৃতিযুক্ত হইলে উহার আদৌ বিকাশ হয় না। চৈতন্য যেন কাচের চিম্নীর মধ্যে অবস্থিত আলোক। চিম্নী নির্ম্মল শুভ্র বর্ণের হইলে সমুজ্জ্বল আলোক উহার ভিতর হইতে বিকীর্ণ হয়। কিন্তু চিম্নী যদি কালীমাখা থাকে, তবে আলোক আদৌ বাহির হয় না। প্রত্যেক স্থানে সূক্ষ্মাকারে সাত্ত্বিক গুণ নিহিত থাকিলেও যতই উহার পরিস্ফুরণ হইতে থাকে, ততই চৈতন্যের বিকাশ হয়। হিন্দুগণ প্রত্যহ তিনবার করিয়া যে গায়ত্রী জপ করেন, সেই গায়ত্রীর "ভর্গঃ"ই এই

---

* তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ তৈত্তিরীয় উপনিষৎ। ২৯।

চৈতন্য। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলেনঃ—বৃক্ষ, গুল্ম ও তৃণাদির জীবনপ্রদ রসও উহা ব্যতীত আর কিছু নহে;* উহাই মণি-মাণিক্যাদি ধাতুর † জ্যোতি। উহা যাবতীয় প্রাণীর হৃদয়ে চৈতন্য স্বরূপে ‡ বিরাজ করিতেছে।

যুক্তৌ চ সাম্পরায়াৎ॥ (৪১)

৪১। উহাদিগের মিলন চিরন্তন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে চৈতন্য ও প্রকৃতি কখনই পৃথক্ অবস্থায় দৃষ্ট হয় না। প্রকৃতি ব্রহ্মের অনির্ব্বচনীয়া ও অব্যাখ্যেয়া শক্তি। অনাদিকাল হইতে এই শক্তি ব্রহ্মে লীনা আছেন। যতদিন ইনি লীলাময়ী হইয়া না উঠেন, ততদিন ব্রহ্মে সূক্ষ্মভাবে নিদ্রিতাবস্থায় থাকেন। তখন ইঁহার স্বতন্ত্র সত্তা অনুভূত হয় না।

গীতা বলেন :—

"প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি॥" ৩।১৯

"পুরুষ-প্রকৃতি উভয়কেই অনাদি-অনন্ত বলিয়া জানিও।"

শক্তিত্বান্নানৃতং বেদ্যম্॥ (৪২)

৪২। প্রকৃতি ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া অলীক বস্তু নহে, উহা বাস্তব।

ব্রহ্মের এই শক্তি অলীক নহে; কেননা, ইহাই জগতের উপাদানকারণ। বৈদান্তিকগণ বলেন যে, প্রকৃতি না—সৎ, * না—অসৎ। সৎ নহে; কেননা, ব্রহ্মই একমাত্র সৎ। অসৎ নহে; কেননা উহাই দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি-কারিণী। শাণ্ডিল্য বলেন, যদিও প্রকৃতি অব্যাক্তাকারে ব্রহ্মে লীনা থাকেন ও সৃষ্টির পূর্ব্বে মনে হয় যে প্রকৃতি বলিয়া কোন কিছু নাই, তথাপি উহা যখন ব্রহ্মের শক্তি, তখন উহাকে "অসৎ" বলা যাইতে পারে না। ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলেন—

কুতস্তু খলু সৌম্যৈবং স্যাদসতঃ সজ্জায়েত।

"অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি কিরূপে হইতে পারে?" যদি জগতের উপাদান-কারণ অব্যক্তাবস্থায় বিদ্যমান না থাকিত, তবে এই জগৎ কিরূপে উৎপন্ন হইল? অতএব প্রকৃতি বাস্তব।

তৎপরিশুদ্ধিশ্চ গম্যা লোকবল্লিঙ্গেভ্যঃ (৪৩)

৪৩। যে সকল লক্ষণ দ্বারা মানবীয় প্রণয় অবধারিত হইয়া থাকে, ভগবদ্-ভক্তির পরাকাষ্ঠাও তদ্দ্বারাই অনুমিত হয়।

আনুষঙ্গিক অন্য বিষয়ের অল্প একটু

* বৃক্ষৌষধিতৃণানাঞ্চ রসরূপেণ তিষ্ঠতি॥

† পাষাণমণিধাতূনাং তেজোরূপেণ সংস্থিতঃ॥

‡ হৃদিস্থং সর্ব্বভূতানাং চেতো দ্যোতয়তে হ্যসৌ॥

* পরিদৃশ্যমান জগতের হিসাবে 'সৎ' ও "অসৎ" এ দুটী আপেক্ষিক শব্দ। যেমন, মৃন্ময় কলস অসৎ; কেননা, উহা ভগ্ন হইলে মৃত্তিকারূপ কারণে লয় প্রাপ্ত হয়। মৃত্তিকাই এক্ষেত্রে সৎ। কিন্তু আবার এই মৃত্তিকাও অসৎ; কেননা, ইহাও কারণে লীন হইতে পারে। এবম্প্রকারে কারণের কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে আমরা পরিশেষে একমাত্র সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মে যাইয়া উপনীত হই। ব্রহ্ম সম্বন্ধে মায়াকে "অসৎ" ও প্রপঞ্চভূত জগত সম্বন্ধে উহাকে "সৎ" বলা যায়।

আলোচনা করিয়া, শাণ্ডিল্য, পুনরায় আলোচ্য ভক্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মানব-প্রণয়ের কয়েকটী লক্ষণ আছে। মনুষ্যের মধ্যে একজন একজনকে ভালবাসিলে দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি ভাল বাসে, তাহার ইচ্ছা হয়, প্রণয়-পাত্রের কাছে থাকে ও তাহার উপকার করে। প্রণয়পাত্রের নিকট হইতে পৃথক্ থাকিতে হইলেই দুঃখ বোধ হইয়া থাকে—ইত্যাদি। ভগবদ্ ভক্তেরও ঐরূপ অবস্থা।

সম্মান-বহুমান-প্রীতি-বিরহেতরবিচিকিৎসা-মহিমখ্যাতি-তদর্থপ্রাণ-স্থানতদীয়তাসর্ব্বথা-তদ্ভাবাপ্রাতিকূল্যাদীনি চ স্মরণেভ্যো বাহুল্যাৎ॥ (৪৪)

৪৪। ভগবদ্ ভক্তির লক্ষণ এই:—

সম্মান, ভগবৎসদৃশ বস্তুতে উল্লাস, তাঁহার সাহচর্য্যে আনন্দ, বিরহে যাতনা, অন্যান্য দ্রব্যে ঔদাসীন্য ও তাঁহার মহিমার উপলব্ধি, তাঁহার উপর নির্ভরশীল হইয়াই জীবন ধারণ করা, "সমস্ত তাঁহারই" এতদনুভূতি, সমস্ত পদার্থের একত্বানুভূতি, তাঁহার প্রতি বিদ্বেষাভাব। আরও কতকগুলি লক্ষণ আছে, সংক্ষেপে বলিবার জন্য সে গুলির উল্লেখ করা হইল না।

প্রেমিক, মুহূর্ত্তকালও প্রিয়তমের বিরহ সহ্য করিতে পারে না। যেই তোমার মনে হইবে যে, ঈশ্বর তোমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, অমনি তুমি বালকের মত রোরুদ্যমান হইয়া বলিয়া উঠিবে:— "হে ঈশ্বর! তুমি কেন আমায় ত্যাগ করিলে?"

ভক্তিকল্পতরু শ্রীচৈতন্য গদগদশ্রুলোচনে এই বলিয়া সতত কাঁদিতেন যে—"আমার কৃষ্ণ কোথায়"! যে সমুদয় পদার্থের সহিত প্রিয়তমের কিয়ৎপরিমাণে সাদৃশ্য থাকে, ভক্ত, উন্মত্তাবস্থায় সেই সমুদয় পদার্থকে আলিঙ্গন করে। বিরহবশতঃই এই উন্মত্তভাব আইসে। শ্যামবর্ণ শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতেছি—ভাবিয়া, শ্রীচৈতন্য যমুনার নীলাম্বু মধ্যে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। যিনি ভগবানেই বিশ্রান্তি সুখ উপভোগ করেন, ত্রিভুবনের রাজত্বও তাঁহার নিকট অতীব অকিঞ্চিৎকর। প্রেমিক মনে করেন যে, জীবনধারণের একমাত্র উদ্দেশ্যই ভগবদারাধনা। যে জীবনে ভগবদর্চ্চনা হইল না, সেরূপ জীবন অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়। প্রেমিকের নিকট যাবতীয় উপভোগ্য বিষয়ই ভগবানের অনুগ্রহ-দান; কিছুই স্বীয় পুরুষকারের ফল নহে। জীবন-পথ অতিক্রম করিতে শত শত প্রকার শোক-দুঃখে পতিত হইতে হয়; কিন্তু যিনি ভগবদ্ভক্ত, ঐ সকল শোক দুঃখেও তাঁহার ভক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। প্রত্যেক প্রাণীতেই তাঁহার ব্রহ্মানুভূতি হইয়া থাকে; সুতরাং ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার প্রেমের পাত্র।

দ্বেষাদয়স্তু নৈবম্॥ (৪৫)

৪৫। বিদ্বেষ ও তাদৃশ ভাব, ভক্তি-লক্ষণ নহে। ক্রোধ, ধনাকাঙ্ক্ষা, ঘৃণা, অহঙ্কার ও এইপ্রকার মনোভাব কদাচ একজন ভক্তের চরিত্রে পরিলক্ষিত হয় না।

তদ্বাক্যশেষাৎ প্রাদুর্ভাবেষপি সা (৪৬)

৪৬। ইহার (ভক্তির) উল্লেখ সর্ব্বশেষে

থাকায়, পৃথিবীতে ঈশ্বরের অবতারগণের প্রতিও ইহা প্রযুক্ত হইতে পারে।

ভক্তি বলিতে সাকার উপাসকদিগের ভক্তিও বুঝায়। নিম্নোল্লিখিত গীতোক্তিতে এতদ্বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে। শ্রীকৃষ্ণ দেব-দেবীর উপাসকদিগের নিন্দা করিবার পর অবশেষে বলিয়াছেন:—

"দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।"

দেব-দেবীর উপাসকেরা দেবদেবীর নিকট যায়, কিন্তু আমার ভক্তেরা আমার সমীপে আইসে।

জন্ম কর্ম্ম বিদশ্চাজন্মশব্দাৎ॥ (৪৭)

৪৭। ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে, যিনি আমার দিব্য জন্ম ও কর্ম্ম অবগত আছেন, তাঁহার আর জন্ম হয় না।

ধর্ম্মশাস্ত্র বলিতে এখানে গীতা বুঝিতে হইবে। গীতা বলেন:—

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥ ৪।৯

অর্থ—হে অর্জ্জুন! যিনি আমার এই দিব্য জন্ম ও কর্ম্মবৃত্তান্ত বিদিত হয়েন, তাঁহার দেহান্তে পুনর্জ্জন্ম হয় না। তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

তচ্চ দিব্যং স্বশক্তিমাত্রোদ্ভবাৎ॥ (৪৮)

৪৮। উহা দিব্য; কেননা, উহা আমার শক্তি প্রভাবেই হইয়া থাকে।

কর্ম্মফলবশতঃই সমুদয় জীব, দেহ ধারণ করে; কিন্তু আমার দেহ-ধারণ-ব্যাপার তদ্রূপ নহে। আমি জীবদেহ ধারণ করিলেও উহা অলৌকিক, কেননা আমি আমার মায়াশক্তি-প্রভাবেই ঐরূপ দেহ ধারণ করি। আমার মায়া, কেহ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে পারে না। সেই মায়াই এই জগৎ সৃজন করিয়াছে। এই জগৎ যেরূপ বিস্ময়কর ব্যাপার, আমার দেহধারণও তদ্রূপ। "যদিও আমার জন্ম নাই, আমি অক্ষয় ব্রহ্ম ও সমুদয় প্রাণীর ঈশ্বর, যদিও আমি আমার স্বীয় শক্তি প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করি, তথাপি আমি যুগে যুগে দেহধারণ করিয়া থাকি।" * ঈশ্বরের জন্ম পরিগ্রহ-ব্যাপার অলৌকিক ও অব্যাখ্যেয়। জীবগণের জন্ম, কর্ম্মজনিত; কিন্তু ঈশ্বরের দেহ-রচনা সেরূপ নহে। কেননা, তিনি কর্ম্মের অতীত। ঈশ্বরের জন্ম-বিষয় সৃষ্টিতত্ত্বের ন্যায় দুর্ব্বিজ্ঞেয়। সৃষ্টিব্যাপার যেমন ব্রহ্মনিহিত নিদ্রিত প্রাকৃতিক শক্তির পরিস্ফুরণ বশতঃ ঘটিয়া থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বরের দেহ-রচনা ব্যাপারও তাঁহার মায়ারই কার্য্য। এ কার্য্য কোনরূপে বুঝাইয়া দেওয়া যায় না।

মুখ্যং তস্য হি কারুণ্যম্॥ (৪৯)

৪৯। তাঁহার করুণাই তাঁহার অবতীর্ণ হইবার প্রধান হেতু। তিনি স্বয়ং কর্ম্মের অতীত হইলেও, মনুষ্যগণের †

* অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥
গীতা, ৪।৬।

† যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
গীতা ৪।৭।

দুঃখমোচন করিবার নিমিত্ত করুণাবশতঃ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ইহাই তদীয় অবতারের একমাত্র উদ্দেশ্য।

প্রাণিনাম্ বিভূতিষু ॥ (৫০)

৫০। গীতোক্ত ঐশীসত্তার স্থলগুলিকে ভক্তি করিবার আবশ্যক নাই; কেননা, উহারা সৃষ্ট পদার্থ।

প্রকৃতির সর্ব্বত্র ঈশ্বরের দিব্য শক্তির পরিস্ফুরণ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ঐরূপ পরিস্ফুরণযুক্ত বস্তুচয়ের কোন কোনটীতে দৌর্ব্বল্যজনিত বিস্তর দোষ দৃষ্ট হয়। এ সব দোষ, লীলাময়ী প্রকৃতিতে নিহিত থাকে। এই কারণেই নানাবিধ দোষসম্বলিত বস্তুর পরিবর্ত্তে উচ্চতম আদর্শগুলিই তোমার পূজার্চ্চনার বিষয়ীভূত হওয়া উচিত। এতন্নিবন্ধই ঐশীশক্তিযুক্ত বস্তুর অর্চ্চনা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ।



উমা-মহেশ্বর সংবাদ।

বৃষভধ্বজ মহেশ্বর হিমালয়ের দেবপীঠে শান্তভাবে নিরুদ্বেগচিত্তে সুখোপবিষ্ট।

যখনই ধর্ম্ম বা শৃঙ্খলার অভাব হয় ও অধর্ম্ম বা বিশৃঙ্খলার উদয় হয়, তখনই আমি জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকি।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৪।৮

সাধুদিগের বিনাশ ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।

সিদ্ধচারণাদিসেবিত নানাজীবকলরবময় হিমালয়ের শান্তিমৌন ভাব দেখিয়া তথাকার অধিবাসীরা চমৎকৃত! দেবাদিদেব তখন সমাধিমগ্ন নহেন। সম্প্রতি হিমালয়-দুহিতা ভগবতী উমার উদ্বাহ-ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে—কাজেই মহেশ্বরের মহাসমাধির কঠোর শুষ্কতা বহুদিন যাবৎ দৃষ্ট হয় নাই। মহাদেবের শান্ত ভাব দেখিয়া অনুচরবৃন্দ ক্ষণেকের জন্য চিত্রার্পিতবৎ রহিল। তখন সিংহ-ব্যাঘ্রমুখ, পক্ষি-বদন, বানর-বক্ত্র, সর্প-তুণ্ড ভুজঙ্গমুখ বিকটদর্শন ভূতপ্রেত-প্রমথ-কিন্নরাদি আপনাদের স্বভাবসিদ্ধ তাণ্ডব-নৃত্য ও দুঃশ্রব কোলাহল করিতে না পাইয়া বড়ই কষ্ট অনুভব করিতেছিল। সে সময়ে যেন তাহারা বাহ্য জগতের জীব নহে। নদী, সভয়ে কুলু কুলু শব্দে বহিয়া যাইতেছে; বাতাস, প্রবলভাবে বহিতে ইতস্ততঃ করিতেছে; ঘনীভূত তুষারসঙ্ঘাত, রবি-করতাপে দ্রবীভূত হইয়া পুনরায় জমাট বাঁধিতেছে; বৃক্ষ-পত্রগুলি শন্ শন্ শব্দ করিতে ভয় পাইতেছে। মহেশ্বর আবার বুঝি মহাসমাধিতে নিমগ্ন হন, আবার বুঝি মহাসমুদ্রের মত অতলস্পর্শ হৃদয়, পরমাত্মার সহিত বিলীন করিয়া রাখেন, আবার বুঝি নির্বাত প্রদেশে স্থির বায়ুস্তরের মত স্তব্ধীভূত থাকেন—এই ভয়ে সকলে ভগবতী উমার সকাশে দৌড়াইল। ভগবতী উমা প্রমাদ গণিলেন। কারণ দেবাদিদেবের মহাসমাধি; জগতের উন্নতির লক্ষণ নহে, যৌবনভারনম্রা উমার নারীহৃদয়ের প্রার্থনীয় নহে।

তখন উমা—পতিপ্রাণা শিবানী, সহচরী-গণে বেষ্টিতা হইয়া মহেশ্বরাভিমুখে যাত্রা করিলেন; তাঁহার রক্তোৎপল-বিকাশী চরণ-স্পর্শে হিমাচলের বরফময় প্রদেশে থরে থরে রক্ত রাজীব বিকসিত হইয়া উঠিল, শীতস্তব্ধ নির্জ্জীবপ্রায় শিলা-তল রক্তরাগময় সজীব আকার ধারণ করিল। উমার পশ্চাতে সমবয়সী সখীর দল। কাহার হস্তে গন্ধ, কাহার হস্তে পুষ্প, কাহার হস্তে তীর্থ-সলিল-ধারা। হিমালয়-দুহিতা উমা তখনও ভোলানাথ মহেশ্বরের তপস্বিনী পত্নী হন নাই, তখনও কৈলাসেশ্বরী জগজ্জননী পদবীতে আরোহণ করেন নাই। পিতৃগৃহে মহাসমাদরে হিমালয়ের স্নেহ, মেনকার আদর পাইয়া অবস্থিতি করিতেছেন।

উমা, মৃদঙ্গ-শঙ্খ-বেণু-মুরজ—ধ্বনির সহিত তুষারময় শিলাতলে তালে তালে পা ফেলিতেছেন; হৃদয়ের দুরু দুরু কম্পন ও ললাটের মুক্তাফলনিভ স্বেদ-বিন্দুর জন্ত পার্ব্বতীকে রোমাঞ্চিত কদম্বযষ্টির মত দেখা যাইতেছিল। পার্ব্বতীর অলঙ্কারের মৃদু শিঞ্জিনীরব, প্রথম মহেশ্বরের কর্ণগোচর হইল, তাহার পর জনপ্রিয় বিহগ-কুলের সঙ্গীতি নিনাদ আর শিবানুচরগণের আনন্দোল্লাসময় অত্যনিরুদ্ধ হাস্য-কলরব, হিমালয়ের শিখর শব্দিত করিয়া উমাবন্ধুক্তের শ্রুতিরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। পর্য্যঙ্কে সুখোপবিষ্টবৎ সদাশিব একটু চঞ্চল হইলেন, আপনার স্থির শান্ত দৃষ্টি, সম্পূর্ণ উন্মীলিত করিয়া পর্ব্বত-রাজ-তনয়ার রক্তাধরোষ্ঠে নিখাত করিয়া রাখিলেন। তখন চারু-দর্শনা হাস্যমুখী উমা, নিজ রক্ত-রাজীব করতলদ্বারা সেই বিস্ফারিত, স্ব-মুখ-নিখাত মহাদেবের নয়ন দুইটি আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন। সেই স্পৃহনীয় করতল-স্পর্শ, দেবাদিদেবের অচঞ্চল দেহে তাড়িত বহাইয়া দিল, চক্ষুর ভিতর দিয়া ইন্দ্রিয়-মন-প্রাণে একটি নবীন মাদকতা—অভিনব আনন্দ প্রবেশ করাইয়া গেল। ভোলানাথ ক্ষণেকের জন্য সংমূঢ়বৎ—যোগ-মায়াস্পর্শে নিষ্ক্রিয়বৎ—মহামায়াপ্রভাবে অভিভূতবৎ হইলেন; নেত্র-আবরণের সহিত তাঁহার তাবৎ ইন্দ্রিয় মনপ্রাণ অন্তরাত্মা যেন আবৃত হইয়া রহিল।

অকস্মাৎ জগৎ অচেতন তমসাচ্ছন্ন হইল; সূর্য্যদেব অদৃষ্ট হওয়ায় অন্ধকার সমস্ত বিশ্ব ছাইয়া ফেলিল; জীবকুল বিত্রস্ত, বিমনা, নির্জ্জীব হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল; সারা ব্রহ্মাণ্ডের বিলোপ হইবার আশঙ্কা দেখা দিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মহাদেবের চক্ষু দুইটি আবৃত থাকায় সহসা ললাটদেশ হইতে প্রদীপ্ত জ্বালাময় তৃতীয় চক্ষু নির্গত হইল। উমা লজ্জিতা, ভীতা বিস্মিতা ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়া হইয়া রহিলেন। সে যুগান্তবহ্নি-বৎ—সে সহস্র বিদ্যুজ্জালাবৎ তেজ সহ্য করা বিশ্ববাসীর পক্ষে অসম্ভব। তাহারা কাতরোক্তি করিতে লাগিল। দেব মানব, ঋষি তপস্বীরা, সংস্কৃত ললিতচ্ছন্দে স্তোত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পার্ব্বতী, বিশ্বের এই শোচনীয় দুর্দ্দশা দেখিয়া ভগবান্ ভূতনাথের শরণাপন্ন হইলেন; প্রণয়িনী পত্নী, সেবিকা শিষ্যার

মত প্রণতা হইয়া কাতরতা জানাইলেন, চক্ষুর্দ্বয় হইতে কর দুইটি অপহৃত করিয়া পতি-পাদপদ্ম জড়াইয়া ধরিলেন। তখনই সেই তৃতীয় চক্ষু নিমীলিতপ্রায় হইয়া রহিল ; শান্ত সৌম্য দৃষ্টি আবার চক্ষু দুই-টির উপর বিরাজমান হইল ; সারা বিশ্ব শান্তি পাইয়া জয় গান করিতে লাগিল। তখন সেই অক্ষুব্ধ হ্রদবৎ মহেশ্বর, ভগবতী উমার পানে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিলেন মাত্র! পার্ব্বতী মরমে মরিয়া গেলেন।

তখন উমা বিনীতা ছাত্রীর মত প্রশ্ন করিলেন—

ভগবন্, একি লীলা? একি প্রহে-লিকা? অকস্মাৎ আপনার ললাটদেশ হইতে তৃতীয় চক্ষু নিষ্ক্রান্ত হইল কেন? আবার সহসা কেন নিমীলিতপ্রায় রহিল?

মহেশ্বর তখন উমাকে শিলাতলে বসিতে বলিয়া উচ্চ হাসি হাসিলেন। সেই হাসি, তাঁহার শুভ্র মুখ দ্বিগুণতর শুভ্র করিয়া পার্ব্বতীর স্বর্ণাঙ্গ রৌপ্যময় করিয়া দিল। মহাদেব তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন—

দেখ উমা, আমি জগতের মঙ্গল-চিন্তায় নিযুক্ত আছি—এমন সময়ে সহসা তুমি আপনাকে ভুলিয়া আমার চক্ষু দুইটী আচ্ছাদিত করিলে। মহামায়ে, তুমিই বিশ্ব-বাসীকে মায়ামোহিত কর, তুমি তবে কেন আপনি মায়ামুগ্ধা হইলে! তুমি কি জাননা দেবি, তোমার সপ্রেম সকামস্পর্শ, আমাকে কিরূপ সম্মূঢ়, কিরূপ মোহাচ্ছন্ন, কিরূপ তমোগুণাক্রান্ত করে! তোমার ইন্দ্রজাল-স্পর্শে যে আমার যোগনিদ্রা! আমি তাই নিদ্রিত তমোগুণাক্রান্ত মোহসংমূঢ় হইয়া গেলাম! তারপর তুমি আমার শান্তসৌম্য-মঙ্গল দৃষ্টিশক্তি আবৃত করিলে ; ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়াবস্থা ঘটিবার উপক্রম হইল! কিন্তু দেবি, অসময়ে প্রলয় ঘটিবে কেন? তাই আমার ললাটদেশ হইতে তৃতীয় নেত্র নিষ্ক্রান্ত হইল! অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতের রক্ষা করিতে যাইয়া পুনরায় ভীষণ তেজের সৃষ্টি করিলাম। তাহাতেও বিশ্ব দগ্ধ হইবার উপক্রম হইল। আর কিছুক্ষণ যদি তুমি চক্ষু আবরণ করিতে, তাহা হইলে অসময়ে প্রলয় আসিয়া ব্রহ্মাণ্ডকে গ্রাস করিত!

স্বাভাবিক উপায়ে সৃষ্টির রক্ষা! তৃতীয় চক্ষু অস্বাভাবিক উপায়ে নূতন সূর্য্যের মত আলোক দিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিতে যত্ন পাইল ; কিন্তু বিশ্ব, ঐ দীপ্ত তেজ সহ্য করিতে অক্ষম হইল! তোমার প্রসন্ন কাতর দৃষ্টি, দেব ঋষিকুলের স্তোত্র-গীতি, জীববৃন্দের হাহাকার আমার তৃতীয় চক্ষুকে নিমীলিতপ্রায় করিয়া রাখিল! সত্য সত্যই যে দিন মহাপ্রলয় ঘটিবে, সে দিন এই নিমীলিতপ্রায় চক্ষু, সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইবে।

তখন উমা ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিলেন যে "তিনি কে?" তখনও তাঁহার সম্পূর্ণ অজ্ঞতা কাটে নাই, আত্মবিস্মৃতি সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় নাই। দৃশ্যপট মুহূর্ত্তে পরি-বর্ত্তিত হইল! দেখিতে দেখিতে মহেশ্বর শ্মশানেশ্বর দিগম্বর হইলেন! তাঁহার পরিধানে বাঘছাল, কণ্ঠে বিষধর, মস্তকে পিঙ্গল জটা দেখা গেল! মন্দাকিনী, কুল-কুল শব্দে জটার ভিতর দিয়া প্রবাহিত

হইতে লাগিলেন ; সম্মুখে বৃদ্ধ বলদ, প্রভুর মুখপানে চাহিয়া রোমন্থন করিতে আরম্ভ করিল। এক মুখের পরিবর্ত্তে পঞ্চমুখ বিরাজমান হইল। হিমালয়ের এক পার্শ্বে শ্মশান, অপর পার্শ্বে কৈলাস হইয়া গেল। তখন শ্মশানে ভূতপ্রেত অট্টহাসি—তাণ্ডব নৃত্য করিতেছিল. নরকপাল লইয়া খেলিতে ছিল, কৈলাসের দ্বারে নন্দীভৃঙ্গী পাহারা দিতেছিল, যক্ষ কিন্নরগণ প্রভুর আগমনাশায় পথপানে চাহিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিল।

তখন উমার মুখে মাতৃজ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রভু অস্পষ্ট বোধ হইতেছে, ঐ শ্মশানে, ঐ ভূতপ্রেতের সঙ্গে আপনার সহিত কত ভ্রমণ করিয়াছি ; ওই কৈলাসের ঐ সিংহাসনে আপনার সহিত কতকাল বাস করিয়াছি, আপনার বামে থাকিয়া কত উপদেশ শুনিয়া কৃতার্থ হইয়াছি! তবু আমাকে এই কয়েকটি কথার উত্তর দিউন, আমার পূর্ব্বস্মৃতি সুস্পষ্ট হইবে।

মহে। অয়ি দেবি আত্মবিস্মৃতে, ভুলিয়া গিয়াছ? তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই যে আমার নিত্য কার্য্য ছিল। তুমি জিজ্ঞাসা কর, সে কেবল জীবগণের অজ্ঞতা দূর করার জন্য ; তুমি শিষ্যা হও, তাহা শুধু নরনারীকে শিক্ষা, শিক্ষা করিবার নিমিত্ত।

উমা। প্রভু আপনি পঞ্চমুখ কেন? চতুর্দ্দিকে চারিটি মুখ, উর্দ্ধে আবার একটি মুখ কেন?

মহে! এক সময়ে বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা তাঁহার সৌন্দর্য্য সৃষ্টির সার উপাদান সাহায্যে তিলোত্তমা নাম্নী একটি অপূর্ব্ব সুন্দরীর সৃষ্টি করেন। শুনিলাম, তিল তিল করিয়া সৌন্দর্য্যময় বিশ্বের যাবতীয় সৌন্দর্য্য গ্রহণ করিয়া এই শুভাঙ্গীকে গড়িয়াছিলেন বলিয়া যেই তাহাকে দেখিত, সেই মুগ্ধ, কামমোহিত হইত। কেন জানিনা, একদিন সেই সুন্দরী আমার সম্মুখে দেখা দিয়াছিল; জানি না, তাহার অভিপ্রায় কি ছিল? আমার চারিদিকে সে ভ্রমণ করিতে লাগিল ; আমিও চতুর্ম্মুখ হইয়া তাহার সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। কখন সে শূন্যে আকাশে আপনার নানা লীলা দেখাইতে লাগিল ; আমিও উর্দ্ধদিকে একটি মুখের সৃষ্টি করিয়া ফেলিলাম—সেই অবধি আমি পঞ্চমুখ!

উমা। বলুন পঞ্চমুখের কার্য্য কি?

মহে। পূর্ব্বমুখ দ্বারা আমি ইন্দ্রাদি দেবগণের অনুশাসন করি. উত্তর মুখ দ্বারা তোমার সহিত কথা কহি, উপদেশ দিয়া থাকি, পশ্চিম মুখ দ্বারা জীবের মঙ্গল কামনা করি, দক্ষিণ মুখ দ্বারা সংহার কার্য্য করিয়া থাকি—এই আমার চতুর্মুখতত্ত্ব। উর্দ্ধমুখে সাধারণতঃ কোন কার্য্য করি না।

উমা। ভগবন্, আপনি ত তুষারবৎ শুভ্র, স্বচ্ছবৎ স্বচ্ছ! "শান্তং শিবং সুন্দরম্"—আপনার জটাজুট কপিলবর্ণ হইল কেন? গলদেশে নীলকণ্ঠ হইল কেন? পিনাক ধনুই বা নিরন্তর ধারণ করেন কেন?

মহে। মহামায়ে, কত খেলাই খেল!

এ সব তত্ত্ব কি তোমার অজ্ঞাত! আমি যে বিশ্ব ও বিশ্ববাসীর নিয়ত মঙ্গল কামনা করি, সেই মঙ্গল-কামনা ধ্যানে নিমগ্ন থাকায় আমার জটা পিঙ্গল হইয়া গিয়াছে। কার্য্যসিদ্ধি অপ্রতিবন্ধক করার জন্য পিণাক ধনু গ্রহণ করিয়াছি; অসুর উন্মূলনার্থ পিণাক ধনু-গ্রহণ ছল মাত্র। আর পুরাকালে ইন্দ্র স্ত্রী-কামনা করিয়া আমার প্রতি বজ্রক্ষেপ করে, সে বজ্রালোকে আমার কণ্ঠ দগ্ধ হওয়ায় নীলাভ হইয়াছে—তাই আমি নীলকণ্ঠ। [সমুদ্র মন্থনে যে গরল উত্থিত হয়, তাহা পান করার ফলে কণ্ঠ বিষজর্জ্জরিত ও নীলাভ হইয়াছে—তাই নীলকণ্ঠ—ইহা অন্যতম পৌরাণিক বার্ত্তা; আর ইহাই অধিক প্রসিদ্ধ]।

উমা। দেবতা, সিংহ ব্যাঘ্রাদি বলবান্ হিংস্রক, হস্তী প্রভৃতি বশংবদ সরলস্বভাব, ময়ূর হংস প্রভৃতি সুন্দরদর্শন বাহন থাকিতে বৃষভ আপনার বাহন কেন?

মহে। ক্ষীরামৃতস্রাবিণী দেবগাভী ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্টা হইয়াই দুগ্ধামৃত ক্ষরণ করিতে করিতে বহুধা বিভক্ত হইয়া বহু গাভীতে পরিণত হইলেন। এক গবী হইতে বহু গবী নিষ্ক্রান্ত হওয়ায় সেই দুগ্ধামৃতধারা বহু বৎস আকণ্ঠ পান করিতে আরম্ভ করিল। বৎসগণের উদরপূর্ত্তি হইলে তাহাদের মুখোৎসৃষ্ট ফেন সকল আমার দেহ অজস্র ধারায় প্লাবিত করিয়া দিল, তখন সেই গবীগণ আমার তেজে দগ্ধীভূত হইয়া নানা বর্ণ হইয়া পড়িল। পরিশেষে ব্রহ্মার মিনতিতে ও দুগ্ধ মৃতস্নানে তৃপ্ত হইয়া আমি বৃষকে আমার বাহন করিয়া তাহাদিগকে সম্মানিত করিলাম। তদবধি বৃষই আমার বাহন। আর দেখ পার্ব্বতি, যে জীব মন্থরগতি, যানের অনুপযুক্ত, তাহাই আমার নিকট প্রিয়।

উমা। দেবতা, এত সুন্দর সুদৃশ্য স্থান থাকিতে কদর্য্য অশুদ্ধ শ্মশান আপনার প্রিয় কেন? সেই শ্মশানে ভূত প্রেত সহ বিচরণ করেন কেন? শবগণের কেশাস্থিকপালপূর্ণ, গৃধ্রগোমায়ুসেবিত চিতানলদীপ্ত, বসারক্তকর্দ্দমময় শ্মশানের দেবতা হইলেন কেন?

মহে। বরবর্ণিনি, আমি ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ সুন্দর পবিত্র স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি; কিন্তু শ্মশানের মত সুন্দর, শ্মশানের মত পবিত্র উদার আর দেখি নাই। "কদর্য্য, অশুদ্ধ শ্মশান" বলা শ্মশানেশ্বরী তোমার সাজে না। আমি শ্মশানকে বড় ভালবাসি। লোকে যাহার আদর করে না, লোকে যাহাকে ভয়ঙ্কর মনে করে, লোকে যাহাকে অপবিত্র কদর্য্য বলিয়া দূরে থাকে, তাহাই আমার প্রিয়। সকলের যাহা ঘৃণ্য, তাহাই আমার ভূষণ, সকলের যাহা অনাদৃত, তাহা আমার বিলাস। জগতের নিন্দিতকে আমি আদর সম্মান করিয়া বিশ্ববাসীকে দেখাই, বিশ্বে ঘৃণ্য, অনাদরণীয়, ভীতিপ্রদ কদর্য্য কিছু নাই। যেস্থান সমতার লীলাভূমি, যে স্থানে রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, বলবান্ দুর্ব্বলের একই ব্যবস্থা—সেই সর্ব্বভূতে সমদর্শিতার বিশ্রাম পবিত্র না

অপবিত্র? সুন্দর, না কদর্য? নদীর মধ্যে গঙ্গা, জ্যোতিষ্মান্ মধ্যে সূর্য্য, বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ যেমন, সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে শ্মশানও তদ্রূপ জানিও! শ্মশান-মাহাত্ম্য-প্রচার আমার বড় কাঙ্ক্ষণীয়! অপ্সরা ও কিন্নরকে রূপ ও সুস্বরের জন্য সবাই আদর করিবে, ভূত প্রেতকে কে আদর করিবে? তাহাদিগকে মনুষ্য সমাজে ব্যবহার্য্য করিবে কে? অনার্য্য, রাক্ষস, দৈত্য সবাই আমার ভক্ত, বেতাল ভূত প্রেত সবাই আমার অনুচর! আমি আর্য্যের দেবতা, অনার্য্যের দেবতা। আমি দেবতার বরদাতা, দৈত্যেরও বরদাতা।

কখন দুর্গে আমি দিগম্বর সাজি, ব্যাঘ্র বা হস্তীচর্ম্ম কখন পরিধান করি ও কভু আমি বৃষভবাহন নীলকণ্ঠ, কভু আমি শ্মশানচারী ভূতাধিপতি, আবার কভু বা দেবাদিদেব যজ্ঞেশ্বর। চন্দন, ভস্ম, স্বর্ণহার, সর্পমালা, চম্পক, ধুস্তুর, দুকূল, চর্ম্ম, সবই আমার সমান! তবে যে ভস্ম প্রভৃতির আদর করি, তাহা সকলের পরিহার্য্য, নিন্দিত বলিয়া।

উমা। আমি ধন্য যে, আপনার অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী হইয়াছি। পার্ব্বতীবল্লভ, পার্ব্বতীকে চরণে স্থান দিয়া আপনি সর্ব্বাপেক্ষা মহত্তর কার্য্য করিয়াছেন।

মহে। না দেবি, সব হেয় বস্তুর আদর করিয়াছি বটে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ব অলঙ্কার অপেক্ষা মহনীয় তোমাকে লইয়াছি। ইহা বিধাতার দান, ইহা আমার পুরস্কার।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে। ৪৮

অন্বয়। হে ধনঞ্জয়, সঙ্গং (কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং) ত্যক্ত্বা সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা (কেবলং ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যৈব) যোগস্থঃ (ঈশ্বরপরায়ণঃ সন্) কর্ম্মাণি কুরু। সমত্বং যোগ উচ্যতে। ৪৮

বঙ্গানুবাদ। হে ধনঞ্জয়, কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব সমর্পণ করিয়া, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন হইয়া, যোগে অর্থাৎ ঈশ্বরৈকপরতায় অবস্থিত হইয়া কর্ম্ম কর। সমত্বই যোগ বলিয়া উক্ত হয়। ৪৮

আলোচনা। এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিবে। সঙ্গত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবে। সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্য মনে করিয়া কর্ম্ম করিবে। আমরা ঊনচত্বারিংশ শ্লোকে বলিয়াছি যে, যোগ শব্দের সাধারণ অর্থ "মিলন" এখানে উক্ত হইতেছে যে সিদ্ধি অসিদ্ধির সমত্বই যোগ। শ্রীধর স্বামী টীকায় বলিয়াছেন "যোগঃ পরমেশ্বরৈকপরতা" শঙ্কর স্বামী বলেন "যোগস্থঃসন্ কর্ম্মাণি কুরু কেবল মীশ্বরার্থং" মূলতঃ সকল কথাই একভাবের। সিদ্ধি অসিদ্ধি অর্থাৎ ফলাফল চিন্তা না করিয়া শ্রীভগবানে মনোনিবেশ করিয়া কর্ম্ম করাই

যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করা। সঙ্গত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবে অর্থাৎ নিজ—কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরে কর্তৃত্বার্পণ করিয়া কর্ম্ম করিবে। সাধক রামপ্রসাদ গাইয়াছেন,—

"সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি"।

সিদ্ধি অসিদ্ধি তুল্য বোধ করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে হর্ষ-বিষাদ অনুভব করিলে কামনা ত্যাগ করা হয় না। কর্ম্মকর্ত্তা নিষ্কাম হইলে সিদ্ধিতে তাহার হর্ষ ও অসিদ্ধিতে তাহার দুঃখ থাকে না। ৪৮

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥ ৪৯

অন্বয়। হে ধনঞ্জয়, কর্ম্ম (কাম্যং) বুদ্ধিযোগাৎ (জ্ঞানাত্মিকয়া বুদ্ধ্যা অনুষ্ঠিতাৎ নিষ্কামকর্ম্মযোগাৎ) দূরেণ (অত্যন্তং) অবরং (অপকৃষ্টং) তস্মাৎ বুদ্ধৌ (পরমাত্মজ্ঞানে) শরণং (আশ্রয়ং কর্ম্মযোগং) অন্বিচ্ছ (অনুতিষ্ঠ) ফল-হেতবঃ (সকামাঃ মানবাঃ) কৃপণাঃ (নিকৃষ্টাঃ) ৪৯

বঙ্গানুবাদ। কাম্য কর্ম্ম, বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ জ্ঞানাত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা কৃত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অপেক্ষা অত্যন্ত নিকৃষ্ট। অতএব তুমি জ্ঞান আশ্রয় কর। যে ফলাকাঙ্ক্ষী, সে কৃপণ।

আলোচনা। নিষ্কাম কর্ম্মযোগের নাম বুদ্ধিযোগ। বুদ্ধিযোগ পরমাত্ম-বিষয়ক, এজন্য সকাম কর্ম্মযোগ তদপেক্ষা অবর। কাজেই এখানে অর্জ্জুনকে বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করিতে বলা হইতেছে। যাহারা নাশশীল স্বর্গাদি-ভোগ-সুখ-লোভ ত্যাগ করিতে না পারিয়া, সকাম কর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহারা কৃপণ। "যস্ত্বাল্পমপি স্বকষ্টিং ন ক্ষমতে যঃ স কৃপণঃ"। যে আপনার সামান্য ক্ষতি স্বীকার করিতে পারে না, সে কৃপণ। কাম্য—কর্ম্মযোগী সে অক্ষর পরমানন্দ লাভের জন্য স্বর্গভোগাদি সসীম সামান্য সুখ ত্যাগ করিতে পারে না, সুতরাং সেই কাম্যকর্ম্মযোগীকে কৃপণ বলা হইয়াছে। ৪৯

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্। ৫০

অন্বয়। বুদ্ধিযুক্তঃ (সমত্বকর্ম্মবিষয়া বুদ্ধ্যাযুক্তঃ) ইহ (ইহজন্মে) সুকৃত-দুষ্কৃতে উভে (সুকৃতং স্বর্গাদিপ্রাপকং দুষ্কৃতং নরকাদি-প্রাপকং উভে) জহাতি (ত্যজতি) তস্মাৎ যোগায় (অকাম—কর্ম্মযোগায়) যুজ্যস্ব (ঘটস্ব) যতঃ কর্ম্মসু (যৎ) কৌশলং (বন্ধকানামপি তেষামীশ্বরারাধনেন মোক্ষ-পরত্ব-সম্পাদন-কৌশলম্) স এব যোগঃ। ৫০

বঙ্গানুবাদ। বুদ্ধিযোগ-নিষ্ঠ ব্যক্তি পাপ-পুণ্য উভয় পরিত্যাগ করেন। অতএব সমত্ব-বুদ্ধিরূপ যোগের নিমিত্ত তুমি নিষ্ঠাবান্ হও। বুদ্ধিযুক্ত-কর্ম্ম-কৌশলই প্রকৃত যোগ। ৫০

আলোচনা। সমত্ববুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি, পুণ্য-কামনায় বা পাপভয়ে কোন কর্ম্ম করেননা। যাহা করেন, তাহা অবশ্য অনুষ্ঠেয় বোধেই করেন। সাধারণতঃ কর্ম্ম করিলেই তাহার

ফল ভোগ করিতে হয় অর্থাৎ ফল-ভোগ-জন্য জন্মগ্রহণ—ক্লেশস্বীকার করিতে হয়, কিন্তু যাদৃশ কর্ম্ম অকাম এবং ভগবদারাধনায় ও তন্নির্ভরশীলতায় মুক্তি-সাধনের সহায়ভূত হয়, সেই কর্ম্মযোগই পরমকৌশলযুক্ত কর্ম্ম। ৫০।

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধ-বিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১

অন্বয়। বুদ্ধিযুক্তাঃ মনীষিণঃ (জ্ঞানিনঃ) কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা জন্মবন্ধ-বিনির্ম্মুক্তাঃ (সন্তঃ) অনাময়ং (সর্ব্বোপদ্রবরহিতং) পদং (মোক্ষাখ্যং পরমং পদং) গচ্ছন্তি। ৫১

বঙ্গানুবাদ। বুদ্ধিযুক্ত পণ্ডিতগণ, কর্ম্ম-ফল ত্যাগ করিয়া জন্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বোপদ্রবশূন্য মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। ৫১

আলোচনা। বুদ্ধিযোগ-নিষ্ঠ পুরুষগণ, ফলকামনা-বর্জ্জনপূর্ব্বক কেবল ঈশ্বরা-রাধনার নিমিত্তই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। ঈদৃশ অনুষ্ঠানকারী, জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অনাময় পরমানন্দ মুক্তি-পদ লাভ করিয়া থাকেন। এই মুক্তি-পদই বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৫১

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২

অন্বয়। যদা তে (তব) বুদ্ধিঃ মোহ-কলিলং (অবিবেক-কলুষং) ব্যতিতরি-ষ্যতি (বিশেষেণ অতিতরিষ্যতি) তদা শ্রোত-ব্যস্য শ্রুতস্য [অর্থস্য] নির্ব্বেদং [বৈরাগ্যং] গন্তাসি [প্রাপ্স্যসি] ৫২

বঙ্গানুবাদ। যখন তোমার অন্তঃকরণ অবিবেক-কলুষ পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত কর্ম্মফল সম্বন্ধে বৈরাগ্য-বুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ৫২

আলোচনা। প্রশ্ন হইতে পারে, নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে মোক্ষ লাভ হয়, কিন্তু কত-কাল নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে সেই মোক্ষ-পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়? তদুত্তরে শ্রীভগ-বান্ বলিতেছেন যে, তাহার কোন কাল নিরূপিত নাই। নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে যখন আত্মশুদ্ধি জন্মিবে, "আমি" এই অভিমান দূরে যাইবে, সত্ত্ব রজঃ তম এই ত্রৈগুণ্য-ভাব দূর হইয়া শুদ্ধ সত্ত্ব-ভাবের উদয় হইবে, তখন শ্রোতব্য শ্রুত কর্ম্মফল তৃষ্ণায় বৈরাগ্য জন্মিবে। তখন স্বর্গাদি-ফল "মিথ্যা" বোধ হইবে। এবম্প্র-কারে অবিবেক নষ্ট হইলেই মোক্ষপদ-লাভের অধিকারী হওয়া যায়। রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিয়াছেন "আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল। জীবের আমিত্ব গেলেই সব জঞ্জাল দূর হয়।"

শ্রুতি-বিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩

অন্বয়। যদা শ্রুতি-বিপ্রতিপন্না [শ্রুতিভিঃ নানা লৌকিক-বৈদিকার্থশ্রবণৈঃ ইতঃ পূর্ব্বং বিক্ষিপ্তা] তে [তব] বুদ্ধিঃ সমাধৌ নিশ্চলা [বিষয়ান্তরে অনাকৃষ্টা] অচলা [স্থিরা] স্থাস্যতি তদা যোগং আবাপ্স্যসি। ৫৩

বঙ্গানুবাদ। ইতঃপূর্ব্বে লৌকিক বৈদিক নানাকথাশ্রবণে তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, যখন এই বুদ্ধি নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইয়া পরমাত্মতত্ত্বে স্থির থাকিবে, তখন তুমি যোগ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে। ৫৩

আলোচনা। শাস্ত্রে কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি আদি সাধনের বিবিধ পন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। বিভিন্ন আশ্রমের বিভিন্ন বর্ণের সম্বন্ধে নানা উপদেশ আছে। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে স্বর্গাদি সুখভোগের আশা আছে। এ সকলেরই গন্তব্য স্থান এক। সকলের চরম ফল আনন্দ। বিবিধ ফলশ্রুতি জন্য গন্তব্য-পথ-নির্ণয় দুরূহ। নানা কথা শুনিলেই চিত্ত বিক্ষিপ্ত ও সংশয়িত হইয়া পড়ে। এজন্য শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে, বৈদিক লৌকিক নানা কথা-শ্রবণে তোমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। যখন তোমার এই চিত্ত, বিষয়ান্তরে অনাকৃষ্ট হইয়া অভ্যাসপটুতাবশতঃ পরমাত্মায় স্থিরতা প্রাপ্ত হইবে, তখন তুমি "যোগ" বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে।

রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিয়াছেন "মনুষ্যের মন চতুর্দ্দিকে নানা বিষয়ে ছড়িয়ে আছে। তা থেকে কুড়িয়ে এনে পরমাত্মাতে মন স্থির করার নাম যোগ"। ৫৩

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥ ৫৪

অন্বয়। অর্জ্জুন উবাচ। হে কেশব সমাধিস্থস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য (স্বাভাবিক-যোগস্থিতস্য নিশ্চলবুদ্ধেঃ) কা ভাষা (কিং লক্ষণং) স্থিতধীঃ (স্থিত-প্রজ্ঞঃ) কিং প্রভাষেত কিং আসীত কিং ব্রজেত। ৫৪

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন বলিলেন হে কেশব, সমাধিতে অবস্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ কি, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কি কহেন, তিনি কি প্রকারে অবস্থিতি করেন, কিরূপেই বা বিচরণ করেন। ৫৪

আলোচনা। "আমিই ব্রহ্ম" ইত্যাকার জ্ঞান-বিশিষ্ট স্থিরবুদ্ধি পুরুষই স্থিতপ্রজ্ঞ। স্থিতপ্রজ্ঞ দুই প্রকার। সমাধিস্থ এবং সমাধি হইতে উত্থিত বাহ্যজ্ঞানবান্।

অর্জ্জুন এই স্থিতপ্রজ্ঞ সম্বন্ধে শ্রীভগবানের নিকট চারিটী প্রশ্ন করিলেন। ১ স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের লক্ষণ কি? ২ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কি কহেন? ৩ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কি প্রকারে অবস্থিতি করেন? ৪ স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ কিরূপে চলেন? শ্রীভগবান্ অতঃপর ১৭ সতেরটী শ্লোকে অর্জ্জুনের এই প্রশ্ন সকলের উত্তর দিতেছেন। ৫৪

শ্রীভগবান্ উবাচ।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ।

আত্মনি এব (স্বস্মিন্ এব পর[illegible]রূপে) আত্মনা স্বয়মেব তুষ্টঃ (সন্) যদা (যোগী) সর্ব্বান্ মনোগতান্ কামান্ প্রজহাতি (ত্যজতি) তদা স্থিতপ্রজ্ঞঃ (স্থিতা প্রতিষ্ঠিতা আত্মানাত্মবিবেকজা প্রজ্ঞা যস্য সঃ) উচ্যতে। ৫৫

বঙ্গানুবাদ। শ্রীভগবান্ কহিলেন হে পার্থ, যে সময়ে সমাধিস্থ যোগী পুরুষ, পরমানন্দরূপ আত্মাতে স্বয়ং পরিতুষ্ট হইয়া নিজ চিত্তনিহিত সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া উক্ত হন। ৫৫।

আলোচনা। অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে

শ্রীভগবান্ সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলিতেছেন। সমাধিস্থ পুরুষ, আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্ন থাকেন। কামনা-সংকল্পাদি মনোধর্ম্ম, তাঁহার নিঃশেষে নষ্ট হইয়া যায়। বহির্জগৎ তিনি বিস্মৃত হইয়া যান। কামনারাহিত্য ও আত্মানন্দময়তাই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের লক্ষণ। ৫৫

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধী র্মুনিরুচ্যতে॥ ৫৬

অন্বয়। দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ বীতরাগভয়ক্রোধঃ (বীতাঃ অপগতাঃ রাগঃ ভয়ং ক্রোধশ্চ যস্য সঃ) মুনিঃ স্থিতধীঃ উচ্যতে। ৫৬

বঙ্গানুবাদ। দুঃখে অক্ষুব্ধচিত্ত সুখে নিস্পৃহ, অনুরাগভয়-ক্রোধ-শূন্য পুরুষ স্থিতপ্রজ্ঞ, তিনিই মুনি বলিয়া কথিত হন। ৫৬

আলোচনা। এখানে সমাধি হইতে উত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কথিত হইতেছে। দুরদৃষ্ট-জন্য দুঃখ-ভোগে সাধারণ মনুষ্যেরা যে প্রকার উদ্বেজিত ও বিকলচিত্ত হয়, স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ তাহা হয়েন না। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের অজ্ঞান থাকে না, তজ্জন্য তিনি দুঃখ-ক্লেশ গ্রাহ্য করেন না। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ নিষ্কাম, সুতরাং তাঁহার কর্ম্মজনিত সুখের ইচ্ছা থাকে না। তিনি সমদর্শী, সকলকেই আত্মবৎ মনে করেন, এজন্য অনুরাগ ভয় ক্রোধ, স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের অন্তঃকরণে স্থান পায় না। যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, তিনি মুনি বলিয়া অভিহিত হয়েন। ৫৬

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি নদ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥৫৭

অন্বয়। যঃ সর্ব্বত্র অনভিস্নেহঃ (মমতাশূন্যঃ) তত্তৎ শুভাশুভং (বস্তু) প্রাপ্য ন অভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি [কেবলমুদাসীন এব ভাষতে] তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (ভবতি) ৫৭

বঙ্গানুবাদ। যিনি সকল বিষয়েই মমতাশূন্য, শুভপ্রাপ্তিতে আনন্দিত বা অশুভপ্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হন না, কেবল উদাসীনের ন্যায় বাক্য বলেন, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। ৫৭

আলোচনা। অর্জ্জুনের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, যে সমাধিসম্পন্ন যোগী, পুত্র মিত্র ধন সম্পত্তি প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়েই স্নেহ পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, যিনি সম্যক্ প্রকারে মমতাহীন, শুভসঙ্ঘটনে যাঁহার হৃদয়ে উৎফুল্লতা নাই, অশুভসম্পাতেও যাঁহার দ্বেষ নাই, তাঁহারই বুদ্ধি আত্মদর্শনে স্থির হইয়াছে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ নামে অভিহিত হন। ৫৭

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাচরণ দাস গুপ্ত।

বৃহস্পতি।

দেবতানামৃষীণাঞ্চ গুরুং কনকসন্নিভম্।
বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্॥

দেবতা এবং ঋষিদিগের গুরু,

কনকসন্নিভ বৃহস্পতি আমাদের সৌর জগতের ষষ্ঠ গ্রহ। মঙ্গল গ্রহের পর বৃহস্পতির কক্ষা। সূর্য্য হইতে গ্রহগণের দূরত্বের অনুপাত-ক্রমে দেখা যায় যে, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে একটী গ্রহ থাকিবার কথা, কিন্তু বহুকাল পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াও জ্যোতিষীরা এই স্থানে কোন গ্রহ দেখিতে পান নাই। ১৭৮১ খৃঃ অঃ সার্ উইলিয়ম্ হর্শেল কর্ত্তৃক ইউরেন্স গ্রহ আবিষ্কার হইলে উহাই সৌরজগতের শেষ গ্রহ বলিয়া তাৎকালিক জ্যোতির্বিদগণের ধারণা হইয়াছিল এবং তাঁহারা মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যের সূর্য্যকক্ষায় একটী গ্রহ আবিষ্কারে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন। ইহারই ফলে ১৮০১ খৃঃ অঃ ১ জানুয়ারী প্যালারমো নগরে জ্যোতিষী পিয়াজি (Piazzi) কর্ত্তৃক কেরিজ (ceres) নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রহের আবিষ্কার হয়। তৎপরে ১৮০২ খৃঃ অঃ ২৮ মার্চ্চ ব্রিমেন নগরে ওলবার্স (olbers) প্যালাজ (Pallas) নামে আর একটী ক্ষুদ্র গ্রহের আবিষ্কার করেন। ১৮০৪ খৃঃ অঃ ১ সেপ্টেম্বর গটিন্‌জেন নগরে হার্ডিঞ্জ নামে জনৈক জ্যোতিষী জুনো (Juno) এবং ১৮০৭ খৃঃ অঃ ২৯ মার্চ্চ জ্যোতিষী ওলবার্স ভেষ্টা (vesta) নামে ৪র্থ ক্ষুদ্র গ্রহের আবিষ্কার করেন। তৎপরে ১৮৪৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত আর কোন ক্ষুদ্র গ্রহের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ঐ খৃঃ অব্দের ৮ ডিসেম্বর ড্রিজেন নগরে জ্যোতিষী হেনকী এ্যাষ্ট্রীয়া (Astraea) নামে ৫ম এবং ১৮৪৭ খৃঃ অঃ ১ জুলাই হিবি (Hebe) নামে ষষ্ঠ গ্রহের আবিষ্কার করেন। তৎপরে প্রতি বৎসরই উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। ১৯১১ খৃঃ অঃ উহাদের সংখ্যা ৬৯১টী জানা গিয়াছিল। ১৮৯২ খৃঃ অঃ Dr. Masc Wolf কর্ত্তৃক জ্যোতিষ্ক-আবিষ্কারে ফটোগ্রাফির প্রবর্ত্তন হওয়ায় অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে উহাদের আবিষ্কার হইতেছে। এই সকল ক্ষুদ্র গ্রহের মধ্যে কেরিজ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, উহার ব্যাস ৫০০ মাইল। প্যালাজ নামক ক্ষুদ্র গ্রহটীর ব্যাস ১০০ মাইল এবং উহা ৪০৬১ বৎসরে একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে। অধুনা আবিষ্কৃত ক্ষুদ্র গ্রহের কোন কোনটীর ব্যাস ২০ মাইলের অধিক নহে। সমস্ত ক্ষুদ্র গ্রহগুলিকে একত্রিত করিলেও আমাদের চন্দ্র হইতে আকারে অনেক ছোট হইবে সন্দেহ নাই। উহাদের ক্ষুদ্রতম-গুলির স্থুলত্ব ১৪ শ্রেণীর এবং বৃহত্তমগুলির স্থুলত্ব ৭ম শ্রেণীর তারার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ক্ষুদ্র গ্রহের মধ্যে এরোজ (Eros) সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের নিকটে আইসে এবং উহারই গতি-বিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সূর্য্য হইতে উহাদের দূরত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বৃহস্পতি এই সকল ক্ষুদ্র গ্রহের উপর স্বয়ং যে হারে প্রভুত্ব বিকাশ করেন, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া পণ্ডিতেরা বৃহস্পতির সঠিক বস্তু সমষ্টি নিরূপণ করিয়াছেন। চারিটী ক্ষুদ্র গ্রহের গতি-বিধি বৃহস্পতির ন্যায় নিয়মিত, অপর গুলির গতি-বিধি অত্যন্ত অনিয়মিত। প্যালাজ এবং আর কতকগুলির অয়নমণ্ডল প্রশস্তঃকৌণিক। কোন কোনটীর কৌণিক অবস্থান ৩৫ অংশ। ওলবার্স প্রথমে ঘোষণা

করিয়াছিলেন যে, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে একটী বৃহৎ গ্রহ ছিল; কোন নৈসর্গিক দুর্ঘটনাবশতঃ সেইটি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং তাহারই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড এই সকল ক্ষুদ্র গ্রহ। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে নিউকম্ব প্রভৃতি জ্যোতিষীরা দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, নীহারিকাই উহাদের উৎপত্তির মূল। এই সকল ক্ষুদ্র গ্রহগুলিকে ইংরাজিতে Asteroids বলে এবং গ্রীক [illegible] দেবতার নাম অনুসারে [illegible] নামকরণ হইয়াছে।

বৃহস্পতি সৌর-জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম গ্রহ। সূর্য্য ব্যতীত অপর গ্রহগুলিকে একত্রিত করিলে বৃহস্পতির আয়তনের দুই পঞ্চমাংশের অধিক হয় কিনা সন্দেহ। ভূ-পিণ্ড (Mass) চন্দ্র হইতে ৮১ গুণ বড়, আর বৃহস্পতি-পিণ্ড পৃথিবী হইতে ৩০০ গুণ বড়। উহার আয়তন (volume) পৃথিবী হইতে ১২৩০২০৫ গুণ বড়, কিন্তু উহার ঘনত্ব (density) পৃথিবীর এক চতুর্থাংশের অধিক নহে। উহার চাপ (compression) সপ্তদশ ভাগের একভাগ মাত্র এবং মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি পৃথিবী হইতে ২০৫৫ গুণ বেশী। সূর্য্য হইতে বৃহস্পতি, পৃথিবীর দূরত্বের ৫½ গুণ দূরে আছে। সূর্য্য হইতে উহার দূরত্ব ৪৭৮০০০০০০ মাইল এবং ১১ বৎসরে ৩১৪.৯২ দিনে একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে। ইহাই বৃহস্পতির এক বৎসর। বৃহস্পতি বৃত্তাভাস পথে ভ্রমণ করে বলিয়া কখনও সূর্য্যের নিকট এবং কখনও বা দূরে যায়। যখন নিকটে আইসে তখন উহার দূরত্ব ৪৫২,০০০,০০০ মাইল আর যখন দূরে যায় তখন ৪৯৮,০০০,০০০ মাইল। বৃহস্পতির ব্যাস, পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় ১১গুণ অর্থাৎ ৮৮,৪৩৯ মাইল। উহার কক্ষা অয়ন-মণ্ডলের উপর ১°—১৮′—৪০.৩″ অংশ কৌণিকভাবে এবং নিরক্ষবৃত্ত-কক্ষার উপর ৩°—২′—৩০″ অংশ কৌণিকভাবে অবস্থিত আছে। বৃহস্পতি মেরুদণ্ডের উপর ৯ ঘণ্টা ৫৫ মিঃ ২৬ সেঃ কালে একবার আবর্ত্তন করে, উহাই বৃহস্পতির একদিন। আহ্নিকগতির বেগ এতবেশী বলিয়া বৃহস্পতি-গোলক খণ্ডাকার ধারণ করিয়াছে। বৃহস্পতি যখন পৃথিবীর নিকটে সূর্য্যের বিপরীত দিকে অবস্থান করে, তখন হিন্দু-জ্যোতিষে উহার বক্রগতি বলা হয়। বক্রগতির মধ্যকালে যখন বৃহস্পতি পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে আইসে, তখন সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্বগগনে বৃহস্পতির উদয় হয়। এই সময়ে পৃথিবী হইতে উহার দূরত্ব ৩৬১,০০০,০০০ মাইল হয়। গত ২৭জৈষ্ঠ বৃহস্পতির বক্রগতি আরম্ভ হইয়াছে। যখন বৃহস্পতি, পৃথিবী হইতে দূরে সূর্য্যের দিকে অবস্থান করে, তখন বৃহস্পতির অস্ত হয়। এই সময়ে বৃহস্পতি সৌরকিরণে সমাচ্ছন্ন হইয়া আমাদের দৃষ্টিপথ—বহির্ভূত হইয়া থাকে। বৃহস্পতির অস্তকালকে হিন্দু-শাস্ত্রে অশুদ্ধ কাল বা অকাল বলে। শুক্রের অস্ত হইলেও অকাল হয়। এই সময়ে ব্রত-নিয়মাদি প্রথম গ্রহণ করিতে নাই, কন্যাদানও সমীচীন নহে। বৃহস্পতির কুম্ভরাশিতে অবস্থান-কালে ভারতবর্ষের

কতিপয় তীর্থস্থানে কুম্ভমেলার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে এবং এই অনুষ্ঠান-ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসীর ও ভক্তবৃন্দের সমাগম হয়। এ বৎসর বৃহস্পতি কুম্ভরাশিস্থ হওয়ায় মহাবিষুব-সংক্রান্তিদিনে হরিদ্বারে মহাকুম্ভ-মেলার অনুষ্ঠান হইবে।

আমাদের পৃথিবীর যেমন একটী চন্দ্র আছে, বৃহস্পতির সেইরূপ আটটী চন্দ্র আছে। দূরবীক্ষণ ব্যতীত উহাদিগকে দেখিবার উপায় নাই। ১৬১০ খৃঃ অঃ [illegible] মাসে গ্যালিলিও বৃহস্পতির [illegible] করেন। [illegible] বেশ দেখ[illegible]য়। ১৮৯২ খৃঃ অঃ লিক্ মানমন্দির হইতে অধ্যাপক বার্ণার্ড ৫ম উপগ্রহ আবিষ্কার করেন। ১৯০৪—৫ খৃঃ অঃ ঐ মানমন্দির হইতে জ্যোতিষী পেরিণী কর্ত্তৃক ২টী, ১৯০৮ খৃঃ অঃ ২৭ জানুয়ারী গ্রিনুইচ মানমন্দির হইতে জ্যোতিষী মিলট্ কর্ত্তৃক একটী উপগ্রহ ফটোগ্রাফিক প্লেটে ধরা পড়িয়াছে। বৃহস্পতির উপগ্রহগুলির নির্দ্দিষ্ট কোন নাম নাই; উহারা ১ম ২য় ৩য় প্রভৃতি নামে আখ্যাত হয়। ১ম উপগ্রহটী বৃহস্পতি হইতে ২৫৩,০০০ মাইল দূরে থাকিয়া ১দিন ১৮ ঘণ্টা ২৭ মিনিটে একবার বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করে। ২য়টী ৪১০,০০০ মাইল দূরে থাকিয়া ৩ দিন ১৩ ঘণ্টা ১৪ মিনিটে, ৩য়টী ৬৪৮,০০০ মাইল দূরে থাকিয়া ৭ দিন ৩ ঘণ্টা ৪২ মিনিটে এবং চতুর্থটী ১৬২০,০০০ মাইল দূরে থাকিয়া ১৬ দিন ১৬ ঘণ্টা ৩১ মিনিটে বৃহস্পতি প্রদক্ষিণ করে। ৫ম উপগ্রহটী ১২ ঘণ্টায়, ৬ষ্ঠ ও ৭ম উপগ্রহদ্বয় যথাক্রমে ২৫১ ও ২৬০ দিনে প্রদক্ষিণ করে। আর ৮ম উপগ্রহ বৃহস্পতি হইতে ১৫,০০০-০০০ মাইল দূরে থাকিয়া ২ বৎসরে একবার ঘুরিয়া আইসে। কাউয়েল ও ক্রমেলিন জ্যোতিষীদ্বয়ের গণনায় জানা গিয়াছে যে, ৮ম উপগ্রহটী বৃত্তাভাস-পথে বিপরীত-গতিতে ভ্রমণ করিতেছে। বৃহস্পতি হইতে উহার কৌণিক অবস্থান ৩০° অংশ। তিন ইঞ্চি দূরবীণে বৃহস্পতির সহিত প্রথম ৪টী উপগ্রহের লুকাচুরি খেলা (occultation and transit) দেখিতে বড়ই [illegible]। কখনও বা একটী উপগ্রহ বৃহস্পতির পশ্চাতে অদৃশ্য হইতেছে, কখনও বা আর একটী বৃহস্পতি-বিম্বের উপর দিয়া গমন করিতেছে, তাহার ধূসরবর্ণের ছায়া বৃহস্পতির উপর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সময়ে সময়ে উপগ্রহগুলি বৃহস্পতির দক্ষিণে বা বামে একই সরলরেখায় অবস্থান করিয়া পরম রমণীয় দৃশ্য ধারণ করিতেছে। কোনটী বা ধীরে ধীরে দূরে চলিয়া যাইতেছে, কোনটী বা সন্তর্পণে বৃহস্পতির সন্নিহিত হইতেছে; এই দৃশ্য বড়ই মনোরম। নীলাম্বরে অসংখ্য নক্ষত্রের মধ্যে বৃহস্পতিকে চিনিয়া লওয়া কঠিন নহে। উহা উজ্জ্বলতায় লুব্ধকের সমান। আজ কা'ল সন্ধ্যার পর পূর্ব্বগগনে বৃহস্পতির উদয় হয়। ছায়াপথের পূর্ব্বে, পূর্ব্বগগনে অত বড় জ্যোতিষ্ক আর নাই।

বৃহস্পতির গায়ে জেব্রার গায়ের ন্যায় কতকগুলি ধূসরবর্ণের রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল রেখাকে Belt বা মেখলা বলে। ক্যাসিনী (casseni) সর্ব্বপ্রথমে

উহা দেখিয়াছিলেন। তিনি উহার যে সকল লক্ষণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজিও জ্যোতিষী-সমাজে পরিজ্ঞাত রহিয়াছে। ঐ সকল মেখলা, সদা পরিবর্ত্তনশীল। কখনও বা দুই তিনটী মেখলা দৃষ্ট হয়, কখনও বা বহুসংখ্যক মেখলা দ্বারা বৃহস্পতির গাত্র সমলঙ্কৃত হইয়া থাকে। মেখলাগুলি অধিকাংশ সময় সমান্তরাল থাকে; কখনও বা তির্য্যক্ হয়। পর্য্যবেক্ষণের সময়ে এরূপ দেখা গিয়াছে যে, একটী সমান্তরাল মেখলা ক্রমে তির্য্যক্ হইয়া উপরে ও নীচে দুইটী সমান্তরাল মেখলার সহিত সংলগ্ন হইতেছে। কখনও বা একটি স্থূল মেখলা ক্রমে ক্ষীণ ও তাহার পার্শ্বেরটী ক্রমে স্থূল হইতেছে। আমাদের তিন ইঞ্চি দূরবীণে আজ কাল অনেকগুলি স্থূল ও সূক্ষ্ম মেখলা দেখা যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে বিষুবপ্রদেশের স্থূল মেখলা দুইটী অধিকতর স্পষ্ট দেখা যায়। মেখলা—সন্নিহিত প্রদেশে কয়েকটী বিভিন্নমুখী প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। মেখলাগুলি যেন সেই প্রবাহে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। ইহা ব্যতীত বৃহস্পতি-গাত্রে সৌর কলঙ্কের অনুরূপ কলঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়। ১৬৬৫ খৃঃ অঃ ক্যাসিনী সর্ব্বপ্রথম একটী কলঙ্ক দেখিতে পান। উহা মধ্যস্থল হইতে ক্রমশই দ্রুতবেগে পার্শ্বের দিকে সরিয়া যাইতেছিল এবং ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। তৎপরে ১৭০৮ খৃঃ অব্দের মধ্যে আটবার ঐ কলঙ্ক দেখা গিয়াছিল। উহাদের কোন কোনটীর গতি ঘণ্টায় ৭ হইতে ২০০ মাইল হইয়া থাকে। ১৮৭৮ খৃঃ অঃ বিষুব-প্রদেশে মেখলার উপর একটী রক্ত বর্ণের চিহ্ন দেখা গিয়াছিল ১৯০৭ খৃঃ অঃ উহার পুনরাবির্ভাব হয়। কলঙ্কগুলি ঠিক যেন তরল পদার্থের উপর ভাসমান দ্বীপের ন্যায় বোধ হয়। উহাদের সাময়িক আবির্ভাব ও তিরোভাব দেখিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, বৃহস্পতি—গোলক আজিও তরল অবস্থায় রহিয়াছে। উহার পৃষ্ঠদেশ ঘন হইয়া পৃথিবীর ন্যায় কঠিন আবরণে আবৃত হয় নাই। সুতরাং বৃহস্পতি, পৃথিবীর ন্যায় জীব-নিবাসের উপযুক্ত নহে। বৃহস্পতিপৃষ্ঠে ভূপৃষ্ঠের ২৭ ভাগ কম সৌরকিরণ পতিত হয়। বৃহস্পতির ঋতুগুলি পার্থিব ঋতুর ১২ গুণ বেশী অর্থাৎ আমাদের যখন ২ মাসে এক ঋতু, বৃহস্পতির তেমনই ২৪ মাসে এক ঋতু। এই হেতু বৃহস্পতির পৃষ্ঠদেশে যে সকল পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়, উহার গতি মন্থর হওয়া উচিত, কিন্তু ঠিক্ তাহার বিপরীত দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল পরিবর্ত্তন দারুণ উত্তাপের কার্য্য।

শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র।

ন্যায়-দর্শন।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

সূত্র। "সাধ্যাবিশিষ্টঃ সাধ্যত্বাৎ সাধ্যসমঃ"। ৪৯।

ব্যাখ্যা। "সাধ্যত্বাৎ" ((সাধনীয়ত্বাৎ অসিদ্ধত্বাদিতি যাবৎ) "সাধ্যাবিশিষ্টঃ" (সাধ্যেন সাধনীয়পদার্থেন অবিশিষ্টঃ অবিলক্ষণঃ) হেতুঃ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-পক্ষধর্ম্মো বা— "সাধ্যসমঃ" (সাধ্যসমনামা হেত্বাভাসঃ।)

তাৎপর্য্যানুবাদ। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্ম্ম (হেতু) যদি সাধ্যত্ববশতঃ সাধ্যপদার্থের সহিত অবিশিষ্ট হয় অর্থাৎ অসিদ্ধ হয়, তাহাহইলে ঐ হেতু "সাধ্যসম" নামক হেত্বাভাস।

টীকা। "প্রকরণসম" নামক হেত্বাভাসের পরে ক্রমানুসারে "সাধ্যসম" নামক হেত্বাভাসের নিরূপণ করিতেছেন। যে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি আছে, ঐ হেতু অনুমানের প্রকৃতপক্ষে অর্থাৎ যেখানে অনুমান করা হয় সেখানে থাকিলে ঐ হেতুকে ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম্ম বলে। ঐ ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম্ম হেতু, পক্ষে পূর্ব্বসিদ্ধ থাকা চাই। যদি উহা পক্ষে অসিদ্ধ হয়—অর্থাৎ উহা পক্ষে নাই এমন নিশ্চয় হয়, অথবা উহা পক্ষে আছে কিনা এরূপ সংশয়ও হয়, তাহাহইলে উহা সাধ্যতুল্য হওয়ায় উহাকে "সাধ্যসম" নামক হেত্বাভাস বলে। নব্যগণ, মহর্ষি-সূত্রোক্ত এই "সাধ্যসম"কে "অসিদ্ধ" নামেই ব্যবহার করিয়াছেন। এই অসিদ্ধত্ব বা অসিদ্ধি ত্রিবিধ। "আশ্রয়াসিদ্ধি" "স্বরূপাসিদ্ধি" "ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি"। যে পদার্থে অনুমান হয় তাহাকে অনুমানের পক্ষ বা আশ্রয় বলে, উহা অসিদ্ধ হইলে অনুমান হইতে পারে না। "আকাশকুসুম গন্ধশূন্য" এইরূপে কেহ আকাশকুসুমে গন্ধাভাবের অনুমান করিতে পারেন কি? অনুমানের পক্ষ বা আশ্রয় আকাশকুসুম অলীক, সুতরাং এস্থলে আশ্রয়াসিদ্ধি দোষ। ঐ অনুমানে যে কোন পদার্থকে হেতু করিলেই তাহা দুষ্ট অর্থাৎ অসিদ্ধ নামক হেত্বাভাস হইবে। "ঈশ্বরোনকর্ত্তা অশরীরিত্বাৎ প্রয়োজনশূন্যত্বাৎ" ইত্যাদি প্রকারে নাস্তিক, ঈশ্বরে কর্ত্তৃত্বাভাবের অনুমান করিতে পারেন না, কারণ তাঁহার মতে ঈশ্বর নাই, অসিদ্ধপক্ষে অনুমান হইবে কিরূপে? ঐস্থলেও পূর্ব্ববৎ আশ্রয়াসিদ্ধি বা পক্ষাসিদ্ধি দোষ। সুতরাং ঐস্থলীয় হেতু, পূর্ব্বের ন্যায় হেত্বাভাস। পক্ষ অসিদ্ধ হইলে হেতু, ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম্ম হইতে পারে না, সুতরাং ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম্মই সেখানে অসিদ্ধ হয়, তাই মহর্ষি—সূত্রানুসারে পক্ষাসিদ্ধিস্থলীয় হেতুও "সাধ্যসম" হইতে পারে। পক্ষে হেতু না থাকিলেও ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম্ম অসিদ্ধ হয়। সুতরাং সে স্থানেও ঐ হেতু "সাধ্যসম" বা অসিদ্ধ নামক হেত্বাভাস হইবে। যেমন অশ্বে গোত্বের অনুমানে শৃঙ্গ হেতু। অশ্বরূপ পক্ষে শৃঙ্গ নাই। অথবা, জলে বহ্নির অনুমানে ধূম হেতু। ধূম বহ্নির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হইলেও জলে থাকেনা, সুতরাং জলে উহা স্বরূপতঃই অসিদ্ধ বলিয়া, ঐস্থলে ধূম হেতু সাধ্যসম নামক অথবা স্বরূপাসিদ্ধ নামক হেত্বাভাস। মহর্ষি—সূত্রানুসারে স্বরূপতঃ অসিদ্ধ হেতুকে স্পষ্টতঃই "সাধ্যসম" নামক হেত্বাভাস বুঝা যায়।

হেতুতে ব্যাপ্তি অসিদ্ধ হইলেও ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম্ম অসিদ্ধ হয়, সুতরাং সেখানেও হেতু "সাধ্যসম" নামক হেত্বাভাস। যেখানে সাধ্য অলীক, অথবা হেতু অলীক

সেখানে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি অসিদ্ধ, সুতরাং সেই স্থলীয় অসিদ্ধি ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি। কেহ বলেন, এরূপ স্থলে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি দোষ নহে, উহা অন্যরূপ দোষ। হেতুতে ব্যর্থ বিশেষণ প্রয়োগ করিলেই ঐহেতুতে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি দোষ হয়। এরূপ হেতুই ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ। যেমন "পর্ব্বতোবহ্নিমান্ নীল ধূমাৎ" এইরূপে অনুমানস্থলে "নীল ধূম" হেতু। ধূমত্ব অপেক্ষায় নীলধূমত্ব গুরুধর্ম্ম। ধূমত্বরূপে ধূমে যখন বহ্নির ব্যাপ্তি সিদ্ধই আছে, তখন আবার নীলধূমত্বরূপে ধূমে বহ্নি-ব্যাপ্তি স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন। ফলতঃ নীলধূমত্ব রূপে ধূমহেতুতে বহ্নির ব্যাপ্তি অসিদ্ধ বলিয়া এহেতু এস্থলে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ, সুতরাং "সাধ্যসম" নামক হেত্বাভাস। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ অসিদ্ধিই যখন হেতুর দোষ বলিয়া যুক্তিসিদ্ধ, তখন মহর্ষি এ ত্রিবিধস্থলেই "সাধ্যসম" নামক হেত্বাভাস বলিবেন। তাই বৃত্তিকার বিশ্বনাথ, মহর্ষির তাৎপর্য্যানুমানপূর্ব্বক সূত্রে "ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম্মঃ" এই বাক্যের অধ্যাহার করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্যাপ্তি অসিদ্ধ হইলে অথবা পক্ষ অসিদ্ধ হইলে অথবা পক্ষধর্ম্ম অসিদ্ধ হইলে ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম্ম অসিদ্ধ হন, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ অসিদ্ধই মহর্ষি-সূত্রোক্ত "সাধ্যসম" বলিয়া মহর্ষি-সূত্রের দ্বারাই পাওয়া যায়।

দীধিতিকার নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির মতে পূর্ব্বোক্ত স্থলে নীলধূমাদি-ব্যর্থবিশেষণঘটিত হেতু, ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ নহে। তাঁহার যুক্তি এই যে, নীলধূমেও বহ্নির ব্যাপ্তি আছে, নীলধূমত্ব যাহাতে বহ্নির ব্যাপ্তি না হয় এজন্য ব্যাপ্তির লক্ষণে কোন বিশেষণ-প্রয়োগের আবশ্যক নাই। নীলধূমত্বও বহ্নির ব্যাপ্তি বলিয়া স্বীকার্য্য। সুতরাং নীলধূমে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধিদোষ না থাকায় উহা এস্থলে হেত্বাভাস নহে। তবে ধূম-হেতুর দ্বারাই যখন বহ্নির অনুমান হইতে পারে, তখন নীলধূম হেতু করা নিষ্প্রয়োজন। ধূম হেতুতে এরূপ ব্যর্থ বিশেষণ প্রয়োগ করা অনুমানকারীরই দোষ। এরূপে অনুমানকারী "অধিক" নামক নিগ্রহস্থান-প্রযুক্ত নিগৃহীত হইবেন। কিন্তু তাঁহার হেতু দুষ্ট হইবে না। সাধ্যাপ্রসিদ্ধি এবং হেত্বপ্রসিদ্ধিই "ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি" এইমত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও সেইমতাবলম্বী, ইহা তাঁহার গ্রন্থে প্রকটিত আছে। ফলতঃ ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধির উদাহরণ-বিষয়ে ন্যায়াচার্য্যগণের মধ্যে অনেক মত-ভেদ আছে।

সূত্র। "কালাত্যয়াপদিষ্টঃ কালাতীতঃ"। ৫০।

ব্যাখ্যা। "কালস্য (সাধনকালস্য) অত্যয়ে (অভাবে)" অপদিষ্টঃ (প্রযুক্তঃ) হেতুঃ "কালাতীতঃ" (কালাতীতনামা হেত্বাভাসঃ।)

তাৎপর্য্যানুবাদ। সাধ্যসাধনের সময় অতীত হইলে অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে সাধ্যের অভাবের যথার্থ-নিশ্চয় হইলে সেইস্থলীয় হেতু "কালাতীত" নামক হেত্বাভাস।

টীকা। পঞ্চবিধ হেত্বাভাসের মধ্যে চারিটীর নিরূপণ হইয়াছে। এইবার পঞ্চম-হেত্বাভাসের নিরূপণ করিতেছেন। এই

পঞ্চমহেত্বাভাসের মহর্ষি—সূত্রোক্ত নাম "কালাতীত"। "অতীতকাল" বলিলেও "কালাতীত" শব্দের প্রতিপাদ্য বুঝায়।

"কালাত্যয়াপদিষ্টঃ" এই কথার দ্বারা মহর্ষি, এই হেত্বাভাসের লক্ষণ সূচনা করিয়াছেন। কালাত্যয়ে অর্থাৎ সাধ্য-সাধনের কাল অতীত হইলে যে হেতু অপদিষ্ট অর্থাৎ প্রযুক্ত হয় তাহাই "কালাতীত"। ইহার দ্বারা বুঝা গেল যে, যেখানে অনুমানের আশ্রয় সাধ্যশূন্য বলিয়া যথার্থ-রূপে নিশ্চিত, সেখানে সেই আশ্রয়ে সেই সাধ্যের অনুমানে প্রযুক্ত হেতু—"কালাতীত" নামক হেত্বাভাস। কারণ অনুমানের আশ্রয় সাধ্যশূন্য বলিয়া যথার্থরূপে নিশ্চিত হইলে সেখানে আর সাধ্যসাধনের কাল থাকে না। যতবেলা সাধ্যসংশয় থাকে, ততবেলা সাধ্যসাধনের ইচ্ছা থাকে এবং সাধ্যযুক্ত বলিয়া নিশ্চয় থাকিলেও স্থল বিশেষে সাধ্যের অনুমানের ইচ্ছা হয়, কিন্তু যেখানে সাধ্য নাই—বলিয়া যথার্থ নিশ্চয় আছে, সেখানে আর সাধ্যসাধনের ইচ্ছাই হয় না। সেখানে আর সাধ্য-সাধনের সময় থাকে না। সাধ্যের সংশয় অথবা সাধ্যনিশ্চয়কালে সাধ্যানুমানের ইচ্ছার সময়ই সাধ্যসাধনের সময়। সাধ্য-শূন্য বলিয়া যথার্থরূপে নিশ্চিত স্থানে সাধ্য-সংশয়ও হয় না, সাধ্যানুমানের ইচ্ছাও হয় না, সুতরাং সেই সময়ে সেই স্থানে সেই সাধ্যের অনুমানে কোন হেতু প্রয়োগ করিলে তাহা "কালাতীত" নামক হেত্বা-ভাস। নব্যনৈয়ায়িকগণ ইহাকে "বাধিত" বা "বাধিতসাধ্যক" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ফলতঃ সাধ্যশূন্য স্থানে সাধ্যানুমানের জন্য প্রযুক্ত হেতু সদ্ধেতু হইতে পারে না। উহা বাধিতসাধ্যক হেতু বলিয়া হেত্বাভাস। মহর্ষি "কালাত্যয়াপদিষ্ট" কথার দ্বারা এই হেত্বাভাসেরই পরিচয় দিয়াছেন। ভাষ্য-কার বাৎস্যায়ন ইহার ব্যাখ্যা ও উদাহরণ প্রকারান্তরে প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা এখানে নব্য মতেরই অনুসরণ করিয়াছি।

উদাহরণ দেখুন "বহ্নিরনুষ্ণঃ কার্য্যত্বাৎ জলবৎ" এইরূপে বহ্নিতে অনুষ্ণত্বের অনুমানে, কার্য্যত্ব হেতু "কালাতীত" বা "বাধিত-সাধ্যক"। বহ্নিতে অনুষ্ণত্বের অভাব [উষ্ণত্ব] প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং বহ্নি, সাধ্য-শূন্য বলিয়া যথার্থ রূপে নিশ্চিত। তাহাতে অনুষ্ণত্বসাধ্যের অনুমান কখনই সম্ভব নহে। সুতরাং সেই অনুমানের জন্য প্রযুক্ত "কার্য্যত্ব" হেতু, সূত্রানুসারে "কালা-তীত" নামক হেত্বাভাস। এইরূপ "জলং বহ্নিমৎ ধূমাৎ" ইত্যাদি রূপে জলে বহ্নির অনুমান করিতে ধূম হেতু কালাতীত নামক হেত্বাভাস। জল বহ্নিশূন্য বলিয়া যথার্থ রূপে নিশ্চিত, সেখানে বহ্নির ব্যাপ্য ধূমহেতুর দ্বারা বহ্নির অনুমান অসম্ভব। কারণ "জল বহ্নিশূন্য" এইরূপ নিশ্চয়, "জল বহ্নিযুক্ত" এইরূপ অনুমানের বিরোধী।

প্রশ্ন হইতে পারে যে এই "কালাতীত" বা "বাধিত" নামক হেত্বাভাসের স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। কারণ, যেখানে এই বাধিত হেতুর প্রয়োগ হয়, সেখানে ঐ হেতু ব্যভিচারী বা স্বরূপাসিদ্ধ হইবেই। "বহ্নি-রনুষ্ণঃ কার্য্যত্বাৎ" এই স্থলে কার্য্যত্ব হেতু অনুষ্ণত্বের ব্যভিচারী, "জলং বহ্নিমৎ ধূমাৎ"

এইস্থলে ধূমহেতু জলরূপ পক্ষে স্বরূপাসিদ্ধ। সুতরাংই ঐ সব স্থলে ঐ সব হেতু দুষ্টই আছে; সুতরাং "কালাতীত" বা "বাধিত' নামে পৃথক্ হেত্বাভাস মানিয়া ঐ সব হেতুর দুষ্টত্ব-সমর্থনের কোনই প্রয়োজন নাই। এতদুত্তরে ন্যায়াচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, বাধিত হেতু ব্যভিচারী বা স্বরূপাসিদ্ধ হইয়া দুষ্ট হেতু হইলেও উহাতে বাধিতত্ব নামে যে পৃথক্ একটী দোষ আছে অর্থাৎ সাধ্যশূন্য বলিয়া যথার্থরূপে নিশ্চিত স্থানে সাধ্যানুমানের জন্য প্রযুক্তত্ব রূপ (কালাত্যয়াপদিষ্ট কথার দ্বারা মহর্ষি-সূত্রে যাহা সূচিত হইয়াছে) যে পৃথক্ দোষ ঐ হেতুতে পরিলক্ষিত হয়, ঐ দোষের পার্থক্য ধরিয়াই ঐ দোষযুক্ত হেতুকে "কালাতীত" নামে পৃথক্ হেত্বাভাস বলা হইয়াছে। একবিধদুষ্ট হেতু, অন্যবিধদোষযুক্ত হইয়া গেলেও তাহাতে দোষ—বিভিন্নপ্রকারই থাকে। সুতরাং দোষের পঞ্চবিধত্ব লইয়াই হেত্বাভাস পঞ্চবিধ বলিয়া প্রকটিত হইয়াছে। নব্যনৈয়ায়িকের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, এমনস্থলও আছে, যেখানে বাধিত হেতু অর্থাৎ সাধ্যশূন্যস্থানে সাধ্যানুমানের জন্য প্রযুক্ত হেতু "ব্যভিচারী" বা "স্বরূপাসিদ্ধ" অথবা অন্য কোনরূপ হেত্বাভাস হয় না। সুতরাং সেইস্থলের হেতুর দুষ্টত্বনির্ব্বাহের জন্য "কালাতীত" বা "বাধিত" নামে পৃথক্ হেত্বাভাস অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। যেমন "উৎপত্তিকালীন-ঘটোগন্ধবান্ ক্ষিতিত্বাৎ" এইভাবস্থলে ক্ষিতিত্ব হেতু। ক্ষিতিমাত্রেই গন্ধ আছে, গন্ধশূন্যস্থানে ক্ষিতিত্ব নাই, সুতরাং ক্ষিতিত্ব হেতু, গন্ধসাধ্যের ব্যভিচারী নহে। উৎপত্তিকালীন পার্থিব ঘটরূপ পক্ষেও ক্ষিতিত্ব আছে সুতরাং ক্ষিতিত্ব হেতু স্বরূপাসিদ্ধও নহে। উহা অন্য কোন রূপ দোষযুক্ত হেতুও নহে। কিন্তু উহা গন্ধরূপসাধ্যশূন্যস্থানে গন্ধানুমানের জন্য প্রযুক্ত, সুতরাং বাধিত। উৎপত্তিকালীন ঘটে গন্ধ থাকে না। কারণ, ঘটের গন্ধের প্রতি ঘট কারণ। ঘট না হইলে তাহার কার্য্য গন্ধ হইতে পারে না। কার্য্য কারণ এক সময়ে উৎপন্ন হইতে পারে না। কার্য্যের পূর্ব্বে কারণ থাকা চাই। সুতরাং ঘটের উৎপত্তিক্ষণে তাহাতে গন্ধ জন্মিতে পারে না; কারণ তৎপূর্ব্বক্ষণে সেই গন্ধের কারণ সেই ঘট ছিল না। এখন যদি উৎপত্তিকালীন ঘট গন্ধশূন্য বলিয়া যথার্থরূপে নিশ্চিত হইল, তখন তাহাতে গন্ধানুমান অসম্ভব। গন্ধানুমানের প্রতিবন্ধক জ্ঞান থাকিলে গন্ধানুমান কিরূপে হইবে? তাহা হইলে ঐস্থলে গন্ধানুমানের জন্য প্রযুক্ত ক্ষিতিত্ব হেতু সদ্ধেতু নহে। উহা দুষ্ট হেতু, তাই হেত্বাভাস। এইরূপ হেতুর হেত্বাভাসত্ব-রক্ষার জন্যই "কালাতীত" বা "বাধিত" নামে পৃথক্ হেত্বাভাস স্বীকৃত হইয়াছে।

মহর্ষি কণাদ, এই বাধিত ও সৎপ্রতিপক্ষিত হেতুকে হেত্বাভাসের মধ্যে গণ্য করেন নাই। ঐরূপ হেতুস্থলে যথার্থ অনুমিতি না হইলেও উহারা কণাদের মতে দুষ্ট হেতু নহে। ফলতঃ বাধ এবং সৎপ্রতিপক্ষ হেতুর দোষ নহে, এই অভিপ্রায়ে মহর্ষি কণাদ হেত্বাভাস ত্রিবিধ বলিয়াছেন। কণাদের মতে হেত্বাভাসের নাম "অনপদেশ"। অপদেশ বলিতে হেতু।

"অনপদেশ" বলিতে হেত্বভুল্য অর্থাৎ হেত্বাভাস। হেত্বাভাস ত্রিবিধ ইহাই কণাদের মত বলিয়া পরিগৃহীত। কারণ "বিরুদ্ধাসিদ্ধসন্দিগ্ধমলিঙ্গং কাশ্যপোঽব্রবীৎ" এই প্রাচীন বচনে কণাদের মত পরিস্ফুট রহিয়াছে।

সূত্র। "বচনবিঘাতোঽর্থবিকল্পোপপত্ত্যাচ্ছলং"। ৫১।

ব্যাখ্যা। "বিকল্পোপপত্ত্যা" (বক্তুরভিপ্রেতার্থস্য যোবিকল্পঃ বিরুদ্ধঃ কল্পঃ অর্থান্তরকল্পনেতিযাবৎ তদুপপত্ত্যা যুক্তিবিশেষেণ) "বচন-বিঘাতঃ" (বাদ্যুক্ত বাক্যদূষণং বক্তৃতাৎপর্য্যাবিষয়ার্থকল্পনেন দূষণাভিধানমিতি যাবৎ) "ছলং" (ছলনামকঃ পদার্থঃ।)

তাৎপর্য্যানুবাদ। বাদী যে অর্থ বুঝাবার অভিপ্রায়ে যে বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, প্রতিবাদী শক্তি বা লক্ষণার সাহায্যে ঐবাদিবাক্যের অন্যার্থকল্পনা করিয়া যে দোষ প্রদর্শন করেন, তাহার নাম "ছল"।

টীকা। পঞ্চবিধ হেত্বাভাস নিরূপিত হইয়াছে। এখন হেত্বাভাসের পরে উদ্দিষ্ট "ছল" পদার্থের নিরূপণ করিতেছেন। "ছল" কথাটা সাধারণের মধ্যেও প্রচলিত আছে। "ছলতর্ক" ইত্যাদি কথা, যেকোন অর্থে অনেকেই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। আবার অন্য অর্থেও "ছল" কথার ব্যবহার আছে। বিচারে যাহাকে "ছল" বলে তাহা অর্থাৎ ছলের প্রকৃতস্বরূপ এই ন্যায়দর্শনেই বিবৃত। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা ন্যায়াচার্য্যতঃ সেই "ছলের" স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। যে অর্থ বাদীর তাৎপর্য্যবিষয় নহে, বাদিবাক্যে সেই অর্থ-কল্পনার দ্বারা দোষ প্রদর্শনই "ছল", ইহাই সূত্রের মর্ম্মার্থ। যেমন কোন ব্যক্তি নেপালদেশ হইতে তদ্দেশজ নূতন কম্বল ক্রয় করিয়া আসিয়াছে, তাহার গাত্রে ঐ নবকম্বল দেখিয়া কোন বাদী "নেপালাদাগতোঽয়ং নবকম্বলবত্ত্বাৎ" এইরূপে, ঐ ব্যক্তি নেপালদেশ হইতে আগত—ইহা অনুমান করিলেন। তখন প্রতিবাদী "কুতোঽস্য নবসংখ্যকাঃ কম্বলাঃ" অর্থাৎ ইহার নয়খানা কম্বল কোথায়, বলিলেন; বাদী নূতন অর্থে "নব" শব্দের প্রয়োগ করিলেও প্রতিবাদী নবন্ শব্দের প্রয়োগ ধরিয়া ঐবাক্যের অর্থান্তরকল্পনা করিলেন। তাহাতে বাদিপ্রযুক্ত নবকম্বলবত্ত্ব হেতুতে স্বরূপাসিদ্ধিদোষ প্রদর্শন করা হইল। "নবসংখ্যককম্বলবত্ত্ব ইহাতে নাই" সুতরাং পক্ষে হেতু না থাকায় ঐ হেতু স্বরূপাসিদ্ধ। বস্তুতঃ "নবকম্বলবত্ত্বাৎ" এই কথার দ্বারা "নবসংখ্যককম্বলবত্ত্ব" অর্থও বুঝা যাইতে পারে, তবে সে অর্থ, বাদীর তাৎপর্য্য-বিষয় অর্থাৎ অভিপ্রেত নহে। তাই ঐ অর্থান্তরকল্পনার দ্বারা ঐ দোষ-প্রদর্শন, এস্থলে "ছল" হইল। ঐস্থলে বাদীর অভিপ্রেত নূতনকম্বলবত্ত্ব অর্থ গ্রহণ করিলে ঐ হেতুতে স্বরূপাসিদ্ধিদোষ হয় না, সুতরাং বাদীর অভিপ্রেত অর্থে প্রতিবাদি-কল্পিত দোষ না হওয়ায় "ছল" সদুত্তর নহে; উহা অসদুত্তর। জিগীষাবশতঃই প্রতিবাদী ঐরূপ "ছল" করেন। "বাদ"বিচারে জিগীষা না থাকায় এই ছল কর্ত্তব্য নহে।

"জল্প" ও "বিতণ্ডা"তে জিগীষাবশতঃ "ছল" করা যায়। একথা জল্পাদির ব্যাখ্যাতেই বলা হইয়াছে।

সূত্র। "তৎত্রিবিধং বাক্‌ছলং সামান্যচ্ছলমুপচারচ্ছলঞ্চেতি"। ৫২।

ব্যাখ্যা। "তৎ" (লক্ষিতং ছলং) "ত্রিবিধং" (ত্রিপ্রকারং) ত্রয়াণাং নামান্যাহ—বাক্‌ছলং সামান্যচ্ছলং উপচারচ্ছলঞ্চ ইতি।

তাৎপর্য্যানুবাদ। সেই ছল তিন প্রকার (১) বাক্‌ছল, (২) সামান্যচ্ছল, (৩) উপচারচ্ছল।

টীকা। পদার্থের বিশেষ-নাম-কথনের নাম বিভাগ। বস্তুতঃ উহা উদ্দেশের মধ্যেই গণ্য। সুতরাং উদ্দেশ, লক্ষণ, এবং পরীক্ষা, ন্যায়দর্শনের এই ত্রিবিধ ব্যাপার হইতে বিভাগ কোন নূতন ব্যাপার নহে। মহর্ষি কোন পদার্থের পৃথক্‌সূত্রের দ্বারা সামান্য লক্ষণ না বলিয়া তাহার বিভাগ করিয়াছেন, যেমন "প্রমাণ" ও "প্রমেয়" প্রভৃতির। আবার কোন পদার্থের সামান্য-লক্ষণ সূত্র বলিয়া তাহার বিভাগ করিয়াছেন। যেমন "ছল" প্রভৃতির। পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা ছলের সামান্য লক্ষণ বলিয়াছেন। এখন এই সূত্রের দ্বারা ঐ ছল তিনপ্রকার বলিলেন এবং ঐ প্রকারত্রয়ের নাম বলিলেন। ইহারই নাম বিভাগ।

সূত্র। "অবিশেষাভিহিতেঽর্থে বক্তুরভিপ্রায়াদর্থান্তরকল্পনা বাক্‌ছলং"। ৫৩।

ব্যাখ্যা। "অবিশেষাভিহিতেঽর্থে" (নির্ব্বিশেষমুক্তে পদার্থে) "বক্তুরভিপ্রায়াৎ" (বক্তৃতাৎপর্য্যাৎ) অর্থান্তর-কল্পনা (শক্যার্থদ্বয়ে সম্ভবতি একার্থনির্ণায়ক-বিশেষাভাবাৎ বক্তুরনভিপ্রেতবাচ্যার্থ-কল্পনেন দূষণাভিধানমিতি যাবৎ) 'বাক্‌ছলং" (বাক্‌ছলনামকং ছলং)।

তাৎপর্য্যানুবাদ। কোন পদার্থ নির্ব্বিশেষে অভিহিত হইলে অর্থাৎ একশব্দ হইতে অথবা একবাক্যস্থ বিভিন্ন শব্দ হইতে যেখানে দুইটী মুখ্যার্থ বুঝাযায়, কিন্তু কোনটী বুঝিব, তাহার বিশেষ কিছু নাই, সেখানে বক্তার অভিপ্রেত ভিন্ন মুখ্যার্থটী গ্রহণ করিয়া, যে দোষ প্রদর্শন করা হয়, তাহার নাম "বাক্‌ছল"।

টীকা। পূর্ব্বসূত্রে বিভক্ত "ছল" পদার্থের প্রথম বাক্‌ছল," মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। একার্থ-তাৎপর্য্যে প্রযুক্ত শব্দের অন্যার্থ-কল্পনা করিয়া যে দোষপ্রদর্শন, তাহাই ছলের সামান্য স্বরূপ। যেখানে সেই দুইটী অর্থই শব্দের মুখ্যবৃত্তি শক্তিজ্ঞানবোধ্য, সেখানে ঐ উভয়মুখ্যার্থের মধ্যে যেটী অভিপ্রেত নহে—সেইটীকে গ্রহণ করিয়া দোষ প্রদর্শনই "বাক্‌ছল"। "সামান্যচ্ছল" এবং "উপচারচ্ছল" এরূপ নহে, তাহা পরে ব্যক্ত হইবে। "নেপালাদাগতোঽয়ং নবকম্বলবত্বাৎ" এইস্থলে যে ছলের কথা বলা হইয়াছে, তাহা বাক্‌ছলের উদাহরণ। কারণ সেস্থলে নব শব্দের নূতন অর্থ এবং নবন্ শব্দের নবসংখ্যক অর্থ—এই উভয় অর্থই মুখ্যবৃত্তি শক্তিজ্ঞানবোধ্য, সুতরাং

মুখ্যার্থ। আবার "গোর্ব্বিষাণী" এইরূপ বলিলে "কুতো বাণস্য শৃঙ্গং," এইরূপে গোশব্দের বাণ অর্থ গ্রহণ করিয়া দোষ-প্রদর্শন এবং "গজোবিষাণী" এইরূপে হস্তি-দন্ত অর্থে প্রযুক্ত বিষাণ শব্দের শৃঙ্গ অর্থের কল্পনা দ্বারা "কুতোগজস্য শৃঙ্গং" এইরূপে দোষপ্রদর্শন এবং "শ্বেতো ধাবতি" এই স্থানে শ্বেতবর্ণ পদার্থ বুঝাইবার জন্য শ্বেত শব্দের প্রয়োগ করিলে "শ্বা ইতোন ধাবতি" এইরূপে অর্থাৎ এস্থান দিয়া কুকুর যাই-তেছে না এই বলিয়া দোষপ্রদর্শন, এগুলি বাক্‌চ্ছলের উদাহরণ। কারণ, এইসব স্থলে সর্ব্বত্র দুইটী অর্থই মুখ্য।

গোশব্দের "গো" অর্থের ন্যায় 'বাণ' অর্থও ন্যায়মতে মুখ্য। নৈয়ায়িকগণ শ্লিষ্ট শব্দ স্থলে মীমাংসকদিগের ন্যায় "একে শক্তি অপরে লক্ষণা" বলেন না। বিষাণ শব্দ, শৃঙ্গ অর্থের ন্যায় গজদন্ত অর্থেরও বাচক। ("পশুশৃঙ্গেভদন্তয়োর্বিষাণম্" ইত্যমরঃ) ন্যায়মতে "শ্বেত" শব্দ, শ্বেতরূপবিশিষ্ট অর্থের বাচক না হইলেও ঐ অর্থে শ্বেত শব্দের নিরূঢ়লক্ষণা স্বীকৃত হইয়াছে। নিরূঢ়-লক্ষণা শক্তিতুল্য। যে লক্ষণা শক্তির ন্যায় চিরন্তন শব্দবোধের সহায় হইয়া চির-ন্তন প্রয়োগের মূল, তাহাই নিরূঢ় লক্ষণা। "শ্বেতঃ" এই কথার মধ্যে শ্বা+ইতঃ এই রূপে সন্ধি বিশ্লেষ করিয়া, শ্বন্ শব্দ মনে করিয়া, তাহা হইতে কুকুর অর্থ বুঝা যাইতে পারে। উহা "শ্বন্" শব্দের মুখ্যার্থ। এইরূপে বিবিধ মুখ্যার্থের মধ্যে কোন বিশেষ না থাকায় বক্তার অনভিপ্রেত মুখ্যার্থটী গ্রহণ করিয়া দোষ-প্রদর্শন করিলে তাহা "বাক্‌চ্ছল" হইবে। বাক্‌চ্ছলের এই বৈচিত্র্য অবলম্বন করিয়া অলঙ্কারশাস্ত্রে "শ্লেষবক্রোক্তি" নামে অলঙ্কার স্বীকৃত হইয়াছে। যেমন "কে যূয়ং? স্থলএব সম্প্রতি বয়ং" ইত্যাদি কবিতায় "কেযূয়ং?" এই বাক্যদ্বারা তোমরা কে? এই প্রশ্ন হই-য়াছে। কিন্তু "ক" শব্দের মুখ্যবৃত্তির দ্বারা জল অর্থও বুঝাযায়, সুতরাং "কে যূয়ং" এইকথা শুনিয়া "জলে যূয়ং"? এইরূপ অর্থ কল্পনা করিয়া, উত্তরবাদীরা বলিলেন, "তাহা নহে "স্থলএবসম্প্রতি বয়ং"। "আমরা জলে নাই, স্থলেই সম্প্রতি আছি।" এই বক্রোক্তি অলঙ্কারের বৈচিত্র্য, রুচিবৈচিত্র্য বশতঃ কোন আলঙ্কারিকের এতই প্রিয় হইয়াছিল যে, তিনি এই বক্রোক্তিকেই কাব্যের প্রাণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "বক্রোক্তিঃ কাব্যজীবিতং" কোন অলঙ্কারের গ্রন্থে তিনি "বক্রোক্তি-জীবিতকার" বলিয়াও অভিহিত হইয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

"তুমি ও আমি।"

তুমি হে মহান্ পরম—পুরুষ
অনাদি অব্যয়প্রকৃতি।
আমি—বুঝিতে না পারি স্বরূপ বিচারি
নিরখিতে চাহি আকৃতি।
তুমি—জগঃস্বরূপে আপন কিরণে
রাজ' জগতের মাঝে।

আমি—বুঝেও বুঝিনা, বুঝিতে চাহি না,
ঘুরে মরি মিছে কাজে !
তুমি—আপন মহিমা বিকাশি বিভর
মানবে অপত্য—স্নেহ !
আমি—বুঝিনা তা' ঘুমে র'য়েছি বিভোর
অলস অবশ দেহ !
তুমি—সুদূরে অদূরে ভিতরে বাহিরে
অন্তর-মাঝারে থাক !
আমি—এমনি কলুষ-প্রহত চিত্ত
(তোমায়) দেখিয়াও দেখিনাক' ॥
তথাপি দীনের প্রার্থনা নাথ !
সতত হৃদয়ে থেকো।
করুণা-কবচে আবরি বক্ষঃ আপদে
অধমে রেখো ॥

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

ব্রাহ্মণ ও হিন্দু-সমাজ।

দেশের সুখ-সমৃদ্ধি, শান্তি-শৃঙ্খলা যাহা কিছু, অনেকাংশে সমাজতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজ, চিরকালই লোকদিগকে অপরাধ হইতে, অন্যায় মার্গ হইতে রক্ষা করিবার ও ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। কেবল রাজকীয় শাসনের বলে শাসকগণ, কখনও কোনও দেশে অনাবিল শান্তির প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন না। ভারতীয় সমাজতন্ত্রের পরিচালক ব্রাহ্মণ। আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার ভার ও বিধি-ব্যবস্থা বুঝাইয়া ও স্মরণ করাইয়া দিবার ভার ব্রাহ্মণের উপর। সুতরাং ব্রাহ্মণ যদি তাঁহার জীবনযাত্রাকে সরল ও বিশুদ্ধ রাখিতে যত্নবান্ হন, অভাবকে গ্রাহ্য না করিয়া অধ্যয়ন অধ্যাপনা, যজন যাজনকেই আপনাদের জীবন-ব্রতরূপে গ্রহণ করেন, তবে সমাজের ব্রাহ্মণেতর লোক সম্প্রদায়ের নিকট তাঁহাদের সম্মান যে অক্ষুণ্ণ থাকে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, সম্প্রতি ব্রাহ্মণ যেন আপনার আদর্শ, আপনার দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়াছেন! কর্ত্তব্যের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া, অপরকে কেবল পরলোকের ভয় দেখাইয়া, কোনও সম্প্রদায়ই সমাজের উচ্চাসনে স্থান পাইতে পারেন না, এ কথাও অনেকে ভুলিয়া গিয়াছেন। বস্তুতই আত্মম্ভরিতার দ্বারা কখনও কেহ বহুহৃদয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিতে পারে না। যিনি সম্মান চাহেন, তিনি সর্ব্বথা নিজের স্বাতন্ত্র্যকে সংযত করিয়া, আত্মম্ভরিতার রজ্জুকে সংকুচিত করিয়া চলিতে বাধ্য হইবেন। যিনি লোকমতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, অথচ কর্ত্তৃত্বাভিলাষী; তিনি ধনে, মানে, কৃতিত্বে শ্রেষ্ঠ হইলেও দেশের দশের হৃদয়ের উপর স্থায়ী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন না। লোকসাধারণের মস্তক, তাঁহার চরণে কখনও বিনত হয় না। তাঁহার অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে জনসাধারণ, কখনও উঠে না বা বসে না। আদর্শ-বিস্মৃতির ফলেই অধুনা হিন্দু-সমাজে ব্রাহ্মণগণের শোচনীয়তা দিনদিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কেবল যে ব্রাহ্মণই আত্মসম্মান হারাইতেছেন তাহা নহে; ব্রাহ্মণের

দায়িত্ব, আশ্রয়হীন হওয়াতে, সমাজের সন্ধিবন্ধনও দিনদিন বিশ্লিষ্ট হইয়া আসিতেছে। যদি বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজকে পূর্ব্বাবস্থায় স্থাপন করিতে হয়, তবে সমাজের আদর্শ ব্রাহ্মণকে আবার তপঃস্বাধ্যায়-নিরত হইতে হইবে। আবার আশ্রম-ধর্ম্মের আদর্শ ও আশ্রয়—স্বরূপ হইতে হইবে। তাঁহারা যদি বিলাসকে ঘৃণা করিতে শিখেন; তাঁহাদের আচার যদি নির্ম্মল হয়; ধর্ম্মনিষ্ঠা যদি দৃঢ় হয়; তাঁহারা যদি নিঃস্বার্থ ভাবে জ্ঞানার্জ্জন ও নিঃস্বার্থ-ভাবে জ্ঞান-বিতরণে রত হন; তাহা হইলে সমাজ, তাঁহাদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিবে এবং সমাজও তাঁহাদের দ্বারা সম্মানিত হইবে। বস্তুতঃ যাঁহারা আজীবন স্বার্থের সংঘর্ষ হইতে শত হস্ত দূরে দণ্ডায়মান, মঙ্গল-কর্ম্মকে যাঁহারা পণ্যদ্রব্যের স্থায় মনে করেন না এবং বিশুদ্ধ জ্ঞান ও উন্নত ধর্ম্ম, যাঁহাদের মধ্যে অভ্রভেদী হিমাচলের স্থায় দণ্ডায়মান, সেই বিশ্ববরেণ্য ব্রাহ্মণেরাই সমাজকে ইহার চিরন্তন ভিত্তি-ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারেন।

ইউরোপীয় সামাজিক আদর্শ, কখনও ভারতীয় সমাজের অনুকরণীয় হইতে পারে না। কারণ ইউরোপ লৌকিক আভিজাত্য বলে জগতের শীর্ষস্থান লাভ করিবার জন্যই দুর্দ্দমনীয় বেগে অগ্রসর হইতেছে। মধ্যে মধ্যে দুই একজন মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া স্থিতির আদর্শ, লক্ষ্যের বা পরিণতির আদর্শের কথা ইউরোপকে না শুনাইতেছেন এমন নহে; তবে কথা এই যে, যে জাতি অহরহঃ জীবন-সংগ্রামে জগৎকে পরাভূত করিবার জন্য ব্যস্ত, সে জাতির কর্ণে এই সমস্ত মহাজনের বাক্যের স্থান কোথায়? অনলমুখে পতঙ্গের প্রাণের আশা কোথায়? ইউরোপে আভিজাত্য হিসাবে সমাজে উচ্চ নীচ ভেদ আছে বটে, কিন্তু জাতিভেদ আদৌ নাই। এইজন্যই আভিজাত্য-বলে একে অন্যকে প্রতিযোগিতা—ক্ষেত্রে পরাস্ত করিয়া সমাজে উচ্চাসন-লাভের জন্য ইউরোপবাসী বদ্ধপরিকর। আভিজাত্যের মূলে অর্থ; কাজেই ইউরোপ নানাপ্রকারে অর্থাগমের উপায় খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। বলিতে গেলে উহাই অধুনা পাশ্চাত্যের পরমধর্ম্ম। ইউরোপের অধিকাংশ লোক, কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্যে জীবনযাপন করে, সুতরাং তাহারা ধর্ম্মতত্ত্ব বা জীবনের মুখ্য-লক্ষ্য-বিষয়ক সারগর্ভ উপদেশ লইয়া কালযাপন করিতে অসমর্থ। তাহাদের লৌকিককর্ম্মপ্রধান আদর্শে ত্যাগপ্রধান ভারত, শান্তি পাইতে পারে না। অতএব ইউরোপীয় আদর্শের দিকে না যাইয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রাচীন আদর্শের দিকে যাইতে হইবে। যতদিন দেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে কর্ত্তব্য-কর্ম্মের একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল, ততদিন বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজে আদর্শ—লক্ষ্য যোগ্যরূপে রক্ষিত হইত। ভারতে যে কর্ম্মের ভিতর দিয়া ধর্ম্ম-জীবন পরিস্ফুট হইত, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, ব্রাহ্মণ—ক্ষত্রিয়াদি বর্ণচতুষ্টয়ের কর্ত্তব্যকর্ম্ম ধর্ম্মরূপে পরিগৃহীত হইত। স্বার্থ-প্রবৃত্তির শীর্ষদেশে ধর্ম্মের উপরে কর্ত্তব্যের প্রতিষ্ঠা করিলে, কর্ম্মের

মধ্যেও আধ্যাত্মিকতা-লাভের অবকাশ পাওয়া যায়।

মানুষ প্রায়ই হৃদ্‌গত ভাবস্রোত দ্বারা পরিচালিত হয়। সংসারের সুখদুঃখ, নিন্দা-খ্যাতি প্রভৃতি বিস্মৃতির অতল-তলে বিসর্জ্জন দিয়া মানুষ, সময় বিশেষে ভাবস্রোতে ভাসিতে থাকে। ইউরোপ অর্থানুসন্ধানে মত্ত; অর্থ-সেবার মদিরা পান করিয়া সে কেবল অর্থকর কর্ম্মের ভিতরই আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়াছে। ভারতও সম্প্রতি পরিণাম ভুলিয়া সেই ইউরোপীয় ভাবের অনুবর্ত্তন করিতেছে। ভারতীয় সমাজে এখন সত্য সত্যই একটা কর্ম্মের সাঁড়া পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু দেখিতে হইবে, এই কর্ম্ম, পাশ্চাত্যের অন্ধ-অনুকরণ-প্রণোদিত কর্ম্ম, না প্রাচ্যের ত্যাগপূত কর্ম্ম। ইউরোপকে এই কর্ম্মপথ হইতে সংযত করিবার কেহ নাই, কিন্তু ভারতে কর্ম্মিদলকে বরাবর ঠিকপথে রাখিবার জন্য, কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্যে ভারতের নিজস্ব বিশুদ্ধ স্বরটীকে বরাবর ঠিক রাখিবার দায়িত্ব যাঁহারা মস্তকে বহন করেন, বলা বাহুল্য তাঁহারাই "ব্রাহ্মণ"। সমাজ এইভাবে ব্রাহ্মণকে নিজের কর্ম্মস্রোত সংযত করিবার অধিকার দিয়াছে। সুতরাং আধুনিক ব্রাহ্মণগণ যদি সুদৃঢ়ভাবে, লোভাদিপরিশূন্য ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তবেই সমাজের রক্ষা, নচেৎ পতন। কিন্তু কথা হইতেছে, যে ব্রাহ্মণ আপনার মহৎকর্ত্তব্যে জলাঞ্জলি দিয়া, আ'জ সর্ব্বকর্ম্মে বণিগ্‌বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, যে ব্রাহ্মণ অর্থের সহিত আপন ব্রাহ্মণত্বের—ব্যক্তিত্বের বিনিময়-সাধন করিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণ কিরূপে সমাজের আদর্শ রক্ষা করিবেন? সমাজই বা কিরূপে শ্রদ্ধাসহকারে এই ব্রাহ্মণত্ব-শূন্য বিশেষত্ব-বর্জ্জিত সম্প্রদায়ের আদেশ ও বিধান নতমস্তকে পালন করিবে? যে নিজে গহ্বরে পতিত, সে কিরূপে অপরকে উদ্ধার করিবে? ব্রাহ্মণ স্বয়ং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদির সহিত মিলিয়া একই প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে স্বেদসিক্ত কলেবরে অর্থোপার্জ্জনের জন্য ছুটাছুটি করিতেছেন। সুতরাং কি করিয়া অন্যকে বর্ণোচিত কর্ম্মে নিয়োজিত করিবেন? অবশ্য প্রাচীনকালে কোন কোন ব্রাহ্মণ যে ক্ষত্রিয়বৃত্তি বা কোন কোন ক্ষত্রিয় যে ব্রাহ্মণবৃত্তি অবলম্বন করেন নাই আমি এমন কথা বলিতেছি না; কিন্তু তাই বলিয়া সকল ব্রাহ্মণই যদি সেই অতীত যুগের ব্যক্তিবিশেষের আপৎকালীন আদর্শ ধরিয়া আপন কর্ত্তব্য-মার্গ-চ্যুত হন, তবে হিন্দুসমাজের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। যদি ব্রাহ্মণের মধ্যে অধিকাংশ লোকই তপঃস্বাধ্যায়াদিসম্পন্ন আদর্শ ব্রাহ্মণ হন, তাহা হইলে তাঁহাদের দৃষ্টান্তে সমস্ত হিন্দু-সম্প্রদায়ের কল্যাণ সাধিত হইবে। অনেক ব্রাহ্মণসন্তান একথা বুঝেন, কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনের ভাবনায়ই তাঁহারা স্বধর্ম্মের সেবা করিতে সমর্থ হন না, এরূপ বলিয়া থাকেন। এক্ষেত্রে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধারণা হয় যে, উহা বিলাসিতা—পক্ষপাতের প্রচ্ছন্ন কৈফিয়ত মাত্র। প্রকৃত নির্লোভ স্বধর্ম্ম-পরায়ণ সন্তোষ-সম্পন্ন মহাপ্রাণ ব্রাহ্মণের দ্বারে সমাজ আপনিই গ্রাসাচ্ছাদনের

উপকরণ পৌঁছাইয়া দেয়। যথার্থ ব্রাহ্মণের অভাব হয় না। কারণ ব্রাহ্মণ না হইলে যখন সমাজ চলে না, তখন কি সমাজ, ব্রাহ্মণকে অভুক্ত বা উলঙ্গ রাখিতে পারে ?

প্রকৃত ব্রাহ্মণের দ্বারা সমাজ সমুন্নতি লাভ করে। কিন্তু ব্রাহ্মণ যদি নিজেকে উন্নত করিতে চান, তবে তাঁহার সমাজকে উন্নত করিতে হইবে ; কারণ হিন্দু সমাজ-রূপ দেহের ব্রাহ্মণই মস্তক। দেহ, মাটীর সমান নিচু থাকিলে, মস্তক কখনও প্রাসাদাগ্র স্পর্শ করিতে পারে না। সমাজ উন্নত না হইলে সমাজের মস্তক ব্রাহ্মণেরও উন্নতি হইতে পারে না। নিজের যথার্থ গৌরব-লাভের জন্য ব্রাহ্মণকে যেমন প্রাচীন আদর্শের অনুসরণ করিতে হইবে, সমস্ত সমাজকেও তেমনি করিতে হইবে ; কারণ সমস্ত সমাজের গতি একদিকে না হইলে তাহার কোন অংশ স্বীয় আংশিক গতি দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। যে সময়ে দেখিব, বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণেতর বর্ণ প্রাচীনকালের মত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, যখন দেখিব, তাঁহারা আপন আপন বর্ণানুগত কর্ম্ম করিয়া সমাজের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা জাগাইয়া উন্নত হইবার চেষ্টা করিতেছেন, তখনই বুঝিব, আধুনিক ব্রাহ্মণ, প্রাচীন ব্রাহ্মণের মত হইয়া হিন্দুসমাজের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হৃষ্টপুষ্ট হইলে মস্তকও কিছু না কিছু পরিমাণে বলিষ্ঠ হয়।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে গেলেই ধর্ম্ম বা জ্ঞানার্জ্জন, যুদ্ধ বা রাজকার্য্য এবং বাণিজ্য কৃষি বা শিল্পচর্চ্চা মানবের পক্ষে অপরিহার্য্য। ইহাদের কোনটীকেই পরিত্যাগ করা যায় না। করিলে, সমাজবদ্ধ জীবের জীবন-বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ইহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের হস্তে সমর্পণ করিলে, কর্ম্মকে সীমাবদ্ধ করাও হয়, আবার ইহাদের উত্তরোত্তর উন্নতিও সাধিত হয়। কিন্তু, এই সকল কর্ম্মের সহিত যাহাতে ধর্ম্ম, ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত থাকে, তজ্জন্য ব্রাহ্মণই চেষ্টা করিবেন।

অতীতের অনুসরণ ভিন্ন হিন্দু-সমাজের কখনই উন্নতি হইবে না। সেই অতীতকে আবার বর্ত্তমানকালোপযোগীভাবে কতকটা রূপান্তরিত করিয়া লইতে হইবে ; কারণ প্রত্যেক দেশেই দেশকাল-ভেদে সামাজিক বিধিব্যবস্থা কতকতটা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অতীতকে বর্ত্তমানের সহিত সংমিশ্রিত করিয়া আমাদিগের বুদ্ধি মন প্রাণ অভিষিক্ত করিতে হইবে। তাহা হইলে, আমরা দেখিতে পাইব, নূতন নূতন আকারে, নব নব বিকাশে, আমাদের কাছে সেই অতীতই পুনরায় প্রফুল্লমূর্ত্তিতে উপস্থিত হইবে।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

পিপাসা।

প্রবল পিপাসা র'য়েছে লাগিয়া
হিয়ার মাঝারে মোর,
চাহিব কেমনে তোমা কেন ধনে ?
বিষয়-বাসনা ঘোর।

হৃদয়ে থাকিয়ে খেলো লুকোচুরি,
বুঝি না এ খেলা তব,
ধরি ধরি ধরি ধরিতে না পারি;
দেখা দেও ভবধর!
ডাকিলে তোমায় পাইব আশায়
সতত ডাকিতে চাই,
কর্ম্মের বন্ধন, পরাণ ভরিয়ে
ডাকিতে পারিনা তাই।
মন-দুঃখে মরি চিরদিন হরি,
বঞ্চিত রব কি ভবে?
জীবন-রতন হৃদয়রঞ্জন
পাব না কি তোমা তবে!
দয়ার আধার করুণা-আগার
বিশ্বরূপে বিশ্বময়।
যে জন "আপন" সে জন কখন
নিদয় কি কভু হয়!
নামে সুধামাখা ওহে প্রাণসখা
প্রেমেতে জড়িত রয়,
[ওই] নাম-সুধাপানে শয়নে স্বপনে
[যেন] মানস মাতিয়া রয়!
পিপাসা মিটাও, নামে রুচি দাও,
ডাকি তোমা প্রাণ ভ'রে,
স্বরূপ তোমার দেখাও আমায়
"দাস" কর চিরতরে!

শ্রীবরদাকান্ত দে

শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত।

মুখবন্ধ-নিবেদন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারতে তাঁহার হরি-ধর্ম্ম-প্রচারকালে "ব্রহ্মসংহিতা" ও "কৃষ্ণকর্ণামৃত" নামক দুই অতুলগ্রন্থ পাইয়া সাদরে সংগ্রহ করিয়া আনেন। "ব্রহ্মসংহিতা" তত্ত্বসিদ্ধান্তপক্ষে অদ্বিতীয় এবং "কৃষ্ণকর্ণামৃত" সর্ব্বভাবোত্তমোত্তম মধুরভাবের" "উজ্জ্বল" রসাশ্রিত কৃষ্ণভজন-বিষয়ে অতুলগ্রন্থ। "কৃষ্ণকর্ণামৃত" একাধারে কাব্য, দর্শন, সাধনতত্ত্ব, ভক্তিযোগ এবং বেদবেদান্তসার পরা প্রেমভক্তির আধার। সমগ্র গ্রন্থখানি একটি মহাকৃষ্ণস্তোত্র-স্বরূপ।

শ্রীমৎ লীলাশুক বিল্বমঙ্গল গোস্বামী প্রভু, এই "শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত" দেব-ভাবাভাণ্ডে ভরিয়া, কৃষ্ণপাদপদ্মাগ্রে "ভোগ" নিবেদন করিয়াছেন। শ্রীমৎ কবিকর্ণপুর গোস্বামীর ভ্রাতা শ্রীমচ্চৈতন্যদাস গোস্বামী, স্বীয় ভাষ্য-পরিবেশনে ভক্তসমাজে সেই ভোগের প্রসাদ বিলি করিয়াছেন; তৎপর মহাকবি, চৈতন্যচরিতামৃতকার মহাপণ্ডিত ও মহাভক্ত সুপ্রসিদ্ধ শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহোদয়ও উক্ত অপূর্ব্বগ্রন্থের "সারঙ্গরঙ্গদা" টীকা প্রণয়ন পূর্ব্বক "কৃষ্ণকর্ণামৃত" স্তোত্র স্বয়ং কৃষ্ণেরই কর্ণামৃত—ইহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

"কৃষ্ণকর্ণামৃত" গ্রন্থের পূর্ব্বোক্ত টীকা-দ্বয়ের সাহায্যে ভগবৎকৃপায় শ্লোকাবলীর যেরূপ অর্থতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, সেই তাৎপর্য্য—প্রকাশ যথাসম্ভব স্থির রাখিয়া, যতদূর অবিকল পদ্যানুবাদ সম্ভব, তাহার যথাশক্তি চেষ্টা করা হইয়াছে। শ্লোক-গুলির অনেকস্থানেই এরূপ গূঢ় গহনভাব, এরূপ সুগভীর তত্ত্বরস এবং অনুপ্রাসাদি

শব্দালঙ্কারের প্রাচুর্য্য ও উপমাদি অর্থালঙ্কারের মাধুর্য্য এবং স্থানে স্থানে এরূপ জটিলান্বয়গর্ভ রচনা যে, সবদিক্ ঠিক করিয়া, অর্থবোধের সুগমতা বা প্রসাদ গুণ বজায় রাখিয়া, মিত্রাক্ষরছন্দে ভাষান্তর করা আমাদের ক্ষুদ্রশক্তিতে অতীব কঠিন বোধ হইয়াছে। কেবল যেন সংস্কৃতের সন্ধি বিভক্তি-রচিত একখানি স্তরমাত্র উন্মোচন করিয়া ফেলার ন্যায় অবিকল অনুবাদের চেষ্টা অনেকস্থানেই করিয়াছি। ছন্দ, মিল, ভাষাগত মিষ্টতা অথচ প্রাঞ্জলতা যথাসম্ভব সালঙ্কারে অব্যাহত রাখিয়া অত অধীনতার বাধ্যতায় ভাষান্তরীকরণে কতটুকু কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা সুধী সাধু পাঠক মহোদয়গণেরই বিবেচ্য। তাঁহাদের আধ্যাত্মিক—সেবার্থ এ বিষয়ে সুকিঞ্চিৎ কৃতকার্য্যতাও আমাদের কৃতার্থতার কারণ নেম করিব। মিত্রাক্ষর-পদ্যানুবাদের খাতিরে এবং ক্কচিৎ সরল—অর্থাগমের প্রয়োজনে, স্থানে স্থানে দু-একটি অতিরিক্ত শব্দাদির যোজনা অপরিহার্য্য হইয়াছে এবং সহজেই তাহা বুঝিবার জন্য উক্ত শব্দগুলি বন্ধনীবদ্ধ করা হইয়াছে। যাহা হউক, এবারকার অসংপূর্ণতা, ভুলচুক্ ত্রুটি সমস্তই সকলে ক্ষমা করিবেন এবং ভবিষ্যতে শোধনার্থ দয়া করিয়া লিখিয়া জানাইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

টীকাকারগণ রচনাটিকে সংপূর্ণ ব্রজৈকান্তভাবের মধুর-রসাশ্রিত বুঝাইবার জন্য স্থানে স্থানে মূলের সহজপ্রাপ্য অর্থ যেন একটু একটু কষ্টকল্পনা করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া আপাততঃ বোধ হইতে পারে। ফলে আমরাও কিন্তু এই পদ্যানুবাদে তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি; তবে কিনা ভাষ্যব্যাখ্যাদি ত আমাদের কার্য্য নহে; সুতরাং শুধু অনুবাদ, ও বিষয়ে অনেক নিরাপদ্ বটে; বোদ্ধাগণ যিনি যেমন বোঝেন, বুঝুন।

মূলের সহিতই "কৃষ্ণকর্ণামৃতের" এই পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হইল। কৃষ্ণভক্ত সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক মহোদয়গণের পক্ষে মূল শ্লোকের সহিত মিলাইয়া মিলাইয়া অর্থ-রসাস্বাদনের সুবিধা হইবে এবং প্রয়োজন মত তাঁহারা মুখস্থ করিয়াও রাখিতে পারিবেন; অধিকন্তু আমাদের এই পদ্যানুবাদের দুরূহতা সম্বন্ধে আমরা এই মুখবন্ধে যাহা নিবেদন করিলাম, তাহাও ইচ্ছা করিলে অনেকস্থলেই সহজে বুঝিয়া লইতে পারিবেন, আশাকরি।

আমাদের প্রাচীন কাব্যকুঞ্জ-কোকিল বাঙ্গালী কবি জয়দেব গোস্বামী—বিরচিত "গীতগোবিন্দ" গ্রন্থ ব্যতীত এরূপ মধুর-রসের কৃষ্ণভজনানন্দময়ী মধুরাভিমধুরা রচনা আর দেখা যায় না। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রাণপ্রিয় এই দুই গ্রন্থ। তদ্ভিন্ন আরও ২।৩ খানি মধুর-ভজন-রসাশ্রিত গ্রন্থও মহাপ্রভুর নিত্যচিত্তবিনোদন ছিল। "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে" উক্ত হইয়াছে—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটকগীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ,—
স্বরূপরামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে,
গায়—শুনে, পরম আনন্দ।"

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি এবং গীতগোবিন্দ-গ্রন্থের বিস্তর সুসংস্করণ-প্রকাশ ও প্রচার

এ যাবত্ হইয়াছে ; "রায়ের নাটকগীতি"— অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যপার্ষদ ভক্তাগ্রগণ্য রামানন্দ রায়ের প্রণীত "জগন্নাথবল্লভ" নাটক এবং বিল্বমঙ্গল-রচিত সাক্ষাৎ কৃষ্ণপ্রসাদ-প্রদীপ্ত এই "কৃষ্ণকর্ণামৃত" সন্দর্ভের এক একটি বৈ সানুবাদ সংস্করণ এ যাবত্ আমাদের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয় নাই ; তাহাতেও গদ্য ব্যাখ্যা ভিন্ন সংস্কৃত শ্লোকের সমগ্র পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয় নাই। আমরা এই অভাবটির অন্ততঃ একটি মাত্রও দীনপূরণ-প্রয়াসে আদৌ "কৃষ্ণকর্ণামৃত" অবলম্বনে এই চেষ্টা করিলাম। সাধু সুধী ভক্তমহোদয়গণ এতদর্থে আমাদের প্রতি কৃপাশীর্ব্বাদ-বর্ষণ ও শুভেচ্ছা-শক্তিসঞ্চারণ করুন; নিবেদন ইতি।

প্রণত—
শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত।

(মূল ও বঙ্গ-পদ্যানুবাদ।)

চিন্তামণি র্জয়তি সোমগিরি র্গুরু র্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিচ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরু-পল্লব-শেখরেষু
লীলা-স্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ॥ ১

জয় জয় চিন্তামণি জয়!
মম গুরু সোমগিরি জয়!
জয় শিখীপুচ্ছমৌলিমান—
শিক্ষাগুরু স্বয়ং ভগবান্!
যাঁর পদকল্পতরু-পত্রাগ্র-পরশে
রসেন জয়শ্রী (রাধা) সেবানন্দ রসে। ১

অস্তি স্বস্তরুণী-করাগ্রবিগলৎ-কল্পপ্রসূনাপ্লুতং
বস্তু প্রস্তুত-বেণুনাদলহরী-নির্ব্বাণ-নির্ব্যাকুলং।
স্রস্ত স্রস্ত নিরুদ্ধনীবি-বিলসদ্গোপী সহস্রাবৃতং
হস্তন্যস্তনতাপবর্গমখিলোদারং কিশোরাকৃতি॥ ২

কিশোর-আকৃতি বস্তু (কৃষ্ণ) বিরাজিত!
সুরস্ত্রী-করাগ্র চ্যুত কল্প-পুষ্পাবৃত!
স্ববেণু-স্বর-লহরে পরম আনন্দভরে
সেই (শ্রীগোবিন্দ) অব্যাকুল,
সম্বরিতে শ্লথনীবি আকুল গোকুলদেবী
গোপিকা-সহস্র-সমাকুল!
প্রণতের পরিত্রাণ হস্তে ন্যস্ত যাঁর
নিখিল-নিস্তারে তিনি অখিল উদার। ২

চাতুর্য্যৈক-নিদানসীমচপলাপাঙ্গচ্ছটামন্থরং
লাবণ্যামৃত-বীচিলোলিতদৃশং লক্ষ্মীকটাক্ষাদৃতং।
কালিন্দী-পুলিনাঙ্গনপ্রণয়িনং কামাবতারাঙ্কুরং
বালং নীলমমীচয়ং মধুরিমস্বারাজ্যমারাধ্নুমঃ॥ ৩

চাতুর্য্যের মূলসীমা অপাঙ্গের সুভঙ্গিমা,
তার ছটা মাধুর্য্য-মন্থর ;
লক্ষ্মীর কটাক্ষাদৃত লাবণ্যের লীলামৃত
তরঙ্গিত লোলিত অন্তর ;
কালিন্দী-পুলিনাঙ্গন- প্রণয়েশ যিনি হন,
মদনাবতারাঙ্কুর যিনি,
শ্যামসুকিশোররূপ, স্বমাধুর্য্য-রাজ্য-ভূপ,
আমার আরাধ্য ধন তিনি। ৩

বর্হোত্তংসবিলাস-কুন্তলভরং
মাধুর্য্যমগ্নাননং,

প্রোন্মীলন্নবযৌবনং প্রবিলসদ্-
বেণুপ্রণাদামৃতং।
আপীনস্তনকুট্মলাভিরভিতো
গোপীভিরারাধিতং,
জ্যোতিশ্চেতসি নশ্চকাস্তু জগতা-
মেকাভিরামাদ্ভুতং॥ ৪

শিরে শিখীপুচ্ছ-খণ্ড কুণ্ডল-মণ্ডিত গণ্ড,
মাধুর্য্যে মগন বিধু-মুখ;
নবীন যৌবন-ভরে মনোহর বেণুস্বরে,
প্রেমামৃত-উৎসবে উৎসুক;
গোপীর আপীন-কুচ- কমল-সেবিত-ভুজ-
সে অদ্ভুত জগত-রমণ—
আমাদের চিদাকাশে চিন্ময় জ্যোতির ভাসে
বিলাসে রহুন অনুক্ষণ। ৪

মধুরতরস্মিতামৃতবিমুগ্ধ মুখাম্বুরুহং,
মদশিখিপিচ্ছ-লাঞ্ছিতমনোজ্ঞকচপ্রচয়ং।
বিষয়বিষামিষগ্রসনগৃধ্নুনি চেতসি মে,
বিপুল-বিলোচনং কিমপি ধাম চকাস্তু চিরং॥৫

সুমধুর মৃদুহাসি মুখপদ্মে শোভারাশি
সুধাসম মনোরম-সার,
মদমত্ত শিখীপুচ্ছ- সুশোভিত কেশগুচ্ছ
মনোজ্ঞ মাধুর্য্য তাহে যাঁর,
জাগুন্ সে বিপুলাক্ষ অনন্ত জ্যোতিতে—
বিষয়ামিষ-বিষাক্ত আসক্ত এচিত্তে। ৫

মুকুলায়মাননয়নাম্বুজং বিভো
র্মুরলীনিনাদমকরন্দনির্ভরং।
মুকুরায়মান-মৃদুগণ্ডমণ্ডলং,
মুখপঙ্কজং মনসিমে বিজৃম্ভতাং॥ ৬

মানস-সরসে মম কমল-মুকুল সম
শোভুক্ বিভুর আঁখিবর;
শ্রীমুখ-পঙ্কজ যার পূর্ণবিকশিত প্রায়,—
মুরলী-নিনাদ-মধুময়।
তাহে সুকোমল গণ্ডমণ্ডল-যুগল—
হরুক্ দর্পণ-দর্প, করি ঝলমল। ৬

কমনীয়কিশোরমুগ্ধমূর্ত্তেঃ
কলবেণু-কণিতাদৃতাননেন্দোঃ
মমবাচি বিজৃম্ভতাং মুরারেঃ
মধুরিম্নঃ কণিকাপি কাপি কাপি॥ ৭

কমনীয় কিশোর মোহনমূর্ত্তি, আর
কলবেণুস্বরাদৃত মুখচন্দ্র যাঁর,
সে মুরারি-মাধুর্য্যের কিছু কিছু কণা
আসুক্ আমার বাক্যে (এমম প্রার্থনা।) ৭

মদশিখণ্ডি শিখণ্ড-বিভূষণং
মদনমন্থর-মুগ্ধ-মুখাম্বুজং।
ব্রজবধূ-নয়নাঞ্জন-রঞ্জিতং
বিজয়তাং মম বাঙ্ময়-জীবিতম্॥ ৮

মদমত্ত-শিখীপাখা সুভূষণ, আর
মদন-মন্থর-মুগ্ধ মুখপদ্ম যাঁর,
ব্রজবধূ-নেত্রাঞ্জন-রঞ্জিতাঙ্গ যিনি,
মদ্‌বাক্য-জীবন, হোন্ জয়যুক্ত তিনি। ৮

পল্লবারুণপাণি-পঙ্কজ-সঙ্গিবেণুরবাকুলং,
ফুল্লপাটল-পাটলী-পরিবাদিপাদসরোরুহং।
উল্লসন্মধুরাধরদ্যুতিমঞ্জরীসরসাননং,
বল্লবী-কুচকুম্ভ-কুঙ্কুম-পঙ্কিলং প্রভুমাশ্রয়ে॥ ৯

নবপল্লব-অরুণিত করপদ্ম-পরিধৃত-
বেণুগানে গোপী-মনোহারী,
প্রফুল্লপাটলী-প্রভা যাঁর পাদপদ্ম-শোভা,
উন্মাদ-মধুরাধরধারী

সুকান্তি মঞ্জরীসার হাস্যরস-আস্য যাঁর,
গোপী-কুচকুম্ভের কুঙ্কুমে—
চর্চ্চিত—অর্চ্চিত যাঁর সে শ্রীঅঙ্গ অনিবার,
আশ্রয়িনু সে প্রভু-পরমে। ৯

অপাঙ্গ-রেখাভিরভঙ্গুরাভি-
রনঙ্গরেখা-রস-রঞ্জিতাভিঃ।
অনুক্ষণং বল্লব-সুন্দরীভি-
রভ্যস্যমানং বিভুমাশ্রয়ামঃ। ১০

গোপীর অপাঙ্গ-ভঙ্গে অনঙ্গের রসরঙ্গে
রঞ্জিত হৃদয় যাঁর রমে,
অনিবার গোপিকার প্রেমানুশীলন যাঁর,
আশ্রয়িনু সে প্রভু পরমে। ১০

হৃদয়ে মম হৃদ্যবিভ্রমাণাং
হৃদয়ং হর্ষ-বিশাললোলনেত্রং।
তরুণং ব্রজবালসুন্দরীণাং
তরলং কিঞ্চন ধাম সন্নিধত্তাং ॥ ১১

বিলাস-বিভ্রম-বেশ হৃদ্য যিনি হন,
ভরবে সরস লোল বিশাল-নয়ন,
ব্রজ বাল-সুন্দরীর তরল তরুণ—
হৃদয়ে উদয় হ'য়ে উজ্জল করুণ। ১১

নিখিলভুবনলক্ষ্মী—নিত্যলীলাস্পদাভ্যাং,
কমলবিপিনবীথী-গর্ব্ব—সর্ব্বঙ্কষাভ্যাং।
প্রণমদভয়দান-প্রৌঢ়িগাঢ়াদৃতাভ্যাং,
কিমপি বহতু চেতঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাভ্যাম্ ॥১২

নিখিল-ভুবনলক্ষ্মী নিত্যলীলাস্পদ-সার
কমল-কানন-পুঞ্জ-সর্ব্বগর্ব্ব-খর্ব্বকার,
প্রণতে অভয় দিতে সুনিপুণ সাতিশয়,
সে কৃষ্ণপাদাব্জ মম হৃদয়ে কি সুখোদয়! ১২

প্রণয়-পরিণতাভ্যাং শ্রীভরালম্বনাভ্যাং,
প্রতিপদললিতাভ্যাং প্রত্যহং নূতনাভ্যাং।
প্রতিমুহুরধিকাভ্যাং প্রস্ফুরল্লোচনাভ্যাং,
প্রবহতু হৃদয়ে নঃ প্রাণনাথঃ কিশোরঃ ॥ ১৩

প্রেম-পরিণত শোভা-প্রভাস্পদ
প্রতিপদে সুললিত,
নিতুই নূতন, মুহু বিমোহন,
প্রফুল্ল-নয়নান্বিত,—
প্রাণনাথ—সে নবকিশোর—
হৃদয়ে উদয় হোন্ মোর। ১৩

মাধুর্য্য-বারিধি মদাম্বু তরঙ্গভঙ্গী-
শৃঙ্গার-সঙ্কুলিতশীতকিশোরবেশং।
আনন্দ হাস-ললিতানন-চন্দ্রবিম্ব-
মানন্দ-সংপ্লবমনুপ্লবতাং মনো মে ॥ ১৪

মাধুর্য্য-জলধি-জলে মদন-মদ উথলে
বিলাস-তরঙ্গভঙ্গ-ভরে,
তাহাতে শৃঙ্গার-রসে সঙ্কলিত চিত্ত-বশে,
যে শীত-কিশোররূপ ধরে,
সে হরি-আনন্দ-হাস্য চারুচন্দ্রবিম্ব-আস্য
ললিত-লাবণ্য-লাস্য সহ,
এ মম মানস-সরে অনন্ত-আনন্দ ভরে
ভাসমান থাক্ অহরহঃ। ১৪

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

সংক্ষিপ্ত-সমালোচনা।

হিন্দুবিবাহ-সংস্কার। গৌহাটী সনাতনধর্ম্মসভা হইতে প্রকাশিত ক্ষুদ্র পুস্তক। মূল্য দুইআনা মাত্র। অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহোদয় এই গ্রন্থের লেখক। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের প্রবন্ধ এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট স্বরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। অধ্যাপক মহাশয়দ্বয় বাল্যবিবাহের অনুকূলে ও যৌবন-বিবাহের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। "হিন্দুম্যারেজ রিফর্ম লীগ" যুবতী-বিবাহ সঙ্গত ও বাল্যবিবাহ অসঙ্গত বলেন। এই গ্রন্থে যুক্তি ও শাস্ত্রের সাহায্যে লীগের মতের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। পুস্তক মন্দ হয় নাই। তবে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ও যৌবনবিবাহের অনুকূলে যে সমস্ত শাস্ত্র ও যুক্তি আছে, তাহার অতি অল্প কয়েকটীই এই গ্রন্থে আলোচিত ও খণ্ডিত হইয়াছে। তথাপি আমরা হিন্দুসমাজকে শ্রদ্ধাসহকারে এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তিনিরাস। এখানিও গৌহাটী সনাতনধর্ম্মসভা হইতে প্রকাশিত এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, মহাশয় কর্ত্তৃক বিরচিত। মূল্য তিন আনা। জগদ্বিখ্যাত ডাঃ পিঃ সিঃ রায়, "বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার" প্রবন্ধে সনাতন ধর্ম্ম ও সমাজের উপর যে অযথা আক্রমণ করিয়াছিলেন, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহার প্রত্যুত্তর দেওয়া হইয়াছে। ডাঃ রায়ের প্রবন্ধ-প্রকাশের পরেই বহু বিজ্ঞজন প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক পদ্মনাথের এই প্রত্যুত্তর, সংযত ও অনেকাংশে সঙ্গত। আমরা এই গ্রন্থখানি সকলকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। গ্রন্থখানি ভালই হইয়াছে।

ঈশ্বরের স্বরূপ। (হিন্দুর উপাসনাতত্ত্ব-প্রথমভাগ।) এই গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন বি এল্ মহোদয়। এখানিও গৌহাটীর সনাতন-ধর্ম্মসভা হইতে প্রকাশিত। মূল্য তিন আনা মাত্র। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে গ্রন্থকার, অনেক উপাদেয় তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি ঈশ্বরের নির্গুণতাব, সগুণতাব, সাকারোপাসনা, হিন্দু পৌত্তলিক কিনা এবং হিন্দু নানা ঈশ্বরের পূজক কিনা ইত্যাদি বিষয়ের গভীর আলোচনা ও সুমীমাংসা করিয়াছেন। শাস্ত্রের সাহায্যে গ্রন্থকার প্রধানতঃ তাঁহার প্রতিপাদ্য জটিলতত্ত্ব সমূহের মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই ক্ষুদ্র চেষ্টায় তাঁহার বেশ কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। এ পুস্তক প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর নিকট আদৃত হওয়া উচিত। আমরা ইহার আদর দেখিলে প্রকৃতই আনন্দিত হইব।

অপ্রিয়-প্রশ্নাবলী। শ্রীজংবাহাদুর সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই অপ্রিয়-প্রশ্নাবলী কাশীর "ত্রিশূল" পত্র হইতে উদ্ধৃত। ইহার মূল্য এক আনা। ভারত-ধর্ম্মমহামণ্ডলের তথা স্বামী জ্ঞানানন্দজীর নানা কুৎসা-কলঙ্ক এই পুস্তকে প্রকাশিত। এরূপ গ্রন্থ এক আনা মূল্য দিয়া কিনিয়া পাঠ করিবার লোক থাকিতে পারে, কিন্তু কলঙ্কের আলোচনায় মনুষ্যত্ব মার্জ্জিত হয় বলিয়া সকলে বিশ্বাস করিতে পারে না।

এ পুস্তক সমালোচনার অযোগ্য। মহা-মণ্ডলের পরিচালন-দোষ বা ব্যক্তিগত কলঙ্কের আলোচনার সহিত যাঁহাদের স্বার্থ-সংশ্রব আছে, তাঁহারা এ গ্রন্থ পাঠ করিলে নিন্দার অনেক উপকরণ পাইবেন।

সংবাদ ও মন্তব্য।

দান। ময়মনসিংহ—সন্তোষের সুপ্রসিদ্ধা ভূম্যধিকারিণী শ্রীযুক্তা দীনমণি চৌধুরাণী মহোদয়া সম্প্রতি কতিপয় সৎকর্ম্মের উদ্দেশে ৩৬৩০০০ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। এই কোম্পানীর কাগজের সুদ, "সন্তোষ জাহ্নবীস্কুল" "গোলকনাথ দাতব্যচিকিৎসালয়," ও "গঙ্গাবাড়ী অতিথিশালার" পরিচালনা—ব্যাপারে এবং শ্মশানে বিনা মূল্যে কাষ্ঠদান-কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। জ্ঞানদান, প্রাণদান, অন্নদান—এমন কি, চরমকার্য্য শ্মশান—সজ্জাদান পর্য্যন্ত শ্রীযুক্তা চৌধুরাণী মহোদয়ার এ দানের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। এরূপ দান মহাদান। দানকর্ত্রীর জয় হউক।

অর্থ-সাহার্য্য। মুর্শিদাবাদের দানবীর মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর "কারাবাস" নামক কাব্যগ্রন্থের মুদ্রণার্থে গ্রন্থকারকে পঞ্চাশৎ মুদ্রা অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন। মাত্র পঞ্চাশৎ মুদ্রা-দানেও প্রাণের প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এ দান প্রশংসনীয়ই বটে।

প্রেতের চিত্র। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে ঢাকা গেণ্ডেরিয়ার বাবু রজনীকান্ত সরকার মহাশয়ের বাসায় অরবিন্দ সরকার ও বিনয়ভূষণ দাস গুপ্তের আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়। প্লেট ধৌত করিবার সময় দেখা যায়, প্লেটে অরবিন্দ ও বিনয় ভূষণের চিত্র ব্যতীত অন্য একটী যুবতী রমণীর চিত্র গৃহীত হইয়াছে। এ মূর্ত্তি উঁহাদের সকলেরই অপরিচিত। অনেকে অনুমান করিতেছেন, উহা প্রেতমূর্ত্তির চিত্র। রহস্য বটে!

তারে চিত্র। তারের দ্বারা সংবাদ-প্রেরণ করা যায়, ইহা সর্ব্বজন-পরিজ্ঞাত, কিন্তু তারে চিত্র প্রেরণ এই নূতন। পত্রান্তরে প্রকাশ—সম্প্রতি প্যারিস হইতে লণ্ডনে, তারের সাহায্যে ৪০ মিনিটে কোনও ব্যক্তির আলোকচিত্র প্রেরিত হইতে পারে। বিবাহ-ব্যাপারে ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার হইবে। টেলিগ্রাফে ফটোগ্রাফ্ চলিয়া গেলে তখনই সম্বন্ধ স্থির হইতে পারিবে। জানিনা আরও কত আছে!

পিতৃ-ভূমি। সংবাদপত্রে প্রকাশ—রাজসাহীর শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় মহাশয় সম্প্রতি পৃথিবীর পুরাতত্ত্বের ২য় ভাগ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি মেরু-প্রদেশই আর্য্যজাতির পিতৃভূমি—এ কথা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিয়াছেন। সমর্থন ত অনেকেই করিতেছেন! শ্রীযুক্ত তিলকের গবেষণাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি? পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়, এই মতের সমালোচনা ও খণ্ডন করিয়াছেন। গ্রন্থকার রায় মহাশয় তাহা পাঠ করিয়াছেন ত?

পারে নাই। আজকালকার কথা নয়—প্রাচীন ঋগ্বেদেও উহার উপকার স্বীকৃত হইয়াছে, তা'ই বেদেও গাভী দেবতা।

পয়ো ন ধেনুঃশুচি বিভাবা ১।৫।।১ ৬৬
সূক্ত ঋগ্বেদ।

অনুবাদ—যেমন ধেনু দুগ্ধের দ্বারা সকলের উপকার করে, সেইরূপ অগ্নি প্রদীপ্ত-প্রভায় আমাদের উপকার সাধন করে। এই উপকারের মাত্রা বড় লঘু নয়। স্ত্রী গবী দুগ্ধ দান করে এবং পুংগব কৃষকের সহায়তা করে এবং গোমূত্র, গোময় ও গোরোচনাদি দ্বারা লোকের উপকার সাধন করে। এসব ব্যতীত উপকারান্তর এ স্থূল দৃষ্টিতে দৃষ্ট হয়না। কিন্তু প্রাচীন বেদের কি সূক্ষ্ম দৃষ্টি, অর্ব্বাচীন অনন্তচিন্তেও তাহা দেখিতে পায় না।

"ইতঃ সিক্তং সূর্য্যগতং চন্দ্রমসে রসং কৃধি। বারাদং জনয়াগ্নেঽগ্নিম্। ইতি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়
তৈত্তিরীয়-আরণ্যক।

সায়ণাচার্য্য—হে ইন্দ্র! ইতঃ কর্ম্মণঃ সকাশাৎ সিক্তং আজ্যাহুতি দ্রব্যং সূর্য্যগতং কৃত্বা চন্দ্রমসে চন্দ্রবৃদ্ধ্যর্থং রসাকৃতিং কুরু। অগ্নিপ্রক্ষিপ্তং দ্রব্যমাদিত্যং প্রাপ্য জলং ভূত্বা দিবি চন্দ্রং ভূমৌ ওষধীশ্চ বর্দ্ধয়তি। বারাদং শ্রেষ্ঠফলপ্রদং অগ্নিং অগ্নৌ জনয়ক্ষিপ্তু।

অনুবাদ—অগ্নিতে হুত হব্যবস্তু আদিত্যকে পাইয়া জলরূপে পরিণত হইয়া দ্যুলোকে চন্দ্রের এবং ভূলোকে ধান্যাদি ওষধির বৃদ্ধি সাধন করে। সেই ধান্যজন্য অন্নে আমাদের শরীর পুষ্ট হয়। অতএব এ বর্ষণের কারণও অগ্নি। সুতরাং এরূপ শ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ যজ্ঞাগ্নির সঙ্কর কর।

অন্যত্র শ্রুতি বলিয়াছেন—

"দ্রপ্সশ্চস্কন্দ পৃথিবীমনু ॥

অনুবাদ—বৈশ্বানর অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হবিঃ দ্রপ্স (জলবিন্দু) রূপে পরিণত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয়। "ভারতছাড়া যেমন কথা নাই," সেইরূপ বেদ ছাড়া তত্ত্ব নাই। যাহা বেদে অঙ্কুরিত, তাহাই সংহিতাদিতে পল্লবিত।

তাই মনু বলিতেছেন—

"অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥

অনুবাদ—গব্য হব্য হব্যবাহে হুত হইয়া আদিত্যে উপগত হয়—অর্থাৎ হুতহব্যের ধূম সূর্য্যের সহকারিতায় মেঘরূপে পরিণত হয়। তদনন্তর বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পতিত হইয়া শস্যের উৎপাদন করে। সেই শস্য হইতে প্রজার রক্ষা হয়। সুতরাং গোজাতি আমাদের শরীর-পোষণের মূল। হিন্দু ব্যতীত কোন জাতি গোজাতির ঈদৃশ উপকারিতার উপলব্ধি করিতে পারে নাই। ব্রাহ্মণেই সেই গব্যলব্ধ ঘৃতের আহুতি প্রদান করে, তা'ই হিন্দুর নিকট গোজাতির ও ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের এত আদর।

শিবমন্দিরে ত্রিসন্ধ্যা প্রণাম করিলে বা মুখে হর হর-ব্যোম-ব্যোম বলিলে ভক্তি প্রদর্শন করা হয় না। শিবের অভীপ্সিত কার্য্যে ভক্তি পরিস্ফুট হয়। সেইরূপ 'গবে নমঃ—বলিয়া বলি প্রদান করিলে গোভক্তির পরাকাষ্ঠা হয় না। তাহার অভীপ্সিত আহারের ব্যবস্থা ও তাহার সুখস্বচ্ছন্দতার বিধান ভক্তির নিদর্শন। যে রূপ কাল পড়িয়াছে—উচ্ছ্বাসেও গোজাতির

সুখস্বচ্ছন্দতায় ব্যবস্থা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। গোজাতির আহারের সংস্থান বড়ই দুঃসাধ্য হইয়াছে। আশুধান্যের জমিতে প্রায়শঃ পাটের চাষ হইতেছে। সুতরাং আশুধান্যের তৃণ সুলভ নয়। অনেক ভদ্র লোক আজ কাল সহরের অনুকরণে বিলাসী হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা আর কষ্টসাধ্য গোসেবা করিতে চান না। চান, যোগান দুগ্ধে ভদ্রতা-রক্ষা। বিলাসিনীদের অনিচ্ছায় গোপালন পল্লীগ্রাম হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতেছে। তাঁহারা দুধের তৃষ্ণা, ঘোলে মিটান। জমাট দুগ্ধে শিশুপালন করেন। গোপেরা পূর্ব্ববৎ মমতার সহিত গোপালন করে না। এখন গাভী আর তাহাদের জীবিকার উপায় নয়। গরুর জন্য যে সময় ও পরিশ্রম নষ্ট করিবে তাহা পাটে ব্যয়িত করিলে প্রচুর লাভবান্ হয়, এ কারণ স্ত্রীগবীর প্রতি পুরুষের তাদৃশ যত্ন নাই। গাভী ভগবতী, তাহার পালনে ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল সাধিত হয়, এ ধর্ম্মভাবের লাঘবও অযত্নের কারণ। যত্নের উপকরণেরও নিতান্ত অসদ্ভাব হইয়াছে। গৃহপ্রান্ত পর্য্যন্ত পাট! গোচারণের স্থানাভাব ইচ্ছাসত্ত্বেও প্রবল অন্তরায় হইয়া পড়িয়াছে। গোচারণের স্থানের আবশ্যকতা বেদেও স্বীকৃত হইয়াছে।

"প্রিয়া পদানি পশ্বো নিপাহি।
বিশ্বায়ুরগ্নে গুহা গুহং গাঃ।"

ঋগ্বেদ ৩। ১। ৬ সূক্ত

অনুবাদ—হে অগ্নি! তুমি বিশ্বের আয়ু। গবাদি পশুও বিশ্বের আয়ু। অতএব গবাদি পশুর চারণস্থানে গমন করিও না। তাহারা গোচারণস্থানে গমন করুক। তুমি গুহাগত হও।

সৃষ্টির প্রথম অবস্থাতেও গোচারণস্থানের আবশ্যকের উপলব্ধি হইয়াছে। নতুবা ঋগ্বেদের সূক্তে এরূপ প্রার্থনা থাকিবে কেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি বেদে যাহা অস্ফুট, সংহিতাদিতে তাহা পরিস্ফুট; তাই মনু বলিতেছেন—

"ধনুঃ শতং পরীহারাঃ গ্রামস্য স্যাৎ সমন্ততঃ। ৮। ২৩৭

অনুবাদ—ক্ষুদ্রগ্রামের চারিধারে চারিশত হাত গোচারণের জন্য অনাবাদ রাখিবে। ইহা হইল গ্রামের পক্ষে। নগরের পক্ষে ইহার তিন গুণ জমি অর্থাৎ নগরের চতুর্দ্দিকে বারশত হাত অনাবাদ রাখিবে। ইহা রাজবিধি বা আইন্। এই আইন্ লঙ্ঘনপূর্ব্বক শস্য বপন করিলে শস্যভক্ষণে পালকবিশেষের দণ্ড হইত না।

"তত্রাপরিবৃতং ধান্যং বিহিংস্যুঃ পশবো যদি।
ন তত্র প্রণয়েদ্দণ্ডং নৃপতিঃ পশুরক্ষিণাম্॥"

মনু ৮

পশু সকল যদি সেই বৃতিশূন্য ধান্যের অপচয় করে, তাহা হইলে নৃপতি পশুপালকের দণ্ডবিধান করিবেন না। এখন সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। এখন ঘরের ছাঁচ পড়ন পর্য্যন্ত চাষ, পাড়ায় পাড়ায় খোঁয়াড়, ছাড়িলেই প্রমাদ। কৃতবিদ্য দেশীয় মহাশয়েরা সদাশয় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা না করিলে উপায়ান্তর নাই। অন্যথা গঙ্গার সুদূরবর্ত্তী পল্লীতে যেমন সঙ্কীর্ণ পাত্রগত গঙ্গাজলের সহিত পরিচয় করিতে হয়, তদ্রূপ বোতলে

যৎকিঞ্চিৎ দুগ্ধ সঞ্চিত করিয়া শিশুদিগের দুগ্ধের পরিচয় করিয়া দিতে হইবে ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড বা মিউনিসিপালিটী হইতে প্রজার অর্থে প্রজার এই ক্ষতির পূরণ হইতে পারে। নদীর তীরভূমি অব্যাহিক—ইহা শাস্ত্র মুখো দত্ত বিধি; বিধি (আইন) বন্ধ হইলে গোচারণেরও স্থান হয়, নদীও শীঘ্র শীঘ্র ভরাট হয় না। বাবুদিগের এ দিকে দৃষ্টি নাই, দৃষ্টি কেবল মৌখিক স্বদেশীয়ভাব-প্রচারে। নতুবা আমাদের এ অধঃপতন হইবে কেন?

এখন উপযুক্ত বৃষের অভাবে জীর্ণ, শীর্ণ, লাঙ্গলযোজিত বৃষের দ্বারা গাভীর গর্ভোৎপাদন করা হয়, তাই আর পূর্ব্ববৎ পয়স্বিনী গাভী দৃষ্ট হয় না। একতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরে শরীর জরিত, তাহার উপর শরীরপোষক দুগ্ধের নিতান্ত অভাব, বঙ্গগত্যা আমাদের পরমায়ু দিন দিন অল্পতর হইতেছে। আমাদের মুখে আত্মনির্ভরতার কথা, কার্য্যে পদে পদে প্রতীকার-পরামুখতা। কাজেই কথায় কথায় গবর্ণমেন্টের সহায়তার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া থাকিতে হয়। রাজা দৃষ্টি না করিলে অবিলম্বে বৃষকুল নির্ম্মূল হইবে। অতএব সাধারণের অর্থে পুষ্ট, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড ও মিউনিসিপালিটি হইতে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে বৃষ রক্ষিত না হইলে উপায়ান্তর নাই।

পূর্ব্বকালে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড ছিল না, মিউনিসিপালিটি ছিল না, অথচ তৎকার্য্য অনায়াসে বিনাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইত। গোজাতি কৃষকের সম্বল। তাই বৃষ কর্ত্তৃক শস্য ক্ষতি শাস্ত্রের অভিমত।

"অনির্দ্দশাহং গাং সূতাং বৃষান্ দেবপশূংস্তথা।
সপালান্ বা বিপালান্ বা ন দণ্ড্যান্ মনুরব্রবীৎ॥
মনু। ৮। ২৪২

যে গাভীর প্রসবের পর ১০ দিন অতীত হয় নাই, যে বৃষ বৃষোৎসর্গে উৎসৃষ্ট এবং যে পশু দেবতোদ্দেশে ত্যক্ত, তাহাদের পালক থাকুক, আর না থাকুক, শস্যহানি করিলে পশুস্বামী দণ্ডনীয় হইবে না—এই কথা মনু বলিয়াছেন। অনেক দিন এ আইন্ উঠিয়া গিয়াছে। এ আইন্ আবার প্রবর্ত্তিত হইলে প্রজার নিরতিশয় মঙ্গল সাধিত হয়।

এখনও পল্লীবিশেষে ২।১টী উৎসৃষ্ট বৃষ দৃষ্ট হয়। কালে যে আর দৃষ্ট হইবে না, তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। প্রথমতঃ বৃষোৎসর্গ ব্যয়সাধ্য। কাহারও অবস্থায়, কাহারও বা ইচ্ছায় কুলায় না। দ্বিতীয়তঃ স্থূলদর্শী কোমলহৃদয় যুবকবৃন্দ বৃষের দুর্গতি দেখিয়া বৃষোৎসর্গ করিতে চান না। এ অবস্থায় যদি কোন সুগম পন্থার আবিষ্কার হয়, তাহা হইলে অনেকেই সেই পথে বিচরণ করিবার চেষ্টা করিবে। কিছুদিন হইল, কলিকাতায় বাগবাজারে সজীব বৃষের পরিবর্ত্তে নির্জ্জীব বৃষের উৎসর্গ হইয়া গিয়াছে। বৃষের অভাবে মৃন্ময় বা কুশময় বৃষের উৎসর্গ করা যাইতে পারে, ইহা শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু বৃষের সম্যক্ পালনাভাবে মৃন্ময় বৃষের উৎসর্গের প্রমাণ নাই। পণ্ডিত কুলচূড়ামণিরা লক্ষণাবলে বৃষের পালনাভাবে মৃণ্ময় বৃষের ব্যবস্থা দিয়াছেন। যদি অনন্তরবর্ত্তী অধিকারী এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন, তাহা হইলে কালে দেবলোকের,

পিতৃলোকের এবং মনুষ্যলোকের পরম মঙ্গলকর সজীব বৃষোৎসর্গ লুপ্ত হইবে। ইদানীং শ্রাদ্ধে যেমন সর্ব্বত্র কুশময় ব্রাহ্মণ প্রতিনিধি হইয়াছে, সেইরূপ সর্ব্বত্র মৃণ্ময় বা কুশময় বৃষের উৎসর্গ হইবে। বৃষোৎসর্গের উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইবে। সজীব বৃষোৎসর্গ মুখ্য সজীবব্রাহ্মণদেবতাক শ্রাদ্ধের ন্যায় কেবল পুস্তকগত থাকিবে। কিন্তু—

"প্রভুঃ প্রথমকল্পস্য যোঽনুকল্পেন বর্ত্ততে।
ন সাম্পরায়িকং তস্য দুর্ম্মতে র্বিদ্যতে ফলম্॥

অর্থাৎ মুখ্যকল্পানুষ্ঠানে সমর্থ ব্যক্তি যদি দুর্ম্মতিবশতঃ অনুকল্প করে তাহা হইলে তাহার ফল হয় না।

গোজাতির ধ্বংসের অপর কারণ কসায়খানা। শুনিতে পাই কসায়খানার প্রসাদে এক কলিকাতা সহরে বৎসরে বৎসরে কিঞ্চিদূন লক্ষ গোহত্যা হয়। একমাত্র সহরে এই, সমষ্টি সহরের কথা ভাবিলে হৃৎকম্প হয়। ইতি

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

মনোবিজ্ঞান-বিষয়িনী নীতি।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি।]

যদি আমরা বিশ্লেষণ-মার্গ হইতে বিপথগামী না হইয়া থাকি, তবে প্রচলিত মতটাকে অভ্রান্ত বলা যায় না। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, কার্য্যের আভ্যন্তর উৎসেই নৈতিক গুণ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন প্রকার বাহ্য পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা উহার অনুভূতি হয় না। উহার উপলব্ধি করিতে হইলে প্রথমেই আভ্যন্তরীণ আত্ম-জ্ঞানের আবশ্যক; অন্য আর কিছু দ্বারা হয় না। অন্যের কার্য্য সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ প্রথমেই একটা মানস পূর্ব্বাভাস তাহার অন্তরে জাগিয়া উঠে, তার পরেই ঐ পূর্ব্বাভাসের একটা দৃশ্য অংশ প্রকট হয়। এতদংশই আমাদিগের নেত্র-পথে প্রথমে পতিত হয়। ঐ দৃশ্য অংশের অন্তরালে যাহা যাহা ঘটে, তাহা আমাদিগের চক্ষু ও কর্ণের বিষয়ীভূত হয় না। বাহ্য লক্ষণ দ্বারাই আমাদিগকে উহা অনুমান করিয়া লইতে হয়। ঐ লক্ষণও আমাদিগের ভূয়োদর্শনজনিত আভ্যন্তর জ্ঞান দ্বারা আমাদিগের নিকটে সুপরিচিত। যদি এরূপ সুপরিচিত না থাকিত, তবে উহাও আমাদিগের নিকটে অর্থহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইত। আমাদিগের স্ব-প্রকৃতিতে যে স্নেহানুরাগ নিহিত আছে, তাহার লক্ষণ যদি আমরা অন্যের চরিত্রে দেখিতে পাই, তবে অতি সহজেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারি; এরূপ ক্ষেত্রে, আমরা বাক্য, দৃষ্টি বা ভাবভঙ্গী দ্বারা আমাদিগের স্বতঃসিদ্ধ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদিগের চতুষ্পার্শ্বস্থ সমাজের অভ্যাস-সিদ্ধ হৃদয়-ভাব ও রুচি যে পরিমাণে পৃথক্‌জগৎসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে, ঐ ভাবাদির প্রকাশ-ভঙ্গীও সেই পরিমাণে অজ্ঞেয় ও বীভৎস হইয়া উঠিবে। আমাদিগের অন্তঃকরণে প্রীতির সংবেদনীয়তা না থাকিলে, সন্তানের মুখে মাতৃচুম্বন-ব্যাপারটীকে দেখিয়া আমরা

মূঢ়ের মত চাহিয়া থাকিতাম। দুঃখ-উপলব্ধির পক্ষে যদি আমাদিগের হৃদয় উন্মুক্ত না থাকিত, তবে রোরুদ্যমান, ধরা-লুণ্ঠিত শোকার্ত্ত ব্যক্তির দুঃখেও ভ্রূক্ষেপ করিতাম না। যদি আমাদিগের প্রাণে ধর্ম্মভাব না থাকিত, তবে কেহ যুক্তকরে কাতর প্রার্থনা করিলেও তাহাতে আমাদের প্রাণে দয়ার উদ্রেক হইত না। সমজাতীয় প্রকৃতিনিচয়ই পরস্পর পরস্পরের পরিচায়ক। ইহার সুস্পষ্ট কারণ এই যে, ঐ প্রকৃতির হস্তেই দুর্বিজ্ঞের হৃদয়াবেগের "চাবিকাঠি"। ঐ সমজাতীয় প্রকৃতি অনেক সময় ভ্রমে পতিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই ভ্রমেও প্রাগুক্ত নিয়মটীর বিপরীত (converse) প্রমাণ পাওয়া যায় ; কেননা, এই ভ্রমগুলি একটী প্রবাদীভূত তত্ত্বের জ্বলন্ত উদাহরণ। তত্ত্বটী এই:—"আত্মবৎ মন্যতে জগৎ"। যে ব্যক্তি প্রতিবেশীকে অসরল মনে করিয়া সততই আশঙ্কান্বিত, সম্ভবতঃ তাহার নিজের প্রকৃতিও স্বচ্ছ নহে। যিনি নিজে নিঃস্বার্থ, তাঁহার মুখ-মণ্ডলে নিঃস্বার্থতার প্রতি সন্দিগ্ধ-চিত্তপ্রসূত অবজ্ঞা প্রায়ই দেখা যায় না। আমাদিগের জীবন-ব্যাপারে আমরা যে প্রমাণহীন অনুমানপুঞ্জের অনুবর্ত্তী হইয়া চলি এবং যাহার সাহায্যে ঐ ব্যাপারগুলির সমাধান করিয়া থাকি, সে সমুদয়ই অভ্যন্তর হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। আমরা যেরূপ হইব, জগৎও আমাদিগের নিকট তদ্রূপ হইয়া দাঁড়াইবে। অতএব, ঔদার্য্যের স্থায় নিন্দারও সূত্রপাত বাড়ীতেই হইয়া থাকে। পরে দেখা যায়, আমাদিগের যাবতীয় কার্য্যোৎস ও যাবতীয় সংস্কারের মূল আমাদিগের আত্মজ্ঞানেই নিহিত। তাই আমরা ঐ উৎস ও সংস্কার বহির্দ্দেশে দেখিয়া চিনিতে পারি ও উপলব্ধি করিয়া থাকি। দোষগ্রাহিতা একটী নিম্নশ্রেণীর কৌশলমাত্র। ইহার প্রভাবে প্রকৃত আলোকেও অলীক দৃষ্টির উদ্ভব হইয়া থাকে। (মানুষের) বিবেকের ভিতর দিকটাই যেন জগতে উল্টাইয়া রাখা হইয়াছে, সুতরাং উহার ভ্রম-প্রমাদকে জগতের ভ্রম বলিয়াই বোধহয়।

এতদ্ধারণা করিতে যাইয়া লোকে সাধারণতই ভ্রমে পতিত হয়। যাহাতে এবম্প্রকার ভ্রম না হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আমাদিগের সতর্ক হওয়া আবশ্যক। আমি বলিয়াছি যে অযুচিন্তাই নৈতিক সংস্কারের প্রসূতি। আমার এতদ্বাক্যে ইহা বুঝিতে হইবেনা যে, সঙ্গিহীন হইয়া থাকিলেই ঐ প্রকার সংস্কার আসিয়া জন্মিবে। কিম্বা আমি এরূপও বলিতেছি না যে, আমাদিগের ব্যবহারিক জ্ঞানের দুইটী অনুভবনীয় ক্রম আছে—প্রথমটী, আত্ম-বিবেচনা সম্বন্ধে ; দ্বিতীয়টী পরালোচনা বিষয়ে। আমাদিগের প্রকৃতির একাংশের পরিপুষ্টি পক্ষে অন্যের বিদ্যমানতা নিঃসন্দেহই অপরিহার্য্য। প্রত্যক্ষকারিণী শক্তির উন্মেষ পক্ষে বাহ্য প্রাকৃতিক পদার্থ যেমন আবশ্যক, প্রাগুক্ত বিদ্যমানতাও তদ্রূপ। কিন্তু এই দুইটীর কোনটীতেই কাল বা কারণত্ব বিষয়ে বাহ্য পদার্থের পুরোবর্ত্তিতা সিদ্ধ হইতেছে না। উভয় স্থলেই, উহা (বাহ্যপদার্থ) আত্ম-অবগতির উপায় স্বরূপ। আমাদিগের চতুর্দ্দিকে প্রাকৃতিক পদার্থ না থাকিলে, আমার

ইন্দ্রিয়বিষয়ক জ্ঞান আমাদিগের হইত না; আবার, আমাদিগের সম্বন্ধে অনুমানব না থাকিলে আমরা আত্মার বিবেকবিবর্জিনী অনুভূতিতেও বঞ্চিত থাকিতাম। চৈতন্য হইতে আত্ম-জ্ঞানে পরিবর্ত্তন—জটিল (implicit) জ্ঞান হইতে স্পষ্ট (explicit) জ্ঞানে পরিণতি পক্ষে আভ্যন্তর ও বাহ্য জগৎ-মধ্যবর্ত্তী ঘাত-প্রতিঘাত নিয়তই আবশ্যক। কিন্তু প্রত্যক্ষ বিষয় সম্বন্ধেও, আত্মা এবং বাহ্য পদার্থ সম্বন্ধিনী দুইটী আবিষ্ক্রিয়াই যুগপৎ ঘটে। দুইটীকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই কারণে, আত্মতত্ত-দর্শন-বিষয়ক শব্দোৎপত্তি লইয়া কোন প্রকার বাগ্-বিতণ্ডা হইতে পারে না। নৈতিক বিষয়ে এমন একটু পার্থক্য দেখা যায়, যাহাতে ঐ সাদৃশ্যের কতকটা বিলোপ ঘটে; ইহা সমগুরুত্বের পরিবর্ত্তে আধ্যাত্মিক দিকেই স্পষ্ট গুরুত্ব প্রদান করিয়া থাকে। ঐ পার্থক্যটুকু এই :— প্রত্যক্ষ হয় যে, দুইটি পরিজ্ঞাত বিষয়, যথা আত্মানুভবনিচয় এবং শারীর কর্ম্মগুলি পরস্পর বিসদৃশ। ইহাদের কোন একটির জ্ঞানই ইহাদের সাদৃশ্য-নিরপেক্ষ। এক ইঞ্চি ঘনফল পরিমাণের একটি নল এবং উহার ধারণার উপযোগী আমার জ্ঞান এই উভয় অর্থাত্মক একটী সুস্পষ্ট সাধারণ উক্তি নাই। বাহ্য পদার্থের যেমন বৈধিক মাপ, আকার বা বর্ণ আছে, আমাদিগের প্রীতি নাম্নী মনোবৃত্তির তদ্রূপ নাই। অতএব এই দুইটী জ্ঞান অত নিরপেক্ষ পৃথক্ বস্তু; উভয়া একই বস্তুর অনুলিপি নহে। যখন আমি সমজাতীয় প্রকৃতি-মুকুরে আমার নৈতিক বা মানসীয় বৃত্তি দেখিতে পাই এবং যখন আমি কোন সম-গুণ ব্যক্তির অকৃত্রিম ভাষার তাহার হৃদয়ভাব বুঝিতে পারি এবং সঙ্গে ২ আমারটীও বুঝিয়া লই, তখন ব্যাপারটী স্বতন্ত্র প্রকার হইয়া দাঁড়ায়। সে ক্ষেত্রে উপরোক্ত ঘটনার মূলতত্ত্বই সৌসাদৃশ্য-জনিত; এস্থলে বোধহয় যেন অপরের মধ্যে আমারই একটী অনুলিপি বিরাজ করিতেছে। এই কারণে, দেখিবা মাত্রই তাহার মনোভাব বুঝিয়া ফেলিতে পারি। কিন্তু একথা সত্য যে, আমার মনোভাবই যদি বাহ্যভাবে ভাবিত হইয়া অপরের মধ্যে বিরাজ না করিত, তবে তাহার ঐ ভাবগুলি আমার নিকটে স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইত। তাহাহইলে আমি উহা চিনিতে বা উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। আমার অনুরূপ ব্যক্তির প্রত্যক্ষ-গোচর জীবন, দুইটি দিকে আলোক বিকীর্ণ করে; তাহার এবং আমার দুই হৃদয়েই অভ্যন্তর প্রকৃতি আলোকিত হয়। তাহার প্রকৃতি উহাতে সদ্যই প্রকাশিত হইয়া থাকে ও আমারটী পরোক্ষভাবে প্রকাশ পায় এবং তাহারটীরই যেন পুনরুক্তিনয়-স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। দুইটী মনের মধ্যে এইপ্রকার সহানুভাবিনী সংসক্তি দেখাযায়, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়জনক; কেননা, উহার প্রভাবে উভয়ে উভয়ের মনোভাব বিদ্যুদ্বেগে বুঝিতে পারে এবং উভয়ের সহজ সঙ্কেত উভয়ের নিকট অনায়াসেই বোধগম্য হইয়া থাকে। ঐ সঙ্কেত পূর্ব্বে শিখিয়া রাখিবার প্রয়োজন হয় না। একটী মনোভাব

যতক্ষণ পরিব্যক্ত ও কার্য্যে পরিণত না হয়, মনে হয়, ততক্ষণ বুঝি উহার কোন অর্থ-সাফল্যই নাই। কিন্তু উহা ব্যক্ত হইলেই দেখাযায় যে, উহার ব্যক্তাবস্থা সাধারণ সাধন স্বরূপ হইয়া পড়ে। তখন উহাতে পরস্পর-গৃহীত বিনিময় ত হইয়াই থাকে, তা'ছাড়া উহার প্রভাবে আমাদিগের আত্মজ্ঞানের একটা স্বতন্ত্র প্রাখর্য্য সংঘটিত হয়। সংক্ষেপতঃ আমাদিগের কৃত্রিম উপাদান-পরীক্ষা-ব্যাপারে সঙ্কেত ও সঙ্কেত-লক্ষিত বস্তুর মধ্যে আভ্যন্তর স্বজ্ঞানুভূতি ও বাহ্য ভৌতিক অভিব্যক্তির মধ্যবর্ত্তী একটা প্রভেদ অনুচিতরূপে সূচিত হইয়া পড়ে। এতদ্‌বিষয়ে গ্রীসদেশীয় ধারণাই অধিকতর সুন্দর। গ্রীকগণ মাত্র একটী শব্দে দুই দিকই বুঝাইয়া থাকেন। তাঁহাদের সে শব্দটী—"লোগস্" (Logos)। উহাতে তাঁহারা বুঝিয়া থাকেন যে, নীরব চিন্তা এবং পরিব্যক্ত শব্দ এ দুইটী জীবনের একই যান্ত্রিক ক্রিয়া এবং উহা একই কার্য্যের দুইটী বেগ-ধারা; স্বয়মুৎপন্ন প্রবৃত্তির ন্যায় উহাও সুচিন্তিত সাধন-মার্গ হইতে অবিচ্ছিন্ন; উহা একই স্বেচ্ছা-প্রসূত স্পন্দনের দুইটী বিপরীত বহির্ভাগ। সমুদয় ভাষার পক্ষে যদি ইহা সত্য হয়, তবে ভাব-ভঙ্গী ও অভিব্যক্তি-সূচক প্রাকৃতিক ভাষার পক্ষেও ইহা প্রযুক্ত হইতে পারে। কোন ব্যক্তিবিশেষের কতটুকু ধারণ-শক্তি (capacities) ও কতটুকু বা তাঁহার স্থাবা পাওনা, এবং সমাজের প্রভাব ও উপদেশ হইতেই বা আমরা কতটুকু লাভবান্ হই, এতদ্বিষয়ে আমরা কখন ২ প্রশ্ন করি ও করিতে বাধ্যও হই। উপরোক্ত বিষয় আমাদিগের স্মৃতি-গোচর করিয়া দেয় যে, ঐ প্রকার প্রশ্ন কতই অলীক! "বন্যবালক"-গণের মনস্তত্ত্বের রহস্যোদ্ভেদ করিবার উদ্দেশ্যে পালি (Paley)-প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ তাঁহাদের উদ্ভাবনী শক্তির বৃথা পরীক্ষা করিয়াছেন মাত্র। উহাদের অদ্ভুত আচরণগুলিকে আমাদিগের মৌলিক শক্তির স্বাভাবিক নিদর্শন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে তাঁহারা বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন। একজন অরণ্যবাসীকে আদৌ মানুষ বলা যায় না; সম্ভাব্যরূপে মানব হইলেও, বস্তুতঃ তাহা নহে। কেননা, মনুষ্য নাম গ্রহণ করিতে হইলে যে সমুদয় সুস্পষ্ট লক্ষণ-নিচয়ের আবশ্যক হয়, সে সমুদয় ঐ নির্জ্জন-বনবাসী দ্বিপদের নাই। সমুদ্রতলস্থিত "পিয়ানো" নামক বাদ্যযন্ত্র যেমন সংগীত নিঃসৃত হয় না, ঐ বন্য দ্বিপদেরও তদ্রূপ মনুষ্যোচিত গুণ প্রকাশ পায় না। যে অবস্থায় ঐ সকল গুণের বিকাশ হয়, বনবাসী দ্বিপদ সে অবস্থায় অবস্থিত নহে। বিশ্লেষণ-কার্য্যোদ্দেশে কখন ২ কোন ব্যক্তি বিশেষকে স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করিয়া তাহার মনোবৃত্তি ও কার্য্যাদির উল্লেখ করিবার আবশ্যক হইয়া থাকে। তখন তাহার পারিপার্শ্বিক-নিকরের দিকে লক্ষ্য করা হয় না। কিন্তু আমাদিগের এরূপ ভ্রমে পতিত হওয়া উচিত নহে যে, ঐ ব্যক্তি প্রধান অঙ্গাদি সহ আপনা আপনিই ঐরূপভাবে প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে এবং ঐরূপ আদর্শের সমষ্টিতেই সমাজ গঠিত হইয়াছে। বস্তুতঃ কোন ব্যক্তি-বিশেষ—"পরবর্ত্তীকল"। সুপক্ক কদলী যেমন

সমবেত বর্দ্ধন হইতে স্বতন্ত্র, কোন ব্যক্তি-বিশেষও তদ্রূপ স্বতন্ত্রভাবে পূর্ণতা লাভ করিয়া অপর ব্যক্তিবর্গ হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়ে। প্রথমে মনুষ্যজাতিকে একাধিক সেন্দ্রিয় জীবস্বরূপ মনে করিতে হইবে, তারপর তাহাদের পৃথক্ ২ ব্যক্তিত্ব বুঝিতে হইবে। উহাই প্রকৃতি ও বিধাতার নিয়ম। ব্যুৎক্রান্ত প্রণালীর গবেষণা হইতে আমরা যে সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি, তাহা প্রকৃতির উপরোক্ত নিয়মের দিকে লক্ষ্য করিয়াই করা উচিত। ঐ স্বতন্ত্র সত্তা সম্বন্ধীয় (Realistic) দৃশ্যে আমাদিগের কথা কিছুমাত্র অস্বীকৃত হইতেছে না। বরং উহাতে আমাদের কথার সুন্দর সমর্থন ও ব্যাখ্যাই হইতেছে। আমাদের কথা এই—আমাদিগের নৈতিক জ্ঞান আমাদের আত্ম-বিচারণা হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে। উহা কোন পূর্ব্ববর্ত্তী তত্ত্ব-বিচার অবলম্বন করিয়া নীকাভাবে আমাদিগের উপর আসিয়া পড়েনা। জীবনের রঙ্গালয়ে আমাদিগের যে অনুলিপি আমরা দেখিতে পাই, তাহা হইতেই আমাদিগের আত্ম-জ্ঞান নিঃসৃত হইয়া থাকে। ঐ আত্ম-জ্ঞানে স্বভাবতঃই আত্ম-বিচার নিহিত থাকে। এই আত্ম-বিচারই নৈতিক সংস্কারের মূল। এই আত্ম বিচার অন্যের প্রতি বাহিয়া পড়ে ; তাহার কারণ এইযে, অন্যের প্রকৃতিতেও আমাদিগের প্রকৃতির সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকে। আমার মতে নৈতিক জ্ঞানের সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা করিবার এইটীই প্রকৃত উপায়। ইহাদ্বারা প্রায় যাবতীয় পরবর্ত্তী চিন্তা ও অবরোহ-প্রণালীর অনুমান-ধারার মীমাংসা হয়। যে সকল মনীষী এই মতাবলম্বী নহেন, তাঁহারাও এতদপেক্ষা সুন্দর মতের অবতারণা করিতে সক্ষম নহেন। যাঁহারা (মৎপ্রদর্শিত) উপায়টীকে যথেষ্ট মনে করেন না, তাঁহারা উহার আলোচনা বা উহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না করিয়াই উহার প্রতি সচরাচর অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। ভিন্নমতাবলম্বীগণ উপরোক্ত মতটীকে বা উহার বিসংবাদী ভাবটীকে মৌন দ্বারা গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট হন এবং অবিলম্বেই আপন ২ সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন।!

এ কথাটী অনুধাবনীয় যে, বিচার-ক্ষমতা আমাদিগের না থাকিলেও আমাদিগের একটী আভ্যন্তরীণ জ্ঞান জন্মিতে পারে। যদি এই উৎসটী মাত্র একটি স্বতঃপ্রবৃত্তিই হইত, যদি উহাতে আমরা সম্পূর্ণরূপে ব্যাপৃত থাকিতাম এবং উহার প্রভাবে কেবলই তৎপরতার প্রতি পরিচালিত হইতে থাকিতাম, তাহা হইলে উহার গতিরোধকারী অন্তরায়ের উপর উৎক্ষিপ্ত হওয়ায় উহার বিদ্যমানতা আমরা অবগত হইতে পারিতাম। উহার প্রশ্রয় এবং রোধ এতদুভয়ের মধ্যে আমাদের একটা পার্থক্যানুভূতি হইত। আমাদিগের অবস্থাটীও ঐ কারণে ন্যূনাধিকভাবে মনোনিবেশের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িত। এতদবস্থায়ও উহা আমাদিগের বিচার্য্য হইতে পারিত না। মাত্র একটী শক্তিকে আদৌ নৈতিক বিষয় বলা যায় না। এই শক্তি কোন যান্ত্রিক-রচনার বেগগত হইয়াই কার্য্য করুক বা উহার

বহির্দেশস্থ উপরিভাগ হইতে গতি উৎপাদন করুক এতদ্ব্যতীত অন্য প্রার্থনাও নাই। নক্ষত্র-নিকর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে; এই তথ্যটী যেমন নীতি-শাস্ত্রের নিকট অজ্ঞাত, জীবিত প্রাণীর বল-বিজ্ঞানও উহার নিকট তদ্রূপ। যে অন্তর মাত্র ইতর-ব্যাবর্ত্তক স্বাভাবিক জ্ঞান দেখা যায় এবং যাহার প্রেরণায় সে এখানে-সেখানে ছুটিয়া বেড়ায়, তাহাকে উন্মত্তবৎ মনে করিতে হইবে। তাহার সম্বন্ধে সম্মতি-অসম্মতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। উহার বাহ্য তৎপরতানিচয় উহার পরিচয়পক্ষে স্বাভাবিক ভাবাস্বরূপ—উহাতে উহার আভ্যন্তরীণ ভাব ব্যক্ত হইয়া থাকে; যেমন, উচ্চৈঃস্বরে ভয় এবং উচ্চ হাসিতে উল্লাস প্রকাশ পায়। সক্রেটীসের সময় হইতে একটী কথা চলিয়া আসিতেছে যে, স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রতিভার উপযোগিতা হইতে প্রজ্ঞা প্রসূত হয় না। এই মহৎ সত্যের আর একটী দিক্ এই যে, স্বতঃ-প্রবৃত্ত কার্য্যের উত্তেজনায় চরিত্র গঠিত হয় না। সক্রেটীস্ বলিয়াছেন—"আমি তৎপরে আত্ম-জ্ঞানের হীনতা হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত কাব্যপাঠে মনোনিবেশ করিলাম। এই সকল কাব্যের অনেকগুলি শোকাবহ, অনেকগুলি তরঙ্গাবিশেষ এবং অনেকগুলি অন্যভাবের। এতচ্ছন্দোগুচ্ছে কবিগণ যে সমুদয় কাব্য বিশেষ শ্রমসহকারে লিখিয়াছেন, আমি সেইগুলিই মনোনীত করিলাম। আমি কিছু জ্ঞান লাভ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করিতে লাগিলাম যে, তাঁহাদের (ঐরূপ রচনার) উদ্দেশ্য কি? আমার প্রশ্নের যে উত্তর পাইয়াছি, তাহা তোমাদিগকে বলিতে আমি বাস্তবিকই ইতস্ততঃ করিতেছি; তথাপি, আমি বলিব। আমি বলিতে চাই যে, ঐ সকল কবি যে বিষয় অবলম্বন করিয়া রচনা করিয়াছেন, প্রায় সকল ব্যক্তিই তত্তদ্ বিষয়ে তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর সুন্দরভাবে বর্ণনা করিতে পারেন। সুতরাং অতি শীঘ্রই আমি ঐ সকল কবির অবস্থা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম। আমি বুঝিয়াছিলাম যে, উঁহারা যে বিশেষ কোন প্রজ্ঞা-বলে কবিতা রচনা করেন তাহা নহে; ভবিষ্যদ্বক্তা ও গুহ্যভাষীদিগের ন্যায় প্রকৃতিসিদ্ধ ঈশ্বর-প্রদত্ত গুণ ও ঐশ প্রত্যাদেশ-প্রভাবেই উঁহারা কাব্য রচনা করিয়া থাকেন। দেখা যায় যে, ভবিষ্যদ্বক্তা প্রভৃতিরাও অনেক সুন্দর২ (জ্ঞানগর্ভ) বিষয় বলিয়া থাকেন, অথচ সেই সকল বিষয়ের অর্থ তাঁহারা নিজেরাও অবগত নহেন। কবিগণের অনুভব কতকটা ঐপ্রকার।"—(প্লেটো, আপলজি,সক্রেটীস্, ২২ বি)। আর একটী বাক্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রতিভা, আরও দৃঢ়তাসহকারে অস্বীকৃত হইয়াছে:—"শ্রেষ্ঠ কবিগণ দৈব-জ্ঞান-প্রভাবেই উৎকৃষ্ট কাব্য লিখিয়া থাকেন; নিয়মানুগত নৈপুণ্য তাঁহাদের কিছু নাই। মধুরপদ-বিন্যাস-কারীদিগেরও তাহাই। দৈবজ্ঞানের উদয় হইলে কবি একরূপ মুগ্ধ—একরূপ আত্মহারা হইয়া উঠেন। যতক্ষণ কবি এতদবস্থাপন্ন না হইয়া উঠেন, ততক্ষণ তাঁহার কবিত্বের স্ফুরণ হয় না। ঐপ্রকার দৈবজ্ঞান ব্যতীত তাঁহার

আলোচনের উদ্ভব হয় না।”—(আইরন্ পৃঃ ২৩৩ ই)। যদি আমরা ধারণা করি যে, আমরা শক্তি প্রকাশিত হইবার যন্ত্র মাত্র স্বরূপ এবং আমাদের ইচ্ছা—নিরপেক্ষ হইয়াই শক্তির বিকাশ হইতে থাকে, তবে ঐ ধারণা, বুদ্ধি ও সৌন্দর্য্য উভয়েরই ঘোর বিরোধী হইয়া পড়ে। অতএব, আমরা কখনই স্বতঃপ্রবৃত্তির বিচার করিনা, আমরা ইচ্ছা-বৃত্তিরই বিচার করিয়া থাকি। এই প্রভেদটুকু নানা বিষয়ে অতিশয় আবশ্যকীয় হইয়া থাকে। কিন্তু আপাততঃ আমরা একটী বিষয়ে ইহার উপযোগিতা লক্ষ্য করিব। সক্রেটীশ স্থির করিয়াছেন যে, “প্রজ্ঞা (Reason) ও বিবেক (Conscience) নামক প্রশান্ত ও চক্ষুষ্মান্ (open-eyed) মনোবৃত্তিই আমাদিগের প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ গৌরব।” তাঁহার এই সিদ্ধান্ত সমীচীন কিনা, আমাদিগের তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই। কার্লাইল Cearlyle) বলেন, “প্রজ্ঞা ও বিবেকের অপেক্ষাও “অবিদিত” প্রতিভার কার্য্যাবলীই শ্রেষ্ঠ।” ইহাঁর মতের সমালোচনা করারও আমাদের আবশ্যক নাই। উহাদের আপেক্ষিক অবস্থান যাহাই হউক, প্রকৃত কথা এই যে, স্বেচ্ছাধীন অধিকারেই (Voluntary sphere) নৈতিক জীবন সম্পূর্ণরূপে অবস্থিত। ইহা ব্যতীত নৈতিক জীবনের বিদ্যমানতাই থাকেনা। ইহাতেই সক্রেটীশ ও কার্লাইলের মত-পার্থক্যের গুরুত্ব অতি সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে। কার্লাইলের মতে নৈতিক জীবনের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর অবস্থা বিদ্যমান আছে। সে অবস্থা সরলতা ও সৌন্দর্য্যের অতীত, ইহাদের প্রাধান্য সেখানে নাই। পারমার্থিক বস্তুর (Divine) সাক্ষাৎকার ঘটিলে আমাদিগের নৈতিক ভেদাভেদ পশ্চাতে পড়িয়া থাকে।

(৪) তবে স্বতঃ-প্রবৃত্তি (spontaneity) এবং ইচ্ছাবৃত্তি (volition) এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি? কারণ, অ-নৈতিক (un moral) হইতে নৈতিকাবস্থার পরিবর্ত্তন যেন এই পার্থক্যের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। অন্য প্রভেদ যতই থাকুক, একটী পার্থক্য প্রথমেই দৃষ্টিগোচর হয়। স্বতঃপ্রবৃত্ত অবস্থায় মাত্র একটী প্রবৃত্তি বর্ত্তমান থাকে; স্বেচ্ছাধীন অবস্থায়, প্রবৃত্তির সংখ্যা দুইটীর ন্যূন থাকে না। প্রথমোক্ত অবস্থায় সত্ত্বগুলি যেন অন্তঃরাল-নিঃসৃত একপ্রকার আভ্যন্তর পুরশ্চালন দ্বারা প্রতিপালিত হইতে থাকে; ঐ পুরশ্চালন-প্রভাবে একটী সজীব প্রাণী যেন একটী অদৃষ্টপূর্ব্ব শরণির উপরে সবলে বিতাড়িত হইয়া চলিতে থাকে। ঈদৃশ-শক্তি-বিন্যস্ত প্রকৃতি প্রচলিত পথের উপরে দোদুল্যমান কোন-কিছুর ন্যায় নিরুপায়ভাবে অবস্থান করে। শেষোক্ত অবস্থায় (স্বেচ্ছাধীন অবস্থায়), মনে ২ একটী উদ্দেশ্যের প্রতি নিশ্চয়ই লক্ষ্য থাকে; এবং এই উদ্দেশ্যটিকে স্বতন্ত্রভাবে আমাদিগের চিন্তার বিষয়ীভূত হইতে হইলেই অন্য কিছুর সহিত ইহার সংস্রব আবশ্যক হইয়া উঠে, নচেৎ মনের ভিতরে ইহার উদ্ভবই হইতে পারে না। মাত্র তুলনা দ্বারাই আমরা চিন্তা করিয়া থাকি। কোন

একটী বস্তু, উহার কালগত পূর্ব্ববর্ত্তী দ্রব্য হইতে কিম্বা স্থান ও সম্ভাবনাগত উহার সদৃশ বস্তু হইতে বৈসাদৃশ্যঘটিত তুলনায় পৃথগ্‌ভূত হইয়া দাঁড়ায়। তখনই আমরা উহার অনুধাবন করিয়া থাকি। নচেৎ, উহা আমাদিগের সম্মুখে টিকিতে পারে না। অতএব, উদ্দেশ্য-পক্ষে তারতম্যকরণ প্রয়োজনীয়; তারতম্য-করণার্থ একাধিকত্বও আবশ্যক। অথবা, এ বিষয়টি আর এক-ভাবে ধরা যায়—সেই ভাবটি আমাদিগের বিবেচনায় আরও স্পষ্ট। (আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে;) আমরা আভ্যন্তরীণ কার্য্যোৎসেরই বিচার করিয়া থাকি। কিন্তু সেখানে (মনে) যদি শুধু উহাই (কার্য্যোৎ-সই) বিদ্যমান থাকে, এবং উহা দ্বারাই মানসিক দৃক্‌শক্তির বিষয়ীভূত ক্ষেত্রটি যদি সম্যক্ প্রকারে পূর্ণ হইয়া যায়, তবে আমরা উহার বিচার করিব কি রূপে? বিচার মাত্রই আপেক্ষিক; উহাতে পার্থক্য পরিব্যক্ত হইয়া থাকে। কার্য্যোৎসের সঙ্গে যদি আমরা বিসদৃশ কোন-কিছু না দেখিতে পাই, তবে আমাদিগের মন ঐ উৎসকে কোন বিশেষণেই বিশেষিত করিতে পারে না। এই "বিসদৃশ কোন-কিছু" অর্থে কোন সম্ভাব্য অনুকল্প, অর্থাৎ অন্ত আর একটী কার্য্যোৎস বুঝিতে হইবে। এই উৎসে নৈতিক চক্ষুর সমক্ষে (মু:নতা-) পূরণাত্মক বর্ণের বিকাশ হওয়া চাই। এই দ্বৈতভাবটীর বিলোপ করিবার চেষ্টা কর; এই দ্বিতীয় পদার্থটিকে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর করিতে করিতে উহাকে চতুর্দ্দিকস্থ ক্ষেত্রে বিলীন করিয়া ফেল; তথাপি, এই চতুর্দ্দিকস্থ ক্ষেত্রটীও রহিয়া যাইবে—এবং বিচার্য্য-বিষয়স্বরূপ তোমার সম্মুখে অন্ততঃ তোমার মনটী থাকিবে। এই মনের দ্বিভাব পরিদৃষ্ট হইবে—একটী কার্য্যোৎসের সহিত সংযুক্ত; অপরটী উহা হইতে বিযুক্ত। অনির্দ্দিষ্টের সহিত নির্দ্দিষ্টের, অকার্য্যকরের সহিত কার্য্যকরের, পরিমিত জড়তার সহিত সজীব শক্তির একটা তুলনা তোমাকে করিতে হইবে। আমাদিগের বিচার উপ-রোক্ত প্রকার নীচ শ্রেণীতে পরিণত হইলেও তাহাকে মাত্র "শূন্য স্থানের" সহিত "ঘটনাবলীর", "অসত্যের" সহিত "সত্যের" তুলনা বলিয়া বর্ণনা করা একটা গুরুতর ভ্রম। কল্পিত প্রবৃত্তি দূর করিয়া দাও, তখন কি থাকিবে?—একটী সজীব "মন"—এই মনই ঐ প্রবৃত্তির জ্ঞাতা। ইহা একটী পরিত্যক্ত রঙ্গশালা নহে। এখানে বিকল্পিত ঘটনা প্রস্তুতই আছে। যেই তুমি একটীকে দূর করিবে, অমনি অন্য একটী আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিবে। মধ্যে মধ্যে আত্মার প্রাকৃতিক ভাষা চাপিয়া রাখিলেই যে সম্পূর্ণ নীরবতার রাজ্য প্রকটিত হইল, তাহা নহে। সে নীরবতা আত্মার মধ্যে বিরাজ করে না। যদি তুমি একটি শব্দ চাপিয়া রাখ, তবে অমনি আর একটীর উদ্ভব হইবে। বরাবরই এইরূপ হইতে থাকিবে। যদি তুমি এই উৎসের উৎপত্তি-সামগ্রী বন্ধ করিয়া দাও, তবে নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্রে উহা প্রকাশ পাইবে। মিঃ লক্ (Mr. Lock) একটী প্রবন্ধ (thesis) লিখিয়াছেন—"মনুষ্যগণ সর্ব্বদা চিন্তা করেন না"। এই প্রবন্ধে

তিনি সম্যক্‌রূপ আলোচনা করিয়াছেন কিনা, তাহা স্থির করা আমাদিগের আপাততঃ আবশ্যক নহে। মনের অনুভূতির সঙ্গে অন্যান্য ঘটনাবলীর স্মৃতি জড়িত থাকে; ঐ স্মৃতি সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিতে হইবে; কেবলমাত্র খাঁটী মনটুকুই থাকিবে। আমি মনে করি, এরূপ অবস্থা ঘটান যায় না। কিন্তু অন্ততঃ বক্ষ্যমাণ বিষয়ে অর্থাৎ যখন একটী প্রবৃত্তি অত্যন্ত বলবতী হইয়া প্রকাশিত হইবার চেষ্টা করে, তখন মাত্র অভাব প্রখ্যাপনে ও পরিত্যাগে তাহার বিকল্প সূচিত হয় না; ঐ প্রবৃত্তিটীর দমন ও নিবারণ করিতে হইলেও একটী প্রকৃত প্রতিশক্তি (counter force) আবশ্যক হয়; অন্য উপায়ে উহার বিলোপ হইতে পারে না। একটী কার্য্যোৎসের উপর আমাদিগের সম্মতি বা অসম্মতিসূচক মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইলেই আমরা ঐ উৎসকে মানসিক অবস্থাসাপেক্ষ করিয়াই চিন্তা করি। মনই ঐ উৎসের অনুকল্প। মনেই কর্ত্তার ব্যক্তিত্ব অতি সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত হয়। একজন মনীষী ব্যক্তি আত্যন্তিক যাতনায় পড়িয়াও যদি মনে করেন যে তিনি উহা ব্যক্ত করিবেন না, তবে তখনও তাঁহার শারীরিক চাঞ্চল্য দেখা যায় না। ইহাতে তাঁহার শক্তির অপলাপ বুঝিতে হইবে না। সাধারণতঃ ইহাকে বিরতি বলা যায়, কিন্তু বস্তুতঃ এটী (তাঁহার) ওজস্বিতা। তদ্রূপ, মাত্র একটী প্রবৃত্তির নিরোধে এবং এই প্রবৃত্তির অন্তরায় সত্ত্বেও মনের স্থির নিরবচ্ছিন্নতা-সংরক্ষণেও একটী প্রকৃষ্ট শক্তি প্রকাশ পায়। এই শক্তি ঐ প্রবৃত্তি অপেক্ষা কম প্রচণ্ড নহে। ইহা ঐ প্রবৃত্তিকেও শাসনে রাখে এবং উহাকে রহিত করিয়া দেয়। যে নামেই এই শক্তিকে অভিহিত করা হউক্ না কেন, ইহা প্রথমটীর (শাশুক প্রবৃত্তির) সহিত তুলনায় প্রবণতা-বিশিষ্ট দ্বিতীয়পক্ষস্বরূপ। এই শক্তির প্রকাশে আমরা নিয়ম করিতে পারি যে, নৈতিক বিচারাবস্থায় আভ্যন্তরীণ বৃত্তির একাধিকত্ব অপরিহার্য্য।

ক্রমশঃ

শ্রীহরিদাস বিদ্যাবিনোদ।

অথর্ব্ববেদ-সংহিতা।

(প্রথমকাণ্ড দ্বিতীয় অনুবাক প্রথমসূক্ত)

স্তুবানমগ্ন আ বহ যাতুধানং কিমীদিনং।
ত্বং হি দেব বন্দিতো হন্তা দস্যোর্বভূবিথ ॥১

পদযোধিনী ব্যাখ্যা। হে অগ্নে! স্তুবানং (ময়া দত্তং হবিঃ প্রশংসন্তম্, অস্মাভিঃ স্তূয়মানং বা দেবং) আবহ (আনয়) কিমীদিনং (কিম্ কিম্ ইদানীং বর্ত্তত ইতি চরন্তং জিঘাংসয়া প্রচ্ছন্নচারিণম্) যাতুধানং (রাক্ষসং) (অপসারয় ইত্যধ্যাহৃতেন সম্বন্ধঃ) (অপিচ) হে দেব! ত্বং বন্দিতঃ (নমস্কারাদিনা প্রার্থিতঃ) দস্যোঃ (উপক্ষয়কারিণো রাক্ষসাদেঃ) হন্তা (ঘাতয়িতা) হি (যস্মাৎ কারণাৎ) বভূবিথ (ভবসি) তস্মাৎ আবহ ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ।

বঙ্গানুবাদ। হে অগ্নে! আমাদিগের দ্বারা স্তূয়মান (ইন্দ্র) দেবতাকে আনয়ন করুন, কিমীদী যাতুধানগণকে অপসারিত

করুন। হে দ্যোতমান, যেহেতু আপনি বন্দিত হইয়া দস্যুগণের যাতয়িতা হন, (অতএব ইন্দ্রদেবকে আনয়ন করুন।)

টিপ্পনী। অগ্নিকর্তৃক আনীত দেব ইন্দ্রই। কারণ এই সূক্তে পরবর্তিমন্ত্রে ইন্দ্রকেই রাক্ষস-নাশক বলা হইবে। অগ্নিই দেবগণের আহ্বান-কর্তা, এইজন্য অগ্নিকেই বলা হইতেছে "ইন্দ্রদেবকে আনয়ন করুন"। যাতুধান—অর্থ রাক্ষস। রাক্ষসগণ কিমীদী অর্থাৎ "এখন কি কি (অরক্ষিত) আছে" এইরূপে তাহারা (অরক্ষিতের হিংসা করিবার ইচ্ছায় প্রচ্ছন্নভাবে) বিচরণ করে। রাক্ষসগণ অকস্মাৎ আক্রমণ করে ও বলপূর্ব্বক গোহিরণ্যাদি সম্পৎ আত্মসাৎ করিয়া পলায়ন করে বলিয়াই তাহাদিগকে "দস্যু" বলা হইয়াছে। অগ্নি এখানে দুইটি কার্য্য করিতে অনুরুদ্ধ। একটী রাক্ষসবিনাশক ইন্দ্রকে আনয়ন করা, অপরটী দস্যু রাক্ষসগণকে তাড়াইয়া দেওয়া। যাহারা অগ্নির বন্দনা করে, তাহাদের প্রার্থনায় অগ্নি এই উভয় কার্য্যই করিয়া থাকেন, ইহাই এখানকার ভাব।

আজ্যস্য পরমেষ্ঠিন্ জাতবেদস্তনূবশিন্।
অগ্নে তৌলস্য প্রাশান যাতুধানান্ বিলাপয় ॥২

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। হে পরমেষ্ঠিন্ (স্বর্গাদ্যুৎকৃষ্টস্থানবাসিন্) হে জাতবেদঃ (জাতানাং বেদিতঃ!) হে তনূবশিন্! (সকল প্রাণিশরীরাণাং জাঠরাগ্নিস্বরূপেণ বশয়িতঃ!) হে অগ্নে! তৌলস্য (ক্রূরাদিস্থিতস্য অবদীয়মানস্য বা) আজ্যস্য (ভাগমিত্যধ্যাহর্ত্তব্যং, আজ্যমিত্যর্থকং ষষ্ঠ্যন্তপদং বা) প্রাশান (অদ্ধি) (হবির্ভক্ষণেন প্রাপ্তবলঃসন্) যাতুধানান্ বিলাপয় (বিনাশয়।)

বঙ্গানুবাদ। হে পরমেষ্ঠিন্! হে জাতবেদঃ! হে তনূবশিন্! হে অগ্নে! আপনি অবদীয়মান হবির্ভাগ ভক্ষণ করুন, এবং (হবির্ভক্ষণে বলবান্ হইয়া) যাতুধানগণকে বিনাশ করুন।

টিপ্পনী। পরমেষ্ঠী অর্থ উৎকৃষ্টস্থানবাসী। অগ্নি স্বর্গাদি শ্রেষ্ঠস্থানে বাস করেন। অগ্নি জাতবেদাঃ—জাতগণের বিজ্ঞাতা। অগ্নি তনূবশী—জাঠরাগ্নিরূপে শরীর-রক্ষক। এখানে অগ্নির ত্রিমূর্ত্তির বর্ণনা করা হইয়াছে। নিরুক্তের সাহায্যে জানা যায়, অগ্নির অনেক রূপ; ইন্ধনাগ্নি, জাঠরাগ্নি ও বৈদ্যুতাগ্নি প্রভৃতি অগ্নিই। অন্যভাবে আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবিক এই ত্রিমূর্ত্তিতে অগ্নি বিরাজিত। আধিভৌতিক বিকাশ জড়জগতে সমগ্রবিশ্বে, আধ্যাত্মিক বিকাশ—চেতন রাজ্যে জীবদেহে, আর আধিদৈবিক বিকাশ স্বর্গলোকে। শরীরের পুষ্টিকান্তি জাঠরাগ্নিরই কৃপায়। উদরাগ্নির বিকৃতি ঘটিলে দেহের কান্তিনাশ ও পুষ্টিনাশ ঘটে ইহা প্রত্যক্ষ। অগ্নি পরম জ্যোতির অন্যতম বিকাশ, সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ। অগ্নি তেজোরূপে বিশ্বে বিরাজমান। হবির্ভক্ষণে অগ্নির বলবৃদ্ধি হইলে রাক্ষস-বিনাশের যোগ্যতা বৃদ্ধি পাইবে, এইরূপ ভাব।

বিলপন্তু যাতুধানা অত্রিণো যে কিমীদিনঃ।
অথেদমগ্নে নো হবিরিন্দ্রশ্চ প্রতি হর্য্যতম্ ॥৩

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। অত্রিণঃ (সর্ব্বেষাং ভক্ষকাঃ) কিমীদিনঃ (কিম্ কিম্ ইদানীং বর্ত্তত ইতি স্বপ্রবৃত্তয়ে কালান্বেষণং

দুর্দ্দম্যঃ) যে (প্রসিদ্ধাঃ) যাতুধানাঃ (সন্তি তে) বিলপন্তু (পরিদেবনং কুর্ব্বন্তু) অথ (রাক্ষস-নাশানন্তরং) হে অগ্নে! ত্বম্ ইন্দ্রঃ (পরমৈশ্বর্য্যযুক্তো দেবশ্চ) নঃ (অস্মাকম্) হবিঃ (আজ্যাদিরূপং) প্রতি (লক্ষীকৃত্য) অর্য্যাতম্ (আগচ্ছতম্, কাময়েথাম্, স্বীকুরুতম্)

বঙ্গানুবাদ। হে অগ্নে! (অগ্রে) সর্ব্ব-ভক্ষক কিমীদী প্রসিদ্ধ রাক্ষসগণ বিলাপ করুক। অনন্তর আপনি এবং ইন্দ্র উভয়ে আমাদিগের প্রদত্ত হবি লক্ষ্য করিয়া আগমন করুন (হবিঃ গ্রহণ করুন)

টিপ্পনী। পূর্ব্বমন্ত্রে অগ্নিকে হবিঃ ভক্ষণ করিয়া বলবান্ হইয়া রাক্ষসনাশ করিতে বলা হইয়াছে। এ মন্ত্রে বলা হইতেছে, অগ্নি ও ইন্দ্রের প্রবল আক্রমণে রাক্ষসগণ নিপীড়িত হইয়া যখন বিলাপ করিতে লাগিবে, তখন অগ্নি ও ইন্দ্র যেন পুনর্ব্বার হবি র্ভক্ষণ করিতে আসেন। রাক্ষসগণ সর্ব্বভক্ষক (অত্রিণঃ) তাহাদের খাদ্যাখাদ্য-বিচার নাই, তাহারা কিমীদী অর্থাৎ ছিদ্রা-ন্বেষণ করিয়া অতর্কিত আক্রমণ করে। এই বর্ণনার রাক্ষসগণের হীনতার চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। অগ্নি ও ইন্দ্রের ভক্ষ্য পবিত্র হবিঃ, আর তাঁহারা সম্মুখযুদ্ধে শত্রুকে পরাস্ত করেন, সুতরাং তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, ইহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। পরবর্ত্তিমন্ত্রে ইন্দ্রকে 'বাহুমান্' অর্থাৎ মহাভুজ—তাৎ-পর্য্যতঃ মহাবীর বলা হইবে।

অগ্নিঃ পূর্ব্ব আরভতাং প্রেন্দ্রো নুদতু বাহুমান্।
ব্রবীতু সর্ব্বো যাতুমান্ অয়মস্মীত্যেত্য ॥ ৪

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। অগ্নিঃ পূর্ব্বঃ (সর্ব্বদেবানাং পুরোগামীসন্) আরভতাং (যাতুধানান্ নিগ্রহীতুম্ উপক্রমতাম্) (তদনন্তরং) বাহুমান্ (প্রশস্ত বাহুযুক্তঃ) ইন্দ্রঃ (যাতুধানান্) প্রনুদতু (প্রেরয়তু অপসারয়তু) যাতুমান্ (ইন্দ্রেণ প্রণুদ্যমানঃ রাক্ষসাধিপতিঃ) এত্য (ইমং দেশমাগত্য) অয়মস্মি (এতন্নামকোঽহং ভবামি) ইতি ব্রবীতু (কথয়তু, আত্মানং প্রকাশ্য নির্গচ্ছতু)

বঙ্গানুবাদ। অগ্নি পুরোগামী হইয়া (রাক্ষসগণকে আক্রমণ করিতে) আরম্ভ করুন, অনন্তর বাহুমান্ ইন্দ্র (রাক্ষসগণকে) বিতাড়িত করুন। [ইন্দ্র কর্ত্তৃক তাড়িত] সকল রাক্ষসদলপতিই এইস্থানে আগমন করিয়া (নিজের নাম উচ্চারণ করিয়া) 'এই আমি' বলিয়া আত্মপ্রকাশ করুক।

টিপ্পনী। এমন্ত্রে বুঝা যাইতেছে যে, অগ্নি, ইন্দ্রের অগ্রবর্ত্তী হইয়া পথপ্রদর্শক সহায়স্বরূপে রাক্ষসনাশে প্রবৃত্ত। ইন্দ্র বাহু-মান্ অর্থাৎ সবলবাহুযুক্ত—তাৎপর্য্যতঃ মহাবীর, তিনি [প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থিত] রাক্ষসগণকে এমন তীব্রভাবে তাড়না করিতেছেন যে রাক্ষসগণ গুপ্তস্থান ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যস্থানে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নিজনাম প্রকাশ করিতেছে; রাক্ষসেরা আর লুক্কায়িত থাকিতে পারি-তেছে না। এখানকার বর্ণনায় রাক্ষসগণের যুদ্ধকুশলতা বা বীর্য্যবত্তা সূচিত হইতেছে না, বরঞ্চ দস্যুগণের ন্যায় কাপুরুষতাই প্রকটিত হইতেছে।

পশ্যাম তে বীর্য্যং জাতবেদঃ প্রণোব্রূহি যাতু-
ধানান্ নৃচক্ষঃ।
ত্বয়া সর্ব্বে পরিতপ্তাঃ পুরস্তাৎ ত আ যন্তু প্রব্রু-
বাণা উপেদম্ ॥ ৫

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। হে জাতবেদঃ, তে [তব] বীর্য্যং [সামর্থ্যং] পশ্যাম [দ্রক্ষ্যামঃ] হে নৃচক্ষঃ! [নৃন্ চষ্টে পশ্যতি ইতি নৃচক্ষাঃ, যদ্বা নৃভিঃ খ্যায়তে দৃশ্যতে উপাস্যত্বেন সাক্ষাৎক্রিয়তে ইতি নৃচক্ষাঃ] যাতুধানান্ প্রব্রূহি [প্রকথয়, যথা অস্মান্ ন বাধন্তে তথা কথয় আজ্ঞাপয় ইত্যর্থঃ] ত্বয়া [এবমাজ্ঞাপয়তা] পুরস্তাৎ [অগ্রে পূর্ব্বম্] পরিতপ্তাঃ [সমন্তাৎ দগ্ধাঃ] তে [যাতুধানাঃ] প্রব্রুবাণাঃ [স্বস্বনামাদিকং কথয়ন্তঃ প্রলপন্তো বা] ইদং [ক্রিয়মাণং কর্ম্ম] উপ আ যন্তু [সমীপমাগচ্ছন্তু, আগত্য বিনশ্যন্তু ইত্যর্থঃ]

বঙ্গানুবাদ। হে জাতবেদঃ! হে নৃচক্ষঃ! [অগ্নে!] আপনার সামর্থ্য দেখি, আপনি রাক্ষসগণকে আজ্ঞা করুন্। 'পূর্ব্বে আপনা কর্তৃক যে রাক্ষসগণ পরিতপ্ত, [এখন] যাহারা বিলাপ করিতেছে, তাহারা এই কর্ম্মস্থান-সমীপে আগমন করুক্, [আগমন করিয়া বিনষ্ট হউক্]

টিপ্পনী। এমন্ত্রে অগ্নিকে 'নৃচক্ষাঃ' বলা হইতেছে। যিনি নরগণের দ্রষ্টা তিনি নৃচক্ষাঃ। অথবা যিনি নরগণ কর্তৃক উপাসিত হন, তিনিই নৃচক্ষাঃ। তাৎপর্য্য এই যে, নরগণের অবস্থা অগ্নির অগোচর নয়, পক্ষান্তরে নরগণ অগ্নির উপাসনাও করে, সুতরাং রাক্ষসগণের দ্বারা যাহাতে নরগণের অনিষ্ট না হয়, রাক্ষসজেতা অগ্নি তাহার ব্যবস্থা করিবেন; কাজেই অগ্নির নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে যে, যাহাতে রাক্ষসগণ আমাদের অনিষ্ট না করে, সেরূপ আজ্ঞা প্রচার করুন্। আপনার চেষ্টায়ই রাক্ষসগণ পূর্ব্বে তপ্ত—পরিতপ্ত হইয়াছে, আপনার চেষ্টায়ই তাহারা বিলাপ করিতেছে, আপনার আজ্ঞায়ই তাহারা এই কর্ম্মস্থলে আগমন করুক্ এবং [ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে] বিনষ্ট হউক্। সপ্তম মন্ত্রে লক্ষ্য রাখিলে এইরূপই বুঝা যায়।

আরভস্ব জাতবেদোঽস্মাকার্থায় জজ্ঞিষে।
দূতো নো অগ্নে ভূত্বা যাতুধানান্ বিলাপয়॥ ৬

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। হে জাতবেদঃ! আরভস্ব [রাক্ষসনাশনোদ্যতকর্ম্ম কর্ত্তুমুপক্রমস্ব] অস্মাক [অস্মাকং প্রয়োজনাদিসিদ্ধ্যর্থং] অর্থায় [প্রয়োজনায়] জজ্ঞিষে [জাতবানসি] হে অগ্নে! নঃ [অস্মাকং] দূতঃ [কর্ম্মকরঃ] ভূত্বা যাতুধানান্ বিলাপয় [বিনাশয়]

বঙ্গানুবাদ। হে জাতবেদঃ! আপনি [রাক্ষসনাশক কর্ম্ম] আরম্ভ করুন। আমাদিগের প্রয়োজন-সাধনের জন্যই আপনি উৎপন্ন হইয়াছেন। হে অগ্নে! আপনি আমাদিগের দূতস্বরূপ হইয়া রাক্ষসগণের বিনাশ করুন।

টিপ্পনী। এ মন্ত্রে বলা হইতেছে—মনুষ্যগণের প্রয়োজন-সাধনের জন্যই অগ্নির আবির্ভাব। নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও মনুষ্যগণের কার্য্যকারকরূপে মনুষ্যগণের হিতার্থেই অগ্নি, রাক্ষস-নাশে ব্রতী হইবেন, সুতরাং অবিলম্বে অগ্নি রাক্ষস-বিনাশের উদ্যোগ আয়োজন করুন। অগ্নি যে মনুষ্যের কল্যাণকারক ও মনুষ্যের শত্রুগণের বিনাশক, একথা সর্ব্বপ্রকারে সত্য। রাক্ষস দস্যু প্রভৃতির বৈদিক ইষ্টি ও যজ্ঞাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেও

অগ্নির উপকারকতায় বিন্দুমাত্র সন্দিহান হওয়া যায় না।

অগ্নে যাতুধানান্ উপবদ্ধা ইহাবহ।
অথৈষামিন্দ্রো বজ্রেণাপি শীর্ষাণি বৃশ্চতু।৭

পদবোধিনী ব্যাখ্যা। হে অগ্নে! ত্বং যাতুধানান্ উপবদ্ধান্ (রজ্জ্বাদিবদ্ধহস্তপাদাদ্যবয়বান্ কৃত্বা) ইহ (অস্মিন্ দেশে) আবহ (আনয়) অথ (অনন্তরং) ইন্দ্রঃ এষাম্ (যাতুধানানাম্) শীর্ষাণি (শিরাংসি) অপি বজ্রেণ (কুলিশেন) বৃশ্চতু (ছিনত্তু)

বঙ্গানুবাদ। হে অগ্নে, আপনি রাক্ষসগণকে (রজ্জু-) বদ্ধ করিয়া এখানে আনয়ন করুন। অনন্তর ইন্দ্র, বজ্র অস্ত্রদ্বারা তাহাদের মস্তকও ছিন্ন করুন।

টিপ্পনী। অগ্নি রাক্ষসগণকে বন্দী করিতেছেন, আর ইন্দ্র তীক্ষ্ণবজ্রে তাহাদের মস্তক সকল ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল ছেদন করিতেছেন—এই চিত্র এ মন্ত্রে বিরাজমান। 'শীর্ষাণি অপি' অর্থ "মস্তকসমূহও"। ইহাতে বোধ হয়, কেবল মস্তকছেদন নয়, অঙ্গ উপাঙ্গাদির ছেদনের পরে এই উত্তমাঙ্গছেদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই বিচিত্র বধযজ্ঞের মূল কর্তা অগ্নি। অগ্নি ইন্দ্রকে ডাকিয়া আনিয়াছেন, শেষে উভয়ে মিলিয়া রাক্ষসগণের গুপ্তগৃহ বিনাশ করিয়া তাহাদিগকে প্রকাশ্যস্থানে আসিতে বাধ্য করিয়াছেন। অনন্তর অগ্নি রাক্ষসগণকে বাঁধিয়াছেন, শেষে ইন্দ্র, বজ্রাস্ত্রের আঘাতে তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতেছেন। এইখানেই এদৃশ্যের যবনিকাপাত।

প্রথমকাণ্ড দ্বিতীয় অনুবাক প্রথমসূক্ত সমাপ্ত।

শ্রী——ভারতী।

ঈশ্বরপ্রামাণ্য।

(পূর্বানুবৃত্তি।)

শিষ্য সমস্ত বিষয়েরই একটা সম্ভব অসম্ভব আছে। নিরবয়বে চেতনা—জ্ঞান কদাচ দৃষ্ট হয় না, সুতরাং তাহা কিরূপে সম্ভবপর বোধ করিব?

গুরু। কার্য্যমাত্রেই কারণ-মূলক, সৃষ্টি-কার্য্যের কারণ অবশ্যই আছে। যাহাই কারণ বলিয়া স্বীকার করনা কেন, সমস্তই সেই বিরাট পুরুষ ঈশ্বরের কলেবর জানিবে। তিনি অনন্ত মহিমার আগার। এই সাবয়ব সংসার তাঁহার কার্য্যমূর্ত্তি, নিরয়ব তাঁহার কারণমূর্ত্তি।

শিষ্য। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এ পর্য্যন্ত কেহই ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করে নাই বা কোন রূপে অনুভব করে নাই। সাধকের ধ্যেয় মূর্ত্তি কল্পিত মাত্র, সুতরাং তাদৃশ বিষয়ে কিরূপে বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে?

গুরু। ঈশ্বর সর্ব্বত্রই আছেন। সাধনাবলে জীব, তাঁহাকে অনুভব করিতে পারে। অক্ষম ব্যক্তিগণ আয়াসপূর্ব্বক নাস্তিক্যমত সংগ্রহ করে। পণ্ডিতগণ "মিথ্যাদৃষ্টিকেই" নাস্তিকতা বলিয়া গিয়াছেন। ভক্তবৃন্দ স্বীয় অন্তরে ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করেন। যোগ্য লোকই ঈশ্বরদর্শনে সমর্থ।

শিষ্য। এ পর্য্যন্ত অনির্ণীত আত্মার রূপ গুণ কেহই প্রত্যক্ষ করে নাই, সাধনে তাহার বিকাশ কিরূপে হইতে পারে বুঝিনা। দেহাতিরিক্ত চৈতন্য স্বীকার করিতে পারি, কিন্তু, দেহনাশেও যে তাহা থাকিবে, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ নাই।

নিরাশ্রয় ভাবে চৈতন্য বিদ্যমান থাকে, ইহা বিশ্বাস্য নহে।

গুরু। দার্শনিক মনস্বী পণ্ডিতগণ বিশ্ব-কার্য্যের কারণ-নির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হইয়া বিচার করিয়া দেখিয়াছেন যে, এই বিচিত্র কৌশল-পূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপ কার্য্যের কেবল জড় কারণ হইতে পারে না। জড়ের শক্তি থাকিলেও শৃঙ্খলাবিধান-শক্তি জড়ের নাই। অগ্নি ও জলের সংযোগে বাষ্প উৎপন্ন হইতে পারে এবং বাষ্পের বলে শকটাদি অন্যত্র পরিচালিত হইতে পারে, কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্টস্থানে গতির প্রসার ও নিবৃত্তির ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা জড়ের নাই। গতি ও নিবৃত্তি চেতনের জ্ঞানসহকৃত প্রযত্ন ব্যতীত হইতে পারেনা। অতএব জড় জগতের অভ্যন্তরে চেতনের বিবেক-সহকৃত প্রেরণা না থাকিলে মাত্র জড়ের সাহায্যে কদাচ জগতের শৃঙ্খলা-নির্ব্বাহ হইতে পারেনা। ক্ষিত্যাদি কার্য্য, কার্য্য জন্য, ইহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে।

শিষ্য। জড় জগতের উপর কাহারও কর্ত্তৃত্ব আছে, জগতের কেহ কারণ আছেন, ইহা বিশ্বাস্য মনে হয় না।

গুরু। জগতের সমস্ত কার্য্যই নিয়ম-পরতন্ত্র দেখা যায়। জড় নিয়মাধীন ভাবে কার্য্য করিতে অক্ষম সুতরাং নিয়ন্তারূপে অবশ্যই জগদীশ্বরের সত্তা স্বীকার করিতে হইবে।

শিষ্য। বলিতে পারি, অনুপলব্ধিবশতঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই।

গুরু। দূরত্ব, সূক্ষ্মত্ব, ইন্দ্রিয়াপটুত্ব, গুণ-শূন্যত্ব প্রভৃতি বহুবিধ কারণে অনুপলব্ধি ঘটিতে পারে। অনুপলব্ধি মাত্রই অভাবের অনুমাপক নয়। সুতরাং সহজেই কিরূপে বলাযায় যে, ঈশ্বর নাই?

শিষ্য। অনুপলব্ধি ও প্রমাণাভাব এই দুইটী থাকিলে আর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় কিরূপে?

গুরু। মহামনস্বী বিদ্বন্মণ্ডলী প্রাণান্ত গবেষণা বলে জগতের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া মতপ্রকাশ করিয়াছেন যে, অবশ্যই এই বিশাল বিশ্বের একচ্ছত্র কারণ আছেন এবং যে কারণের বলে সুনিয়মে জগৎ পরিচালিত হইতেছে, তাহা কেবল প্রকৃতি নহে। প্রকৃতির নিয়ন্তা এক পূর্ণপ্রজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিশালী চৈতন্য আছেন। তাঁহার স্বরূপ মনুষ্য-বুদ্ধির অতীত সুতরাং প্রমাণ ও তর্কের বহির্ভূত। সে তত্ত্ব নির্ণয় করিতে মনুষ্য-বুদ্ধি শ্রান্ত হইয়া পড়ে। তবে ভক্তিমার্গাবলম্বী-গণ বলেন যে, সেই পরতত্ত্ব তর্কের অবিষয় কিন্তু, বিশ্বাস করিলে তাঁহার আনন্দময় বিগ্রহ ভক্ত-হৃদয়ে প্রকাশ পায়।

শিষ্য। মনুষ্যবুদ্ধির অতীত ঈশ্বরস্বরূপ তত্ত্ব ইহা সত্য বটে, কিন্তু মনুষ্যবুদ্ধি যতটা অগ্রসর হইয়াছে, তাহার প্রভাবে যতটা জানা গিয়াছে, তাহাতে ঈশ্বর সপ্রমাণ হন্ নাই, তজ্জন্য কোন ২ দার্শনিক প্রমাণ-অভাব-নিবন্ধন "ঈশ্বর অসিদ্ধ" এরূপ কথাও বলিতে কুণ্ঠিত হননাই।

গুরু। ভারতীয় দার্শনিকবর্গ দুঃখের নিবৃত্তি ও চিরসুখ কিরূপে হইতে পারে, সাধারণতঃ ইহারই নিরূপণে বহুলপ্রয়াস পাইয়াছেন। ঈশ্বর-নিরূপণ বিষয়ে তাঁহারা

সকলে সম্যক্ প্রসঙ্গ প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং প্রসঙ্গাধীন তাঁহারা ঈশ্বর-নিরূপণ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অসম্পূর্ণ হইতে পারে। প্রধানতঃ শ্রুতিই ঈশ্বর-নিরূপণ বিষয়ে বহুল আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। শ্রুতি বা বেদবাক্যকেই ভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডলী মুখ্যপ্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। সেই শ্রুতি বা বেদই ঈশ্বরপ্রমাপক।

শিষ্য। বেদবাক্যের প্রামাণ্য মানিব কেন?

গুরু। বেদ ঈশ্বর-বাক্য বলিয়া অবশ্যই প্রমাণ।

"স এক আসীৎ" এই শ্রুতিবাক্য স্পষ্টই ঘোষণা করিতেছেন যে, সর্ব্বাগ্রে সেই এক বিরাট্ পুরুষ পরমেশ্বর বিদ্যমান ছিলেন, তখন আর অন্য প্রমাণের আবশ্যক কি?

শিষ্য। ঈশ্বর নিরূপিত হইলে পরে ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া বেদবাক্যের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইতে পারে। অন্যথা স্বীকার করা যাইবে কিরূপে?

গুরু। এখানে অনুমান করা হয় যে ক্ষিতি (পৃথিবী) সকর্ত্তৃকা অর্থাৎ কর্ত্তৃজন্যা, কেননা উহা জন্য বা কার্য্য। কার্য্যমাত্রেই সকর্ত্তৃক যথা ঘট। ঘট জন্য পদার্থ কার্য্য, উহা কর্ত্তৃজন্য। ক্ষিতিও জন্য বা কার্য্য। ক্ষিতি সকর্ত্তৃকা কিন্তু তাহার কর্ত্তৃত্ব মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব বিধায়, তৎকর্ত্তৃত্বরূপে ঈশ্বর সপ্রমাণ হইতেছেন।

শিষ্য। ঘটাদির কর্ত্তা শরীরীই দেখা যায়, অশরীরী কর্ত্তা প্রামাণসিদ্ধ নহে। বলিতে পারি, যাহা শরীরি-কর্ত্তৃ-জন্য নহে, তাহা কর্ত্তৃজন্যই নহে।

গুরু। কর্ত্তার শরীর-সম্বন্ধ অকিঞ্চিৎকর, কারণ মৃতশরীর কোনও কার্য্য করিতে পারে না। অশরীরী বায়ুর পরিচালন-কার্য্যে কর্ত্তৃত্ব দেখাযায়। বিশ্বই তাঁহার বিরাট্ দেহ। তিনি চিদ্রূপে উহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উহা চালিত করিতেছেন।

প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারিটী প্রমাণ বলিয়া খ্যাত। অন্য তিনটি প্রমাণ দুর্ব্বল, শব্দ অর্থাৎ বেদ প্রমাণই প্রবল। বেদ যখন অকুণ্ঠিতচিত্তে জগদীশ্বরের সত্তা ঘোষণা করিতেছেন, তখন আর সন্দেহে প্রয়োজন কি? আর একটি কথা—এই পৃথিবী, সৌরজগৎ জীবজগতের নিয়ম ও সৃষ্টি-কৌশল পর্য্যালোচনা করিলে নিশ্চিতই মনে উদিত হইবে যে, এই সুন্দর সৃষ্টি, সুন্দর নিয়ম কখনই জড়ের শক্তিতে সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত হয়না। প্রকৃতি মায়া ঐশী শক্তি। যদি, প্রকৃতি হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে সেও ঈশ্বর-প্রেরণায় হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বেদান্তমতে পরমাণু ও প্রকৃতি অনিত্য, এক ব্রহ্মই সৎ ও জগৎকারণ। অতএব যিনি যাহাই বলুন, এক মূলস্বরূপ ঈশ্বরকে ত্যাগ করেন নাই। কারণ কিছুই স্বতঃসিদ্ধ ভাবে কার্য্যকর হইতে পারে না। নাস্তিকতা, ক্ষুদ্রদৃষ্টির পরিচয় মাত্র। জ্ঞানীগণ কখনই ঈশ্বরের অনস্তিত্ব স্বীকার করেন না। যাঁহার সত্তায় মিথ্যাভূত জগৎ প্রপঞ্চ সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, যাঁহা হইতে দৃশ্য জগৎ উৎপন্ন ও ধ্বস্ত

হয়, যিনি সর্ব্বকারণকারণ, যিনি বাক্য-মনের অতীত, মনুষ্যবুদ্ধির অতীত, ঋষিগণের অনুভবের বিষয়, যাঁহার সত্তা-জ্ঞানে প্রমাণ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, মনীষীগণ যাঁহার অন্বেষণে অবিশ্রান্ত আয়াস স্বীকার করিতেছেন, যিনি নিত্যসিদ্ধ সনাতন, তাঁহার সম্বন্ধে তর্ক অকিঞ্চিৎকর মাত্র।

শিষ্য। "শ্রোতব্যঃ মন্তব্য," ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারায় বুঝাযায় যে, ঈশ্বর-নিরূপণে অনুমানও একটি প্রমাণ। সুতরাং তর্ক একবারে পরিহার্য্য বলা যায় কিরূপে?

গুরু। বেদাদি শাস্ত্রের অনুকূল তর্কই আবশ্যক। শুষ্ক তর্ক সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। জগৎ-কর্ত্তৃত্বরূপে ঈশ্বরের অনুমানেই বেদানুকূল তর্ক পাওয়া যায়, উহার বিরুদ্ধে পাওয়া যায়না। সুতরাং সর্ব্বজন-মান্য বেদ-বাক্য প্রধান প্রমাণ জ্ঞান করিয়া সংশয়-বুদ্ধি পরিহারপূর্ব্বক ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে বিশ্বাসবান্ হও এবং তাঁহার চরণে শরণাগত হও, নিশ্চয়ই অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সলাভ হইবে। তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীমাদানাথ কাব্যতীর্থ।



নারীচর্য্যা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

ফল-ত্যাগে ফলং দেয়ং রস-ত্যাগে চ তদ্রসঃ।
ধান্য-ত্যাগে চ তদ্ধান্যমথবা শালয়ঃ স্মৃতাঃ।
ধেনুং দদ্যাৎ প্রযত্নেন সালঙ্কারাং সকাঞ্চনাম্॥
॥৬১৯

এইরূপ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে ফল ত্যাগ করিলে ফল, যে যে রস ত্যাগ করিবেন সেই সেই রস, ধান্য ত্যাগ করিলে সেই ধান্য অথবা শালি দান করিবেন; তিনি যত্নপূর্ব্বক স্বর্ণা-লঙ্কারযুক্তা ধেনু দান করিবেন॥৬১৯

একতঃ সর্ব্বদানানি দীপদানং তথৈকতঃ।
কার্ত্তিকে দীপদানস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়-শীম্॥৬২০

একদিকে এই সমস্ত দান ও অন্যকে দীপদান; বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসে দীপদানে যে ফল হয়, অন্য সমস্ত দানে তাহার ষোড়শাংশের এক অংশও ফল হয় না॥৬২০

ইত্যাদি বিধবানাং চ নিয়মাঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তেষাং ফলমিদং রাজন্ নান্যেষাং চ কদাচন॥
[ক] ৬২১

বিধবা দিগের এই সকল নিয়ম কীর্ত্তিত হইল। (ব্যাসদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন যে) হে রাজন্! যে সকল বিধবা ঐ সকল নিয়ম পালন করেন, তাঁহাদিগেরই সেই সেই ফল হইয়া থাকে; কিন্তু অন্যের তাহা কখনই হয় না॥৬২১

যতদিন পত্নী পতিকে কামের চক্ষে দর্শন করিবেন, ততদিন সে প্রণয় স্থায়ী হইবে না। তিনি যতদিন না তাঁহার পতিকে প্রেমের চক্ষে নিরীক্ষণ না করিবেন, ততদিন তাঁহাদের প্রণয়ের স্থায়িত্বের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র! এমন স্ত্রীও দর্শন করিয়াছি যে, পতি তাঁহার পত্নীর মন ভুলাইবার জন্য তাঁহাকে অলঙ্কারে বিভূষিতা করিয়াছেন;

[ক] স্কন্দপুরাণে—ব্রহ্মখণ্ডে—ধর্ম্মারণ্য-খণ্ডে সপ্তমাধ্যায়ে।

কিন্তু সেই পতির রুগ্নশয্যায় সেই পত্নী পতির গৃহে প্রবেশ না করিয়া দ্বারে দণ্ডায়মানা হইয়া বস্ত্রাচ্ছাদিত নাসিকায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে "কেমন আছ?" সেই ব্যবহার দর্শন করিয়া পতি, পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন! হায়! নরক তুমি কোথায়? ইহা কি প্রত্যক্ষ নরকের দৃশ্য নহে? আবার এমন স্ত্রীও দর্শন করিয়াছি যে, পতি রুগ্ন শয্যায় শায়িত—অঙ্গ পচিয়া গিয়াছে—অন্য কেহ সেই দুর্গন্ধে গৃহে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না; কিন্তু সেই পতিব্রতা পত্নী অম্লান-বদনে পতির সেবা করিয়া তাঁহার পাতিব্রত্য-পুণ্য-প্রভাবে মৃত্যুর কবল হইতে পতিকে উদ্ধার করিয়াছেন! ইহা কি স্বর্গের দৃষ্টান্ত নহে? কবি শ্রীহর্ষ তজ্জন্য স্বর্গের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যেস্থানে মনের অনুরাগ থাকে তাহাই স্বর্গ,—স্বর্গ বলিয়া কোন পৃথক্ স্থান নাই।

> দৌর্গ কাচিদপবাপ্তি নিরূঢ়া
> নৈষ সা বসতি যত্র হি চিত্তম্॥
>
> নৈষধচরিতে ৫। ৫৭

কাম, বাজারের সামগ্রী, উহা পূতিগন্ধময়; কিন্তু প্রেম স্বর্গের সামগ্রী, উহা নন্দনকাননের পারিজাত পুষ্পের ন্যায় সুগন্ধপূর্ণ! তজ্জন্য পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামি মহাশয় কাম ও প্রেমের পার্থক্য প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যথা—

> কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
> লোহ কাঞ্চন যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
> শ্রীচরিতামৃতে আদিলীলা ৪ পরিচ্ছেদে।
> অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর।
> কাম অন্ধতম প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥
>
> ঐ ঐ

এইভাবে সুদূরস্থ প্রাচীন অমরকবি সেক্সপিয়ারও গাহিয়া গিয়াছেন—

> Love comforteth, like sunshine after rain;
> But lust's effect is tempest after sun:
> Love's gentle spring doth always fresh remain,
> Lust's winter comes ere summer half be done.
> Love surfeits not; lust like a glutton dies:
> Love is all truth; lust full of forged lies.
>
> Venus and Adonis.

তজ্জন্য পত্নী পতিকে কামের চক্ষে না দেখিয়া প্রেমের চক্ষে দর্শন করিবেন। পূর্ব্বে পতিকে হরিভাবে ভজনা করিতে বলিয়াছেন। পতিকে মনুষ্য না ভাবিয়া দেবতা ভাবিলেই তাঁহাকে প্রেমের চক্ষে দর্শন করিতে হয়। পতিকে দেবতা ভাবিলেই তাঁহাকে পূজা করিতে হইবে। কিরূপে স্তব করিয়া পূজা করিতে হইবে তাহাও কথিত হইতেছে—

> ওঁ নমঃ কান্তায় ভর্ত্রে চ শিরশ্চন্দ্রস্বরূপিণে।
> নমঃ শান্তায় দান্তায় সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় চ॥৬২১
> নমোব্রহ্মস্বরূপায় সতী-প্রাণপরায় চ।
> নমস্যায় চ পূজ্যায় হৃদাধারায় তে নমঃ॥৬২২
> পঞ্চপ্রাণাধিদেবায় চক্ষুষস্তারকায় চ।
> জ্ঞানাধারায় পত্নীনাং পরমানন্দরূপিণে॥৬২৩

পতির্ব্রহ্মা পতির্বিষ্ণুঃ পতিরেব মহেশ্বরঃ।
পতিশ্চ নির্গুণাধারো ব্রহ্মরূপোনমোঽস্তুতে
॥ ৬ ৪

ক্ষমস্ব ভগবন্! দোষং জ্ঞানাজ্ঞানকৃতঞ্চ যৎ।
পত্নীবন্ধো দয়াসিন্ধো দাসী-দোষং ক্ষমস্ব মে
॥ ৬২৫

(এই স্তোত্রের ভাষা অতি সরল সুতরাং অনুবাদের প্রয়োজন নাই ॥ ৬২৫
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং সৃষ্ট্যাদৌ পদ্মরা কৃতম্।
সরস্বত্যা চ ধরয়া গঙ্গয়া চ পুরা ব্রজ ॥ ৬২৬
সাবিত্র্যাচ কৃতং পূর্ব্বং ব্রহ্মণে চাপিনিত্যশঃ।
পার্ব্বত্যাচ কৃতং ভক্ত্যা কৈলাশে শঙ্করায় চ
॥ ৬২৭

মুনীনাঞ্চ সুরানাঞ্চ পত্নীভিশ্চ কৃতং পুরা।
পতিব্রতানাং সর্ব্বাসাং স্তোত্রমেতচ্ছুভাবহম্
॥৬২৮

ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং যা শৃণোতি পতিব্রতা।
নরোঽন্যো বাপি নারী বা লভতে সর্ব্ব-
বাঞ্ছিতম্ ॥৬২৯

পতিব্রতাচ স্তুত্বাচ তীর্থ-স্নান-ফলং লভেৎ।
ফলঞ্চ সর্ব্বতপসাং ব্রতানাঞ্চ ব্রজেশ্বর (খ)
॥ ৬৩০

ভগবান্ ব্রজেশ্বর নন্দ মহারাজকে কহিয়াছিলেন যে হে ব্রজেশ্বর! সৃষ্টির পূর্ব্বে লক্ষ্মী, সরস্বতী, পৃথিবী ও গঙ্গা এই মহাপুণ্যপ্রদ স্তব করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে সাবিত্রীও প্রতিদিন ব্রহ্মাকে এই স্তব করিয়াছিলেন। কৈলাসে পার্ব্বতীও শঙ্করকে ভক্তিপূর্ব্বক এইরূপে স্তব করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে মুনিগণের ও সুরগণের পত্নীগণও করিয়াছিলেন। সমুদয় পতিব্রতা রমণীগণের এই স্তব শুভ ফল প্রদান করিয়া থাকে। যে পতিব্রতা নারী বা অন্য কোন নর বা নারী এই মহাপুণ্যজনক স্তব শ্রবণ করেন তিনি সর্ব্ববাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়া থাকেন। হে ব্রজেশ্বর! পতিব্রতা নারী এই স্তব পাঠ করিয়া তীর্থ সকলের স্নান-ফল ও সমুদায় তপস্যা ও ব্রতের ফল লাভ করিয়া থাকেন। ৬২৬—৬৩০

অষ্টাদশবর্ষের হিন্দুপত্রিকার ২৮৩ পৃষ্ঠায় "নারীচর্য্যার" ১৪২ শ্লোকের পর পশ্চাল্লিখিত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হয় নাই এক্ষণ তাহা লিখিত হইতেছে—

পুরুষাণাং সহস্রঞ্চ সতী স্ত্রীচ সমুদ্ধরেৎ।
পতিঃ পতিব্রতানাঞ্চ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকাৎ
॥ ৬৩১

সতী স্ত্রী সহস্র পুরুষকে উদ্ধার করিয়া থাকেন; পতিব্রতার পতিও সর্ব্বপাতক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥৬৩১
নাস্তিতেষাং কর্ম্মভোগঃ সতীনাং ব্রততেজসা।
তয়া সার্দ্ধঞ্চ নিষ্কর্ম্মী মোদতে হরিমন্দিরে ॥৬৩২

সতীদিগের ব্রতের তেজে তাঁহাদিগের পতিগণকে কর্ম্মভোগ করিতে হয় না। সতীর পতি কর্ম্মশূন্য হইয়া তাঁহার সহিত হরিমন্দিরে আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন ॥৬৩২

পৃথিব্যাং যানিতীর্থানি সতীপাদেষু তান্যপি।
তেজশ্চ সর্ব্বদেবানাং মুনীনাঞ্চ সতীষু চ ॥৬৩৩

পৃথিবীতে যততীর্থ আছে, সেই সকল তীর্থ সতীর পদে বিদ্যমান; সমুদায় দেবতার ও মুনিগণের তেজ, সতী স্ত্রীতে বর্ত্তমান থাকে ॥৬৩৩

(খ) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ৮৩ অধ্যায়ে।

তপস্বিনাং তপঃ সর্ব্বং ব্রতিনাং যং ফলং ব্রজ দানে ফলং যদ্দাতৃণাং তৎ সর্ব্বং তাসু সন্ততম্ ॥ ৬৩৪

ভগবান্ কহিলেন, হে ব্রজেশ্বর! তপস্বীগণের সমুদায় তপস্যা, ব্রতধারীগণের যে ফল ও দাতাগণের দানে যে ফল হইয়া থাকে, ঐ সমুদায়, পতিব্রতা রমণীতে বর্ত্তমান থাকে ॥ ৬৩৪

স্বয়ং নারায়ণঃ শম্ভু বিধাতা জগতামপি।
সুরাঃ সর্ব্বেচ মুনয়ো ভীতাস্তাভ্যশ্চ সন্ততম্ ॥৬৩৫

স্বয়ং নারায়ণ, শম্ভু ও জগতের বিধাতা, দেবতাগণ এবং মুনিগণও সতী স্ত্রী হইতে ভীত হইয়া থাকেন ॥ ৬৩৫

সতীনাং পাদরজসা সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা।
পতিব্রতাং নমস্কৃত্য মুচ্যতে পাতকান্নরঃ ॥৬৩৬

সতীর পদরজ দ্বারা বসুন্ধরা সদ্যঃ পবিত্রা হইয়া থাকেন; মনুষ্যগণ পতিব্রতা নারীকে প্রণাম করিয়া পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥৬৩৬

ত্রৈলোক্যং ভস্মসাৎ কর্ত্তুং ক্ষণেনৈব পতিব্রতা।
স্বতেজসা সমর্থা সা মহাপুণ্যবতী সদা ॥৬৩৭

পতিব্রতা স্ত্রী স্বীয় তেজদ্বারা ক্ষণকাল মধ্যে ত্রৈলোক্য ভস্মসাৎ করিতে পারেন, যেহেতু তিনি সদা মহাপুণ্যবতী ॥ ৬৩৭

সতীনাঞ্চ পতিঃ সাধুঃ পুত্রোনিঃশঙ্ক এব চ।
নহি তস্য ভয়ং কিঞ্চিদ্দেবেভ্যশ্চ যমাদপি ॥৬৩৮

সতী স্ত্রীর পতিও পুণ্যবান্ এবং পুত্রও পুণ্যবান্ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; দেবতাগণ ও যম হইতেও তাঁহার কিছুমাত্র ভয় থাকেনা ॥ ৬৩৮

শতজন্ম পুণ্যবতাং গেহে জাতা পতিব্রতা।
পতিব্রতাপ্রসূঃ পূতা জীবন্মুক্তঃ পিতাতথা ॥৬৩৯

শতজন্ম পুণ্যবান্ ব্যক্তির গৃহে পতিব্রতা স্ত্রী জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন; পতিব্রতার জননী পুণ্যবতী এবং পিতাও জীবন্মুক্ত ॥৬৩৯

সতী স্ত্রী প্রাতরুত্থায় ত্যক্ত্বাচ রাত্রি-বাসসম্।
ভর্ত্তারঞ্চ নমস্কৃত্য করোতি স্তবনং মুদা ॥৬৪০
গৃহকার্য্যং ততঃ কৃত্বা স্নাত্বা ধৌতে চ বাসসী।
গৃহীত্বাশুক্লপুষ্পঞ্চ ভক্তিতঃ পূজয়েৎ পতিম্ ॥৬৪১

সতী স্ত্রী প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ও রাত্রিকালের পরিধেয় বসন ত্যাগ করিয়া, পতিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার স্তব করিবেন। তদনন্তর গৃহকার্য্য সমাপন করিয়া স্নান ও ধৌতবস্ত্র পরিধান করিয়া, শ্বেতপুষ্প লইয়া ভক্তিভাবে পতিকে পূজা করি[illegible] ৪০ ॥৬৪১

স্নাপ[illegible] পূতেন জলেন নির্ম্মলেনচ।
তদ্দত্বা ধৌতবস্ত্রং তৎপাদৌক্ষালয়েন্মুদা ॥৬৪২

পবিত্র নির্ম্মলজলে পতিকে স্নান করাইয়া, তাঁহাকে ধৌতবস্ত্র পরিধান করিতে দিয়া আনন্দিত মনে তাঁহার পদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া দিবেন ॥৬৪২

(ইহার পর ১৩১৮ সালের হিন্দু-পত্রিকার ৪৮২ পৃষ্ঠার ১৩০ হইতে ১৩৩ শ্লোক; তৎপরে পতির স্তব যাহা পূর্ব্বে লিখিত হইল "ওঁ নমঃ কান্তায়" ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ৮৩ অধ্যায়ে এইরূপ বর্ণিত আছে)

পতিব্রতা সম্বন্ধে আরও কথিত হইয়াছে—

পতিবাক্যমনাদৃত্য স্বেচ্ছয়া বর্ত্ততে তু যা।
যানারীনিরয়ে ঘোরে পতত্যাচন্দ্রতারকম্
॥৬৪৩

যে রমণী পতিবাক্যে অনাদর করিয়া স্বেচ্ছায় কার্য্য করে, যে কাল পর্য্যন্ত আকাশে চন্দ্র সূর্য্য উদিত হন, সেকাল পর্য্যন্ত ঐ নারী ঘোর নরকে বাস করিয়া থাকে।৬৪৩

ন স্বাতন্ত্র্যং তু নারীণাং নোল্লঙ্ঘ্যং পতি-
ভাষণম্।
পাতিব্রত্যেন পুণ্যেন পতিশুশ্রূষণেন চ ॥৬৪৪
স্ত্রিয়ো বিষ্ণুপদং যান্তি ন চান্যৈরপি সুব্রতৈঃ
॥৬৪৫

নারীর স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য নহে এবং পতির বাক্য উল্লঙ্ঘন করাও কর্ত্তব্য নহে; পতির ব্রত ও পতির শুশ্রূষা দ্বারা নারীগণ বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন; কিন্তু অন্য কোন সুকৃত দ্বারা তাদৃশ গতি লাভ করা যায় না।৬৪৪, ৬৪৫

পতির্ম্মাতা পতির্বিষ্ণুঃ পতির্ব্রহ্মা পতিঃ শিবঃ
পতির্গুরুঃ পতিস্তীর্থ মিতি স্ত্রীণাং বিদুর্বুধাঃ।
পতিবাক্য মপাকৃত্য যা নারী সুকৃতৈঃ পরৈঃ
॥৬৪৬
সদৈব যুজ্যতে সাপি নৈব শুদ্ধা ভবেৎ ক্বচিৎ।
পতিহীনা তু যা নারী গুরুভির্ধর্ম্মবিত্তমৈঃ।
সাকৃতজ্ঞা বিদধ্যাৎ তু ব্রতং ধর্ম্মফলপ্রদম্॥
৬৪৭

পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, পতিই নারীর সার; পতিই বিষ্ণু, পতিই ব্রহ্মা, পতিই শিব, পতিই গুরু, পতিই তীর্থ; যে নারী পতির বাক্যে অনাদর করিয়া অন্যান্য সুকৃত করে, সে কখনও শুদ্ধিলাভ করিতে পারে না; যে নারী পতিহীনা, তিনি ধর্ম্মজ্ঞ গুরুর নিকট জ্ঞান লাভ করিয়া ধর্ম্মফল-প্রদ ব্রতাদি করিলে তাঁহাকে কৃতজ্ঞা বলিয়া জানিবে।৬৪৬, ৬৪৭

পতিনা প্রেরিতা নৈব পতি-বুদ্ধি-পরায়ণা।
পতি পাদাব্জ তীর্থেন যা স্নাতা সা হরিপ্রিয়া।
সা স্নাতা সর্ব্বতীর্থেষু গঙ্গাদিষু ন সংশয়ঃ [খ]
॥৬৪৮

পতিবুদ্ধিপরায়ণা যে নারী পতি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পতিপাদপদ্মরূপ তীর্থ-জলে স্নান করেন, তিনি গঙ্গাদি সমুদায় তীর্থে স্নান করিয়া থাকেন ও তিনি হরির প্রিয়া হইয়া থাকেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।৬৪৮

পরিশিষ্ট।

পশ্চাল্লিখিত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি প্রকাশ করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। পূর্ব্বে বশিষ্ঠ সংহিতায় উক্ত হইয়াছে (১) যে স্ত্রীলোক ঋতুমতী হইলে তিন দিবস তাঁহাকে নিয়মে থাকিতে হয়, কিন্তু সে সময় দিবানিদ্রা আদি কেন দোষাবহ, তাহা বলেন নাই। ভিষক্ চূড়ামণি-সুশ্রুত তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা এই—

ঋতৌ প্রথমদিবসাৎ প্রভৃতি ব্রহ্মচারিণী দিবাস্বপ্নাঞ্জনাশ্রুপাত — স্নানানুলেপনাভ্যঙ্গ-নখ-চ্ছেদন-প্রধাবনহসন-কথনাতিশব্দশ্রবণা-বলেখনানিলায়াসান্ পরিহরেৎ। কিং

(খ) স্কন্দপুরাণে—বিষ্ণুখণ্ডে—বেঙ্কটাচলমাহাত্ম্যে ২৩ অধ্যায়ে।

(১) একবিংশ বর্ষের হিন্দুপত্রিকা ১১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কারণং? দিবা স্বপন্ত্যাঃ স্বাপশীলঃ, অঞ্জনাদন্ধঃ, রোদনাদ্ বিকৃতদৃষ্টিঃ, স্নানানুলেপনাদ্ দুঃখশীলঃ, তৈলাভ্যঙ্গাৎ কুষ্ঠী, নখাপকর্ত্তনাৎ কুনখী, প্রধাবনাচ্চঞ্চলঃ, হসনাচ্ছ্যাবদন্তৌষ্ঠতালুজিহ্বঃ, প্রলাপী চাতিকথনাৎ, অতিশব্দশ্রবণাদ্ বধিরঃ, অবলেখনাৎ খলতিঃ, মারুতায়াসসেবনাদুন্মত্তো গর্ভো ভবতীত্যেবমেতান্ পরিহরেৎ ॥

শারীরস্থানে ২ অধ্যায়ে।

ঋতুমতী স্ত্রী ঋতুর প্রথমদিন হইতে ব্রহ্মচারিণী হইবে। দিবানিদ্রা, অঞ্জন, অশ্রুপাত স্নান, অনুলেপন, অভ্যঙ্গ নখচ্ছেদন, ধাবন, অতিহসন, অতিকথন, অতিশব্দশ্রবণ, অবলেখন (চুল আঁচড়ান) বায়ুসেবন ও কষ্টকর পরিশ্রম পরিত্যাগ করিবে। তাহার কারণ কি? দিবসে নিদ্রা যাইলে সন্তান নিদ্রাশীল হয়, অঞ্জন ধারণ করিলে অন্ধ হয়, রোদন করিলে বিকৃত-দৃষ্টি হয়; স্নান ও অনুলেপন করিলে দুঃশীল হয়; তৈলাভ্যঙ্গ করিলে সন্তান কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়; নখ কাটিলে কুনখী হয়। দৌড়াইলে সন্তান চঞ্চল হয়; হাস্য করিলে সন্তানের দন্ত, ওষ্ঠ, তালু ও জিহ্বা শ্যামবর্ণ হয়; অতিভাষণ করিলে সন্তান বহুভাষী হয়; অতিশয় শব্দ করিলে সন্তান বধির হইয়া থাকে। অবলেখন করিলে সন্তানের মাথায় টাক্ হয়; এবং বায়ুসেবন ও কষ্টকর পরিশ্রম করিলে সন্তান উন্মত্ত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে মহর্ষি মনু কহিয়াছেন যে পুরুষের শুক্রাধিক্যে পুরুষ ও স্ত্রীর রক্তাধিক্যে কন্যা হইয়া থাকে; অষ্টাঙ্গহৃদয়ে শারীর স্থানের প্রথমাধ্যায়ে মহর্ষি বাগ্‌ভট তাহাই কহিয়াছেন—

অতএব চ শুক্রস্য বাহুল্যাজ্জায়তে পুমান্।
রক্তস্য স্ত্রী তয়োঃ সাম্যে ক্লীবঃ শুক্রার্ত্তবে পুনঃ ॥

কিন্তু ঐ শ্লোকের টীকাকার শ্রীমদরুণ দত্ত মহাশয় কহিয়াছেন যে দারুবাহী কহেন যে—

স্ত্রীপুংসয়োঃ সুসংযোগে যস্যাদৌ বিসৃজেৎ পুমান্।
শুক্রংততঃ পুমান্ বীরো জায়তে বলবান্ দৃঢ়ঃ ॥
অথচেৎ বনিতা পূর্ব্বং বিসৃজেদ্রক্ত-সংযুতম্।
ততোরূপান্বিতা কন্যা জায়তে দৃঢ়সংহতা ॥

অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের সংযোগে যদি অগ্রে পুরুষের শুক্রক্ষরণ হয়, তাহা হইলে বলবান্, দৃঢ় ও বীর পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু বনিতার যদি অগ্রে শোণিতক্ষরণ হয়, তাহা হইতে রূপান্বিতা, সুস্থকায়া কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

কিন্তু স্ত্রীপুরুষের সংযোগে কিরূপে যে নর-নারীর উদ্ভব হইয়া থাকে; কিরূপে যে বাল্মীকি, ব্যাস, অর্জ্জুন, খনা লীলাবতী, সক্রেটিস, নিউটন, নেপোলীয়ন্ দেবোপম সুলতান নাসরুদ্দিন মহম্মদ প্রভৃতি মানবগণ গঠিত হন ও জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা লীলাময় হরিই জানেন। সে রহস্য ভেদ করা মানবের বুদ্ধির অতীত! আমরা সেই লীলাময়ের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করিয়া ও যে সকল সীমন্তিনী এরূপ পুত্র-কন্যা গর্ভেধারণ ও প্রসব করিয়া বিশ্বপাতা নিয়ন্তার সৃষ্টি-কৌশল প্রদর্শন করান, তাঁহাদের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করিয়া এক্ষণ বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

অতীত।

এ সংসার-বনানীর ছায়,
কত সুধাগন্ধি নিরমল,
বিকাশিয়া উজল আভায়
ঝরিয়া পড়েছে,—ফুলদল!

২

কতদিন নিদাঘ-সন্ধ্যায়,
প্রকৃতির সৌন্দর্য্যআসর,
চন্দ্রিকার ধীর প্রতীক্ষায়
রঞ্জিয়াছে চারু ওষ্ঠাধর!

৩

দীপ্ত নিশীথের নিদ্রা-কূলে
নিনাদিত সুদূর-বাঁশরী,
শতদিকে শত তান তুলে,
জাগায়েছে বাসনা-লহরী!

৪

দিনান্তের উদাস সমীর,
সরসীর তরঙ্গ চঞ্চল,
ম্লানকরি' মোহন মঞ্জীর,
শুকায়েছে ফুল্ল শতদল!

৫

সৃজনের প্রথম প্রভাতে
সামচ্ছন্দে বরেণ্য ভূমান্—
ত্রিদিবের সৌরভ-সম্পাতে
উঠেছিল শুভশ্রুব-গান!

৬

ঋষিকুল সপ্তর্ষি স্মিতমুখে
দূর করি বিশ্বের বেদনা ;—
মত্ত ব্রহ্মানন্দ লভি সুখে
উদ্বোধিল চিন্ময়ী চেতনা!

৭

অকস্মাৎ উঠিল শিহরি,
শতশৃঙ্গ—হিমাদ্রি অচল!
নন্দনের কুসুমমঞ্জরী ;
বিচূর্ণিত অলক-কুন্তল!

৮

ব্যাপ্ত করি বিশ্ব চরাচর
অনাহত ওঙ্কারঝঙ্কার—
মর্ম্মরিল, মরুতমন্থর,
অতীতের ক্ষুব্ধ পারাবার!

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম

রাজনীতি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

রাজা কিরূপে প্রজা পালন করিবেন এ বিষয়ে ভীষ্মদেব, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এই—

ভীষ্ম উবাচ।

নিত্যোদ্ যুক্তেন বৈ রাজ্ঞা ভবিতব্যং যুধিষ্ঠির।
প্রশস্যতে ন রাজা হি নারীবোদ্যমবর্জ্জিতঃ॥১

ভীষ্মদেব কহিয়াছেন, যুধিষ্ঠির! রাজার সতত উদ্যমশীল হওয়া কর্ত্তব্য ; কারণ নৃপতি নারীগণের ন্যায় উদ্যম-শূন্য হইলে প্রশংসা লাভ করিতে পারেন না। ১

ভগবানুশনা চাহ শ্লোকমত্র বিশাম্পতে!
তমিহৈকমনা রাজন্! গদতস্তং নিবোধমে॥২

হে বিশাম্পতে! এই বিষয়ে ভগবান্ ভৃগুনন্দন উশনা যে শ্লোক বলিয়াছেন,

আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ২

দ্বাবিমৌ গ্রসতে ভূমিঃ সর্পো বিলশয়ানিব।
রাজানং চাবিরোদ্ধারং ব্রাহ্মণং চাপ্রবাসিনম্॥ ৩

যেরূপ সর্প, বিলবাসী মূষিক প্রভৃতিকে গ্রাস করে, সেইরূপ ভূমি, অবিরোধী রাজা এবং বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য বিদেশে গমন করেন নাই তাদৃশ ব্রাহ্মণকে গ্রাস করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাদৃশ রাজা এবং ব্রাহ্মণ শীঘ্রই নষ্ট হইয়া থাকেন। ৩

তদেতন্নরশার্দ্দূল! হৃদি ত্বং কর্ত্তুমর্হসি।
সন্ধেয়ানপি সন্ধৎস্ব বিরোধ্যাংশ্চ বিরোধয়॥ ৪

তজ্জন্য হে নরশার্দ্দূল! আমার এই উপদেশ মনে রাখিবে যে, যাহাদিগের সহিত সন্ধি করা কর্ত্তব্য তাহাদের সহিত সন্ধি করিবে এবং যাহাদিগের সহিত বিরোধ করা কর্ত্তব্য তাহাদিগের সহিত বিরোধ করিবে। ৪

সপ্তাঙ্গস্য চ রাজ্যস্য বিপরীতং য আচরেৎ।
গুরুর্ব্বা যদি বা মিত্রং প্রতিহন্তব্য এব সঃ॥ ৫

যে ব্যক্তি রাজা, মন্ত্রী, সুহৃৎ, দেশ, দুর্গ ও সৈন্য এই সপ্তাঙ্গ রাজ্যের কিম্বা ইহার কোন অঙ্গের প্রতিকূল আচরণ করিবে, সে মিত্র কিম্বা গুরু হইলেও তাহাকে বিনাশ করিবে। ৫

মরুত্তেন হি রাজ্ঞা বৈ গীতঃ শ্লোকঃ পুরাতনঃ।
রাজাধিকারে রাজেন্দ্র! বৃহস্পতি মতে পুরা॥ ৬

হে রাজেন্দ্র! এই বিষয়ে পূর্ব্বে বৃহস্পতি মতানুসারে মরুত্ত রাজা রাজগণের কর্ত্তব্য কর্ম্মবিষয়ে যে প্রাচীন শ্লোক কহিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ কর। ৬

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথ-প্রতিপন্নস্য দণ্ডোভবতি শাশ্বতঃ॥ ৭

গুরু কার্য্যাকার্য্য-বিবেকশূন্য, গর্ব্বিত ও কুপথগামী হইলে তাঁহারও দণ্ড বিধান অবিধেয় নহে। ৭

বাহোঃ পুত্রেণ রাজ্ঞাচ সগরেণ চ ধীমতা।
অসমঞ্জাঃ সুতো জ্যেষ্ঠস্ত্যক্তঃ পৌরহিতৈষিণা॥ ৮

অসমঞ্জাঃ সরয্বাং স পৌরাণাং বালকানপ।
অমজ্জয়দতঃ পিত্রা নির্ভৎস্য স বিবাসিতঃ॥ ৯

পূর্ব্বে সগর-পুত্র অসমঞ্জা পুরবাসিগণের বালকগণকে সরযূ নদীতে নিমজ্জিত করিত, তজ্জন্য তাহার পিতা বাহু-পুত্রধীমান্ নৃপতি সগর, পুরবাসীগণের হিতসাধন-বাসনায় সেই জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জাকেও ভৎসনা-করণানন্তর নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। ৮। ৯

ঋষিণোদ্দালকেনাপি শ্বেতকেতুর্মহাতপাঃ।
মিথ্যা বিপ্রানুপচরন্ সন্ত্যক্তো দয়িতঃ সুতঃ॥ ১০

মহর্ষি উদ্দালকও মহাতপা প্রিয়পুত্র শ্বেতকেতুকে ব্রাহ্মণগণের সহিত মিথ্যা ব্যবহার করিতে দেখিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ১০

লোকরঞ্জনমেবাত্র রাজ্ঞাং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
সত্যস্য রক্ষণং চৈব ব্যবহারস্য চার্জ্জবম্॥ ১১

তজ্জন্য সতত লোকরঞ্জন কার্য্যে নিযুক্ত থাকা, সত্যের রক্ষা এবং প্রজা সকলের সহিত সদ্ব্যবহার করাই রাজার সনাতন ধর্ম্ম। ১১

নহিংস্যাৎ পরবিত্তানি দেয়ং কালে চ দাপয়েৎ।
বিক্রান্তঃ সত্যবাক্ ক্ষান্তো নৃপোনচলতে পথঃ॥ ১২

পরধনে লোভ প্রকাশকরা রাজার কর্ত্তব্য নহে; ভৃত্যগণকে যথা সময়ে বেতন প্রদান করা কর্ত্তব্য। রাজা সত্যবাদী, ক্ষমাশীল এবং বিক্রম-সম্পন্ন হইলে নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে বিচলিত হননা॥১২

আত্মবাংশ্চ জিতক্রোধঃ শাস্ত্রার্থ কৃতনিশ্চয়ঃ।
ধর্ম্মেচার্থে চ কামেচ মোক্ষেচ সততং রতঃ॥১৩

ত্রয্যাং সংবৃতমন্ত্রশ্চ রাজা ভবিতু মর্হতি।
বৃজিনং চ নরেন্দ্রাণাং মন্ত্রচ্ছারক্ষণাৎ পরম্॥১৪

যিনি ক্রোধ ও মনোবৃত্তি সকলকে বশীভূত করিয়াছেন, শাস্ত্রোক্ত বাক্য সকলে যাঁহার অবিশ্বাস নাই; যিনি সতত ধর্ম্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গে রত এবং যাঁহার মন্ত্রণা সকল অপরের শ্রুতিগোচর হয়না, তাদৃশ ত্রিবিধ-শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিই রাজা হইবার যোগ্য। সাধারণের নিকট মন্ত্রণা সকল প্রকাশ হওয়া অপেক্ষা নৃপতিগণের আর সঙ্কট কিছুই নাই॥ ৩।১৪

চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য ধর্ম্মাশ্চ রক্ষিতব্যা মহীক্ষিতা।
ধর্ম্মসঙ্কররক্ষাচ রাজ্ঞাং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥১৫

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই বর্ণ চতুষ্টয়ের ধর্ম্ম সকল রক্ষা করা নৃপতির কর্ত্তব্য, কারণ ধর্ম্ম-সঙ্কর হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করাই নৃপতির সনাতন ধর্ম্ম।১৫

ন বিশ্বসেচ্চ নৃপতির্ন চাত্যর্থং চ বিশ্বসেৎ।
ষাড়্‌গুণ্যগুণদোষাংশ্চ নিত্যং বুদ্ধ্যাবলোকয়েৎ॥১৬

নৃপতি সকল লোককে বিশ্বাস না করিয়া কেবলমাত্র স্বজনগণকে বিশ্বাস করিবেন; কিন্তু তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবেন না। তিনি নিজবুদ্ধিদ্বারা ষাড়্‌গুণ্য অর্থাৎ বলশালীর সহিত সন্ধি, তুল্যবলের সহিত যুদ্ধ, দুর্ব্বলের দুর্গাদি আক্রমণ এবং নিজে দুর্ব্বল হইলে নিজদুর্গে আশ্রয়-গ্রহণ ইত্যাদি রাজনীতি সকলের পরিণাম-ফল ভূত জয় ও পরাজয় রূপ গুণ ও দোষ বিবেচনা করিবেন।১৬

দ্বিট্‌ছিদ্রদর্শী নৃপতি নিত্যমেব প্রশস্যতে।
ত্রিবর্গে বিদিতার্থশ্চ যুক্তচারোপধিশ্চ যঃ॥১৭

নৃপতিগণ আপন ছিদ্র গোপন করিয়া শত্রুগণের ছিদ্র সকল অবলোকন করিবেন; তিনি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের যথার্থতত্ত্ব অবগত হইবেন এবং যথাস্থানে চর-নিয়োগ ও শত্রুপক্ষীয় অমাত্যগণকে উৎকোচাদি প্রদান করিয়া তাহাদের মধ্যে ভেদ জন্মাইবেন; তাহাহইলে তিনি সকলের নিকট প্রশংসা লাভ করিবেন। ১৭

কোষস্যোপার্জ্জনরতি র্যম-বৈশ্রবণোপমঃ।
বেত্তাচ দশবর্গস্য স্থানবৃদ্ধিক্ষয়াত্মনঃ॥ ১৮

তিনি যমের ন্যায় প্রতাপশালী ও সঞ্চি-চায়ক ও কুবেরের ন্যায় কোষসঞ্চয়ে রত হইবেন; তিনি নিজের অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ ও দণ্ড এই পঞ্চ প্রকৃতি ও অন্যের পঞ্চ প্রকৃতি এই দশ বর্গের স্থিতি, বৃদ্ধি ও ক্ষয় সম্বন্ধে গুণ-দোষের নির্ণয় করিবেন। ১৮

অভৃতানাং ভবেদ্ভর্ত্তা ভৃতানামন্ববেক্ষকঃ।
নৃপতিঃ সুমুখশ্চ স্যাৎ স্মিত-পূর্ব্বাভিভাষিতা॥১৯

উপাসিতাচ বৃদ্ধানাং জিততন্দ্রিরলোলুপঃ।
সতাং বৃত্তে স্থিতমতিঃ সন্তোষ্য-শ্চারুদর্শনঃ॥২০

অভুক্তগণের ভোজনদাতা, ভুক্তগণের তত্ত্বাবধায়ক, প্রসন্নমুখ, নৃপতি সহাস্যে কথা কহিবেন; তিনি বৃদ্ধগণের উপাসক, আলস্য শূন্য ও লোভহীন হইবেন; তিনি সাধুর আচরিত পথে বিচরণ করিবেন; সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্ত হইবেন ও চারুদৃষ্টি হইবেন। ১৯।২০

ন চাদদীত বিত্তানি সতাং হস্তাৎ কদাচন।
অসদ্ভ্যশ্চ সমাদদ্যাৎ সদ্ভ্যস্তু প্রতিপাদয়েৎ॥২১

তিনি কখনও সাধুগণের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিবেন না বরং তিনি অসাধুগণের নিকট হইতে ধনগ্রহণ করিয়া সাধুগণকে প্রদান করিবেন। ২১

স্বয়ং প্রহর্ত্তা দাতাচ বশ্যাত্মা রম্যসাধনঃ।
কালে দাতাচ ভোক্তাচ শুদ্ধাচারস্তথৈব চ॥২২

তিনি স্বয়ং সমরকুশল, দাতা, জিতেন্দ্রিয়, মনোহর-ভূষণধারী, হইবেন; তিনি যথাকালে দান ও ভোজন করিবেন এবং শুদ্ধাচারী হইবেন। ২২

শূরান্ ভক্তানসংহার্য্যান্ কুলেজাতানরোগিণঃ।
শিষ্টান্ শিষ্টাভিসম্বন্ধান্ মানিনোহনবমানিনঃ
॥ ২৩

বিদ্যাবিদো লোকবিদঃ পরলোকান্ববেক্ষকান্।
ধর্ম্মে চ নিরতান্ সাধূনচলানচলানিব॥ ২৪

সহায়ান্ সততং কুর্য্যাদ্রাজা ভূতিপরিচ্ছদঃ।
তৈশ্চতুল্যো ভবেদ্ ভোগৈঃ ছত্রমাত্রাজ্ঞয়াধিকঃ॥ ২৫

ঐশ্বর্য্যাভিলাষী নৃপতি যে ব্যক্তি শূর, প্রভুভক্ত, অন্যের দ্বারা প্রতারিত হন না, সৎকুলজাত, অরোগী, শিষ্ট, শিষ্টপরিবার, মানী, অন্যের অবমাননা করেন না, বিদ্বান্ লোকসকলের চরিত্রজ্ঞ, পরলোকদর্শী, ধর্ম্মে রত, অচলের ন্যায় অচল, সাধুলোক সকলকে সহায় করিয়া তাহাদের সহিত সমান ভাবে বিষয়াদি ভোগ করিবেন, কেবল মাত্র ছত্র এবং আজ্ঞা প্রদান করাই তাঁহার অধিক থাকিবে। ২৩।২৪।২৫

প্রত্যক্ষাচ পরোক্ষাচ বৃত্তিশ্চাস্য ভবেৎ সমা।
এবং কুর্ব্বন্নরেন্দ্রোহপি ন খেদমিহ বিন্দতি
॥ ২৬

নৃপতি, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এই উভয়বিধবৃত্তি সমভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কখনই দুঃখভাগী হন না। ২৬

সর্ব্বাভিশঙ্কী নৃপতিঃ যশ্চ সর্ব্বহরো ভবেৎ।
সক্ষিপ্রমনৃজুর্লুব্ধঃ স্বজনেনৈব বধ্যতে॥ ২৭

যে নৃপতি কাহাকেও বিশ্বাস না করেন তিনি লোভপরবশ এবং অন্যের প্রতি মিথ্যাদোষ আরোপ করিয়া অন্যের সর্ব্বস্ব হরণ করেন, তাঁহার আত্মীয়গণই অচিরকাল মধ্যে তাঁহাকে বিনাশ করিয়া থাকে। ২৭

শুচিস্তু পৃথিবীপালো লোকচিত্তগ্রহেরতঃ।
নপতত্যরিভির্গ্রস্তঃ পতিতশ্চাবতিষ্ঠতে॥ ২৮

যে বিশুদ্ধস্বভাব পৃথিবীপাল সতত প্রকৃতিপুঞ্জের চিত্তরঞ্জনে অনুরক্ত থাকেন, তিনি কখনও শত্রুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া স্থান-ভ্রষ্ট হন না, হইলেও তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হন। ২৮

অক্রোধনোহপ্যব্যসনী মৃদুদণ্ডো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
রাজাভবতি ভূতানাং বিশ্বাস্যোহিমবানিব॥
২৯

যদি রাজা ক্রোধশূন্য, মৃগয়াদি ব্যসনশূন্য, মৃদুদণ্ড ও জিতেন্দ্রিয় হন, তাহা হইলে তিনি হিমাচলসদৃশ সর্ব্বজীবের বিশ্বাসভাজন হইয়া থাকেন। ২৯

প্রাজ্ঞস্ত্যাগগুণোপেতঃ পররন্ধ্রেষু তৎপরঃ।
সুদর্শঃ সর্ববর্ণানাং নয়াপনয়বিৎ তথা ॥ ৩০
ক্ষিপ্রকারী জিতক্রোধঃ সুপ্রসাদো মহামনাঃ।
অরোষপ্রকৃতির্যুক্তঃ ক্রিয়াবানবিকত্থনঃ ॥৩১
আরব্ধান্যেব কার্য্যাণি সুপর্য্যবসিতানি চ।
যস্য রাজ্ঞঃ প্রদৃশ্যন্তে স রাজা রাজসত্তমঃ ॥৩২

যে নৃপতি প্রাজ্ঞ, দানশীল, পরচ্ছিদ্রানুসন্ধায়ী, সৌম্যমূর্ত্তি, সর্ববর্ণ প্রজাগণের নয়াপনয়বিৎ, ক্ষিপ্রকারী, জিতক্রোধ, নিরন্ত সুপ্রসন্ন, মনস্বী, অক্রোধপ্রকৃতিযুক্ত, যোগাভ্যাসরত, আত্মশ্লাঘা-রহিত ও যাঁহার আরব্ধ কার্য্য সকল নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হইতে দেখা যায়, তিনিই "রাজসত্তম" বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। ৩০। ৩১। ৩২

পুত্রা ইব পিতুর্গেহে বিষয়ে যস্য মানবাঃ।
নির্ভয়া বিচরিষ্যন্তি স রাজা রাজসত্তমঃ ॥৩৩

পুত্রগণ যেরূপ পিতৃগৃহে বাস করে, তদ্রূপ যাঁহার রাজ্য মধ্যে মানবগণ নির্ভয় চিত্তে বিচরণ করে সেই ভূপতি "রাজসত্তম" বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। ৩৩

অগূঢ়বিভবা যস্য পৌরা রাষ্ট্রনিবাসিনঃ।
নয়াপনয়বেত্তারঃ স রাজা রাজসত্তমঃ ॥৩৪

যাঁহার পুরবাসীগণ সকলেই বিত্তশালী ও নয়াপনয়বেত্তা, তিনিই রাজসত্তম বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। ৩৪

স্বকর্ম্মনিরতা যস্য জনা বিষয়বাসিনঃ।
অসঙ্ঘাতরতা দান্তাঃ পাল্যমানা যথাবিধি ॥৩৫
বশ্যা নেয়া বিধেয়াশ্চ ন চ সঙ্ঘর্ষশালিনঃ।
বিষয়ে দানরুচয়ো নরা যস্য স পার্থিবঃ ॥৩৬

যাঁহার প্রজাগণ স্বকর্ম্ম-নিরত, বিষয়বাসী, ধর্ম্মশীল, দান্ত, যথাবিধি পালিত, বশীভূত, নীতিনিপুণ, রাজাজ্ঞা-প্রতিপালক, অপরাজিতবশীল এবং উপযুক্ত বিষয়ে দানরত তিনিই পৃথিবীপতি বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। ৩৫। ৩৬

ন যস্য কূটং কপটং ন মায়া নচ মৎসরঃ।
বিষয়ে ভূমিপালস্য তস্য ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥৩৭

যে রাজার রাজ্যে কূট, কপট, মায়া ও মৎসর নাই, তিনিই সনাতন ধর্ম্মপালন জন্য ফলভোগ করিয়া থাকেন। ৩৭

যঃ সৎকরোতি জ্ঞানানি জ্ঞেয়ে পরহিতে রতঃ।
সতাং বর্ত্মানুগস্ত্যাগী স রাজা রাজ্যমর্হতি ॥৩৮

যিনি জ্ঞানবান্ পণ্ডিতগণকে সৎকার করেন এবং শাস্ত্রার্থানুশীলন ও পুরবাসিগণের হিতসাধনে রত থাকেন, তাদৃশ সন্মার্গবর্ত্তী ও দানশীল নৃপতি রাজত্ব পাইবার যোগ্য। ৩৮

যস্য চারাশ্চ মন্ত্রাশ্চ নিত্যাশ্চৈব কৃতাকৃতাঃ।
ন জ্ঞায়ন্তে হি রিপুভিঃ স রাজা রাজ্যমর্হতি ॥ ৩৯

শত্রুগণ যাঁহার চারগণকে অপ্রেরিত এবং মন্ত্রণা সকলকে অকৃতের ন্যায় অবগত হইতে না পারে, সেই রাজাই রাজত্বলাভ করিবার যোগ্য। ৩৯

শ্লোকশ্চায়ং পুরাগীতো ভার্গবেণ মহাত্মনা।
আখ্যানে রামচরিতে নৃপতিং প্রতি ভারত ॥ ৪০
রাজানং প্রথমং বিন্দেৎ ততো ভার্য্যাং ততো ধনম্।
রাজন্যসতি লোকস্য কুতো ভার্য্যা কুতো ধনম্ ॥ ৪১
তদ্রাজ্যে রাজকামানাং নান্যো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
ঋতে রক্ষাং বিস্পষ্টাং রক্ষা লোকস্য ধারিণী ॥ ৪২

হে ভারত! মহাত্মা ভৃগুনন্দন শুক্র রামচরিত-কথন-কালে নৃপতির প্রতি এই শ্লোকটি কহিয়াছিলেন, "প্রজাগণ রাজাকেই প্রথমে রক্ষা করিবে, তদনন্তর ভার্য্যা ও তৎপরে ধন রক্ষা করিবে; কারণ রাজা না থাকিলে তাহাদের ভার্য্যাই বা কোথায় এবং ধনই বা কোথায় থাকিবে? সুতরাং লোকসকলকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা ভিন্ন রাজার্থী ভূপতির আর অন্য সনাতন ধর্ম্ম নাই। কারণ, রক্ষাই প্রজাবর্গের মূল"। ৪০। ৪১ ৪২

শ্রীমহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্ম্মপর্ব্বণি।

রাজেন্দ্র! রাজধর্ম্ম-প্রস্তাবে প্রাচেতস মনু যে দুইটি শ্লোক উদাহরণ স্বরূপে কহিয়াছিলেন, সেই দুইটি তোমার নিকট বলিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। "সমুদ্র, অবক্তা আচার্য্য, অধ্যয়নবিহীন ঋত্বিক্, অরক্ষক রাজা, অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যা, গ্রামাভিলাষী গোপাল ও বনবাসাভিলাষী নাপিত এই ছয় ব্যক্তিকে অর্ণবমধ্যগত ভগ্ন নৌকার ন্যায় পরিত্যাগ করিবে।"

ভীষ্মদেব পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন—
এতদ্ধি রাজধর্ম্মাণাং নবনীতং যুধিষ্ঠির।
বৃহস্পতির্হি ভগবান্ নান্যং ধর্ম্মং প্রশংসতি ॥১

ইতি শ্রীমহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্ম্মপর্ব্বণি।

ভীষ্মদেব কহিয়াছিলেন, যুধিষ্ঠির! দুগ্ধের নবনীত সদৃশ প্রজারক্ষাই রাজধর্ম্মের সার; ভগবান্ বৃহস্পতি ইহা ভিন্ন অপর কোন ধর্ম্মকেই প্রশংসা করেননা॥১

বিশালাক্ষশ্চ ভগবান্ কাব্যশ্চৈব মহাতপাঃ।
সহস্রাক্ষো মহেন্দ্রশ্চ তথা প্রাচেতসো মনুঃ ॥২
ভরদ্বাজশ্চ ভগবাংস্তথা গৌরশিরা মুনিঃ।
রাজশাস্ত্রপ্রণেতারো ব্রহ্মণ্যা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥৩
রক্ষামেব প্রশংসন্তি ধর্ম্মং ধর্ম্মভৃতাম্বর।
রাজ্ঞাং রাজীবতাম্রাক্ষ সাধনং চাত্র মে শৃণু ॥৪

হে ধার্ম্মিকপ্রবর! ভগবান্ বিশালাক্ষ, মহাতেজা শুক্র, সহস্রাক্ষ ইন্দ্র, প্রচেতার পুত্র মনু, ভগবান ভরদ্বাজ ও গৌর শিরো-মুনি এই ধার্ম্মিকপ্রবর রাজধর্ম্মপ্রণেতা ব্রহ্মবাদিগণ লোক-রক্ষারূপ ধর্ম্মকেই প্রশংসা করিয়া থাকেন; হে কমললোচন যুধিষ্ঠির! এক্ষণে লোকরক্ষাবিষয়ক যুক্তিসকল শ্রবণ কর। ২। ৩। ৪।

চারশ্চ প্রণিধিশ্চৈব কালেদানমমৎসরাৎ।
যুক্ত্যাদানং ন চাদানমযোগেন যুধিষ্ঠির ॥৫
সতাং সংগ্রহণং শৌর্য্যং দাক্ষ্যং সত্যং প্রজাহিতম্।
অনার্জ্জবৈরার্জ্জবৈশ্চ শত্রুপক্ষস্য ভেদনম্ ॥৬
কেতনানাঞ্চ জীর্ণানামবেক্ষা চৈব সীদতাম্।
দ্বিবিধস্য চ দণ্ডস্য প্রয়োগঃ কালচোদিতঃ ॥৭
সাধূনামপরিত্যাগঃ কুলীনানাঞ্চ ধারণম্।
নিচয়শ্চ নিচেয়ানাং সেবা বুদ্ধি-মতামপি ॥৮
বলানাং হর্ষণং নিত্যং প্রজানামন্ববেক্ষণম্।
কার্য্যেষ্বখেদঃ কোষস্য তথৈব চ বিবর্দ্ধনম্ ॥৯
পুরগুপ্তিরবিশ্বাসঃ পৌর-সঙ্ঘাতভেদনম্।
অরিমধ্যস্থমিত্রাণাং যথাবচ্চান্ববেক্ষণম্ ॥ ১০
উপজাপশ্চ ভৃত্যানামাত্মনঃ পুরদর্শনম্।
অবিশ্বাসঃ স্বয়ঞ্চৈব পরস্যাশ্বাসনং তথা ॥১১
নীতিধর্ম্মানুসরণং নিত্যমুত্থানমেব চ।
রিপূণামনবজ্ঞানং নিত্যং চানার্য্য-বর্জ্জনম্ ॥১২

যথানিয়মে চার-নিয়োগ ও দূত-প্রেরণ, সময়ানুসারে দান, মৎসরবিহীন জনগণের নিকট হইতে সদ্‌যুক্তিগ্রহণ, ভৃত্যগণের বেতনদান, অসদুপায় অবলম্বন দ্বারা কর-সংগ্রহ না করা, সাধুলোক সকল সংগ্রহ করা, সময়ানুরূপ শৌর্য্য ও কার্য্যদক্ষতা প্রকাশ এবং প্রজাগণের হিত-সাধনে চেষ্টা করা, সত্যবাদী হওয়া, সরল অথবা কুটিল উপায় অবলম্বন করিয়া শত্রুপক্ষগণের পরস্পর ভেদ জন্মাইয়া দেওয়া, জীর্ণ এবং ভগ্নোন্মুখ গৃহসকলের পর্য্যবেক্ষণ, শারীর এবং অর্থ এই উভয়বিধ দণ্ডের সময়ানুরূপ প্রয়োগ, সাধু এবং সৎকুল হইতে উদ্ভূত ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগ না করিয়া কার্য্য-বিশেষে নিযুক্ত করা, ধান্যাদি যাহা কিছু সংগ্রহকরা কর্ত্তব্য তাহাদিগকে সংগ্রহকরা, বুদ্ধিমান্‌ব্যক্তিগণের সেবা, সৈন্যগণের উৎসাহবর্দ্ধন, সতত প্রজাগণের অবস্থা-পর্য্যবেক্ষণ, কোষবর্দ্ধন ও কার্য্যকালে তাহার রিক্ততা প্রদর্শন না করা, প্রহরী-গণের উপর বিশ্বাস না করিয়া স্বয়ং স্বপুর-পর্য্যবেক্ষণ, অপরের দ্বারা পুরবাসিগণের এবং ভৃত্যগণের পরস্পর ভেদ জন্মাইয়া দেওয়া, প্রচ্ছন্নভাবে শত্রুগণের নিকট স্থিত মিত্রগণের যথাবৎ তত্ত্বাবধারণ, স্বয়ং অন্তঃপুর-পর্য্যবেক্ষণ, ভৃত্যগণকে অবিশ্বাস, অন্যকে আশ্বাসপ্রদান, নীতিমার্গের অনুসরণ, সতত উদ্‌যোগী হওয়া, শত্রুগণকে অবজ্ঞা না করা, হীনকর্ম্ম পরিবর্জ্জন করা নৃপতিগণের কর্ত্তব্য। ৫—১২।

উত্থানং হি নরেন্দ্রাণং বৃহস্পতিরভাবত।
রাজধর্ম্মস্য তন্মূলং শ্লোকাংশ্চাত্র নিবোধমে॥১৩

নৃপতিগণের উদ্‌যোগকেই বৃহস্পতি রাজ-ধর্ম্মের মূল বলিয়া কহিয়াছেন; এ বিষয়ে যে একটি শ্লোক আছে তাহা শ্রবণ কর।১৩

উত্থানেনামৃতং লব্ধমুত্থানেনাসুরা হতাঃ।
উত্থানেন মহেন্দ্রেণ শ্রৈষ্ঠ্যং প্রাপ্তং দিবীহ চ॥১৪

দেবগণ উদ্‌যোগ দ্বারা অমৃতলাভ এবং অসুরগণকে নিহত করিয়াছিলেন; ইন্দ্র স্বীয় উদ্‌যোগেই ত্রিলোক মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন॥ ১৪

উত্থানবীরঃ পুরুষো বাগ্‌বীরানধিতিষ্ঠতি।
উত্থানবীরান্ বাগ্‌বীরা রময়ন্ত উপাসতে॥১৫

উদ্‌যোগী পুরুষ পণ্ডিতগণের উপর আধিপত্য করেন এবং পণ্ডিতগণ স্তবাদি দ্বারা তাঁহার প্রসন্নতা সাধন করত তাঁহাকে উপাসনা করিয়া থাকেন ১৫

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

সংবাদ ও মন্তব্য।

ম্যালেরিয়ার কথা। সরকারী হিসাবে জানা যায়, ভারতবর্ষে মাত্র ম্যালেরিয়ার প্রবল ঝটিকায় প্রতিবর্ষে গড়ে ১০লক্ষ নরনারীর জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়। বঙ্গে বিশেষতঃ 'যশোহরে' ম্যালেরিয়ার লীলাতাণ্ডব সাধারণের সুবিদিত। কিন্তু এই ভীষণ রোগের প্রতিকারকল্পে সতত যত্নবান্ থাকিলে নিষ্কৃতিলাভ অসম্ভব নয়। স্বাস্থ্যরক্ষা-বিষয়ক শিক্ষার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

দান। কলিকাতার বেঙ্গল কেমি-কেল্ এণ্ড্ ফার্ম্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কসের কর্ত্তৃপক্ষ হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় ৫০৲ টাকা মূল্যের ঔষধ বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছেন। অপ্রচুর হইলেও এ দানের উপকারিতা সর্ব্ববাদিসম্মত। ঔষধবিতরণে প্রাণদানের চেষ্টা ও প্রতিষ্ঠা, সুতরাং এ দানে প্রাণের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়।

ধর্ম্মক্ষেত্রে লুণ্ঠন। পত্রান্তরে প্রকাশ,—শিয়া (মুসলমান) সম্প্রদায়ের ধর্ম্মক্ষেত্র পারস্যের কারবালার মস্‌জিদ্, উদ্ধত তুর্কিসৈন্যদল কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছে। তুর্কিরা শুন্নী (মুসলমান্) সম্প্রদায়ভুক্ত। শিয়াগণের এই পবিত্র তীর্থ লুণ্ঠন করা শুন্নীগণের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত কিনা বিচার্য্য। ফলতঃ ধর্ম্মক্ষেত্র তীর্থস্থানে অত্যাচার কাহারও পক্ষে সমর্থনযোগ্য নহে।

দৈবনিগ্রহ। সংবাদপত্রে প্রকাশ, সার্ভিয়ায় সম্প্রতি একপ্রকার উৎকট রোগের আবির্ভাব হইয়াছে। উকুনের সাহায্যে ঐ রোগ সংক্রামিত হয়। সার্ভিবহু নরনারী এইরোগে আক্রান্ত এবং বিনষ্ট হইতেছে। অষ্ট্রীয়ানগণই নাকি এই রোগ আমদানী করিয়াছে! মানুষ নিগ্রহ হইতে দৈবনিগ্রহই প্রবল।

পদপূরণ। ভারতবর্ষের সুসন্তান ৺গোপালকৃষ্ণ গোখলের লোকান্তর-গমনে বড়লাটের ব্যবস্থাপকসভায় একজন সভ্যের পদ খালি হয়। সম্প্রতি বোম্বাই হাই-কোর্টের বিখ্যাত এড্‌ভোকেট্ ও বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্য অনারেবল্ শ্রীযুক্ত হীরালাল চিমণলাল শীতলাবাদ বি এ এল্ এল্ বি মহাশয় ঐ পদে ৺গোখলের স্থানে সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। পদপূরণ হইল বটে, স্থানপূরণ হইলেই সুখের কথা।

দুর্ব্বুদ্ধি। ঢাকায় ও ময়মনসিংহে নানাস্থানে সম্প্রতি 'স্বাধীনভারত' নামক রাজদ্রোহকর পত্র কে বা কাহারা লট্‌কাইয়া দিয়াছে। এই রাজদ্রোহকর পত্রের প্রচারক যে বা যাহারাই হউক্, ইহাতে দুর্ব্বুদ্ধি ব্যতীত অন্য কিছুরই পরিচয় নাই। ভগবান্ কতদিনে এই সব নির্ব্বোধের ঘটে সদ্বুদ্ধি প্রদান করিবেন, তিনিই জানেন।

সৎকর্ম্ম। পত্রান্তরে প্রকাশ—সর্দ্ধমান-দাঁইহাটের ব্রাহ্মণজমিদার শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি একটী চতুষ্পাঠীস্থাপন করিয়াছেন। এই চতুষ্পাঠীর অধ্যাপনার ভার লইয়াছেন, যশোহর তালখড়ীর প্রবীণস্মার্ত্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র স্মৃতিরত্ন মহাশয়। স্মৃতিরত্ন মহাশয় সুপণ্ডিত। তাঁহার যত্নে এই চতুষ্পাঠী, সংস্কৃতবিদ্যাবিস্তারে সমর্থা হইলেই সুখের কথা। চতুষ্পাঠীস্থাপয়িতা শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ধর্ম্মশাস্ত্রানুরাগ প্রশংসনীয়।